অভিভাবকত্ব হল
একটি মন্ত্রনালয় - ২য়: খণ্ড

# প্রেমময় যোগাযোগ

FDM WORLD

Craig Caster

*Loving Communication* in Bengali
Parenting Is a Ministry series, Volume 2

# এফ ডি এম

- ওয়ার্ল্ড

পোষ্ট বক্স ৭৮৬৬ হর্স বে, টেক্সাস ৭৮৬৫৭
ফোন: (৬১৯)৫৯০-১৯০১
ইমেইল: Team@FDM.world
www.FDM.world
www.DiscipleshipWorkbooks.com

ক্রেইগ কাষ্টার দ্বারা রচিত
অবিভাবকত্ব শিষ্যত্বকরণের অনুশীলন বই

ক্রেইগ কাষ্টার দ্বারা মুদ্রিত এবং ইলেকট্রনিক সংস্করণ কপিরাইট ©২০১৩ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

অন্যথায় উল্লেখিত না হলে:
সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃতি নিউ কিং জেমস সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট © ১৯৮২ সালে থমাস নেলসন, ইনকর্পোরেটেড দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহৃত।

উপরে সংরক্ষিত কপিরাইটের অধীনে অধিকার সীমাবদ্ধ না করে, এই প্রকাশনার কোন অংশ মুদ্রিত বা ইবুক ফরম্যাটে, অথবা অন্য কোন প্রকাশিত ডেরিভেশন-পুনরুত্পাদন, সংরক্ষন বা পুনরুদ্ধার পদ্ধতিতে প্রবর্তিত হতে পারে, অথবা প্রেরণ করা যেতে পারে প্রকাশকের পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া (ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্যথায়)।

প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা অন্য কোন মাধ্যমে এই বইটি স্ক্যান করা, আপলোড করা, এবং বিতরণ করা অবৈধ এবং আইনত দন্ডনীয়। অনুগ্রহ করে শুধুমাত্র অনুমোদিত বৈদ্যুতিক সংস্করণগুলি কিনুন এবং কপিরাইটযোগ্য সামগ্রীর বৈদ্যুতিক পাইরেসিতে অংশ নেবেন না বা উত্সাহিত করবেন না।

## সপ্তাহ ৩ঃ প্রেমময় যোগাযোগ- ১ম অংশ

---

### ৩য় সপ্তাহ : ১ম দিন

এটির সাথে প্রেমের কি সম্পর্ক ?

আশ্চর্যজনকভাবে, পারিবারিক পরামর্শদাতা হিসেবে আমি শুনেছি যে অনেক সন্তানেরা এই বিবৃতি দিয়েছিল, "আমি মনে করি আমার বাবা-মা আমাকে ভালোবাসেন না।", এই সত্য সত্বেও যে কোনও অবিভাবকই প্রশ্ন করেছিলেন যে তারা তাদের সন্তানদের ভালবাসেন। সমস্যা হল, বাবা-মা মাঝে মাঝে ভালোবাসা ছাড়া কাজ করে। অভিভাবকত্ব এর হতাশা এবং অসুবিধা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বের করে আনতে পারে; আমরা এমন কিছু করি এবং বলি যা প্রেমের বিপরীত। সময়ের সাথে সাথে, যদি একজন পিতা-মাতা দায়িত্ব না নিচ্ছেন, ক্ষমা চাইছেন, এবটি শিশু ভালোবাসা অনুভব করবে না।

আমরা বাইবেলের প্রেমের বিষয়টির দিকে তাকালে, যীশু আমাদের তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে কী আশা করেছিলেন তা সম্পর্কে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দেন, যা আজও আমাদের জন্য প্রযোজ্য। লক্ষ্য করুন যে যীশু কোন পরামর্শ দিচ্ছেন না, বরং একটি আদেশ।

> **যোহন ১৩:৩৪-৩৫ পদে"** *এক নতুন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি,তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর । তোমরা যদি আপনাদেও মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।"*

### আত্ম - পরিক্ষাঃ ১

৩৫ পদ অনুযায়ী যীশুর আদেশের পরিপূর্নতা কিভাবে যীশু এবং অন্যদের, বিশেষত আপনার সন্তানদের সাথে পরিপূর্ণ করবেন ?

---
---
---
---
---
---

ঈশ্বর আমাদের বলেন যে আমরা তাঁর সাহায্য ছাড়া এই ভালবাসা প্রকাশ করতে পারি না। নিম্নলিখিত পদগুলিতে, ঈশ্বরের বাক্য এবং আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজ করার মধ্যে সংযোগ লক্ষ্য করুন।

> **১পিতর : ১: ২২-২৩,** *" তোমরা <u>সত্যের আজ্ঞাবহতায় অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের</u> নিমিত্ত আপন আপন প্রানকে বিশুদ্ধ করিয়াছ বলিয়া অন্তঃকরনে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর; কারন তোমার ক্ষয়নীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় ,বীর্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ।"*(সামনে জোর দেওয়া)।

এই উদাহরনে , আন্তরিক শব্দের অর্থ ভন্ডামি ছাড়াই। এই আন্তরিক ভালোবাসা কেবল খ্রীষ্টে মেনে চলা সম্ভব হয়েছিল,(যেমনটি গত সপ্তাহে আলোচিত) এবং পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে সত্যের আনুগত্য ও আমাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্খার দ্বারা এবং প্রতিটি বিশ্বাসী যারা আমাদের মধ্যে বাস করে।পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা শিখেছি যে দ্বিতীয় পিতর ১:৩ পদে যীশুর কথা বলেছেন,"*কারন যিনি নিজ গৌরবে ও সৎগুনে আমাদিগকে আহব্বান করিয়াছেন, তাহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্থ বিষয় প্রদান করিয়াছেন।*" সমস্ত বিষয় এবং খ্রীষ্টের জ্ঞান কেবল মাত্র আসে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে।

**গভীরে দেখি/** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিচের বাক্যগুলি পড়ুন এবং বর্ননা করুন যে চারটি উপায়ে ঈশ্বর অন্যকে ভালোবাসার কথা বলেছেন সেই সংঙ্গে আপনার সন্তানদের কথাও বলেছেন।

**রোমীয় ১২: ৯ *পদ,*** *"প্রেম নিষ্কপট হউক। যাহা মন্দ তাহা নিন্তান্তই ঘৃণা কর; যাহা ভাল তাহাতে আসক্ত হও।"*

---

---

---

**১ম পিতর ৪: ৮ পদ,"** *সর্বাপেক্ষা পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর; কেননা"প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে।"*

---

---

---

***ইব্রীয় ৬: ১০ পদ,"****কেননা ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন; তোমাদের কার্য, এবং তোমরা পবিত্র গনের যে পরিচর্যা করিয়াছ বা করিতেছ, তদ্দারা তাহার নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম, এই সকল তিনি ভুলিয়া যাইবেন না।"*

---

---

---

**১ যোহন ৪: ৭ পদ ,"** *প্রিয়তমেরা ,আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কারন প্রেম ঈশ্বরের ; এবং যে কেহ প্রেম করে , সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং সে ঈশ্বরকে জানে।"*

---

---

---

## বাইবেলের প্রেম কি ?

বাইবেলের প্রেম অনুভুতির উপর ভিত্তি করে তৈরী হয় না বা এটি প্রাকৃতিক ভাবে আসেনা। আমরা স্বাভাবিক ভাবে স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক। বাইবেলের প্রেম একটি ক্রিয়া পছন্দের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের ভালোবাসা অতিপ্রাকৃত এবং কেবল মাত্র একটি হৃদয় থেকে আসে, কারন এটা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এটি অনুসরন করে যে আপনার স্ত্রীকে সত্যই এবং আন্তরিক ভাবে ভালোবাসার জন্য আপনাকে প্রথমে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে।আপনার হৃদয়কে তার কাছে উৎস্বর্গ করতে হবে। আমাদের সংস্কৃতিতে আজ প্রেম শব্দটি এতটাই ছড়িয়ে গেছে যে অর্থটি সস্তা হয়ে গেছে।ঈশ্বর আমাদের সন্তানদের এবং কিছু নির্দিষ্ট খাবার সর্ম্পকে আমরা কিভাবে অনুভব করি তা বর্ননা করতে আমরা একই শব্দটি ব্যবহার করি। বেশির ভাগ স্বামী এবং স্ত্রীরা আগ্রহ সহকারে সাক্ষ্য দেবেন যে তারা তাদের স্ত্রীকে ভালোবাসেন। তবে একমাত্র মানদন্ড যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত প্রেমকে পরিমাপ করতে পারি, তা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য।

নতুন নিয়মের মূল গ্রীক সংস্করণে, নিম্নলিখিত দুটি শব্দগুলি *ভালবাসা*, ইংরেজিতে অনুবাদ করে:

সত্য নথি

**ফিলিও:** *মানব আত্মার প্রতিক্রিয়া যা এটির কাছে আনন্দ দায়ক বলে মনে করে। "ফিলিও মনে হয় নির্মম ভাবে সতন্ত্র সন্মানের উচ্চ সন্মানের (আগাপে থেকে), কোমলতার কথা বলে এবং আরও বেশী সংবেদনশীল। ফিলিও হ'ল বন্ধুত্বের ভালবাসা! সেই ভালবাসার ধারনা থেকে একজন যে আনন্দ লাভ করে তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফিলিও শর্তাধীন প্রেম।*

**আগাপে:** *অযোগ্য পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া। আগাপে হল ঈশ্বরের ভালবাসার বস্তুও উপকারের জন্য আত্মত্যাগে প্রকাশ করা হয়েছে। "ঈশ্বরের অপরিহার্য্য গুন যা অন্যের কর্মের নির্বিশেষে অন্যের সবোত্তাম স্বার্থ কামনা করে।" (২) "এর মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর যা করেন তা মানুষের জন্য ভাল এবংযা মানুষ চায় তা নয়। তাঁর পুত্র মানুষের কাছে ক্ষমা নিয়ে আসে" (৩)। এটা ভালবাসার জন্য বেছে নেওয়া।*

আমাদের এই অপরিসিম ভালবাসা আছে কারন *"--- ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে পবিত্র আত্মা দ্বারা যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল" (রোমীয় ৫: ৫ পদ)*।

ঈশ্বর আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সন্তানদের *আগাপে* ভালবাসার সাথে, এমন একটি বলিদান ভালবাসা যা প্রত্যাহার করা না হয় যদি কেউ ভালবাসা দাবি বা প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যার্থ হয়। *আগাপে* ভালবাসা ঈশ্বর আমাদের সন্তানদের উপর যে মূল্য রেখেছেন তার উপর ভিত্তি করে, তাদের ব্যক্তিত্ব, শক্তি, দুর্বলতা বা ব্যর্থতার উপর নয়।

এতক্ষনে আপনি সম্ভবত উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, ঈশ্বরের সাথে প্রেম করা আপনার শক্তিতে অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা করুন, যখন আমরা খ্রীস্টকে গ্রহন করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে বাস করতে আসেন। আমরা যদি আত্ম সমর্পণ করি (স্ব-ইচ্ছায় মারা যাই), পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্য দিয়ে আমাদের সন্তানদের ভালবাসবেন! কারন বাইবেলের ভালবাসা অনুভুতি বা আবেগের উপর ভিত্তি করে নয়, এটি এমন একটি কাজ যা আপনি করেন, (একটি ক্রিয়া পদ, বিশেষ্য নয়) এবং এটি কেবল কার্য সম্পাদন করেই চিহ্নিত করা যায়।

অতএব, এটা অপরিহার্য্য যে আমরা আমাদেরশিশুদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রদর্শন করতে শিখি। সুসংবাদ হল, যদি যীশুখ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্টতার ভিত্তি সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়, তাহলে আমরা ঈশ্বরের শক্তিতে, নির্মন করতে মক্ষম "ভালবাসার সমর্থন" যা আমাদের সন্তানদের প্রয়োজন। ব্যর্থতা কোন বিকল্প নয়, আমরা সবাই কোথাও থেকে শুরু করতে পারি এবং সেই সময় আসে যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের সন্তানদের ভালবাসা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পন করা হৃদয় থেকে আসে। এটি এমন একটি আচরণ যা আমাদের বেছে নিতে হবে, খুঁজতে হবে, শিখতে হবে এবং বেড়ে উঠতে হবে। আমরা সবাই আমাদের সন্তানদের একটি নির্দিষ্ট পরিমানে ভালোবাসি, কিন্তু আমরা যা অনুস্মরণ করতে চাই তা হল প্রেমে *শ্রেষ্ঠত্ব*।

---

১. জে ডি ওয়াটসন, ওয়ার্ড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড দিন (চতনুগা, টি এন এএমজি পাবলিশার্স, ২০০৬) ২১।
২. রিচার্ডএল প্র্যাট, এটি খন্ড। ৭, করিন্থিয় ১ এবং ২, হলম্যান নতুন নিয়মের ভাষ্য; হলম্যান রেফারেন্স(ন্যাশভিল, টিএন ব্রটম্যান এবং হালম্যান পাবলিশার্স, ২০০০), ৪৪৭.
৩. স্পায়ারর্স জোদিহিটস,দ্য কমপিট ওয়ার্ড স্টাডি ডিকশনারী: নতুন নিয়ম, (চাট্টানুগা, টিএন এএমজি পাবলিশার্স, ২০০০, ৬৬)।

পৌল জানতেন যে ফিলিপীয় লোকেরা একে অপরকে ভালবাসে, কিন্তু তিনি তাদের আররচাপ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন:

> **ফিলিপিয় *১:৯-১১ পদ,*** *"আর আমি এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, তোমাদের প্রেম যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও সর্ব্বপ্রকার সূক্ষচৈতন্যে উত্তর উত্তর উপচিয়া পড়ে; এইরুপে তোমরা যেন, যাহা যাহা ভিন্নপ্রকার, তাহা পরীক্ষা করিয়া চিনিতে পার, খ্রীস্টের দিন পর্যন্ত যেন তোমরা সরল ও বিঘ্নরহিত থাক"।*

লক্ষ্য করুন, যে পৌল তাদের জন্য প্রেমময় বোধ করার জন্য প্রার্থনা করেননি, যা পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হবে। এটি একটি কর্মেও প্রার্থনা যা আমরা নিজেদেও জন্য প্রার্থনা করতে ব্যবহার করতে পারি। আপনি কীভাবে প্রার্থনা হিসাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন সে সম্পর্কে আমাকে আপনাকে সাহায্য করতে দিন।

১. "যাতে আপনার ভালবাসা জ্ঞান এবং সমস্ত বিচক্ষনতায় আরও বেশী পরিমানে বৃদ্ধি পায়" (ভলিয়াম ১০) । *প্রচুর হওয়া মানে অতিরিক্ত থাকা* - যথেষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি - এই *ক্ষেত্রে* ভালবাসা।গ্রীক*এপিগনোসিসে জ্ঞান*, এর অর্থ বুদ্ধিমানভাবে কিছু জানা, কিন্তু তার পরে তার উপর কাজ করা।বাইবেলে কীভাবে ভালবাসতে হয় তা জানার জন্য একটি প্রার্থনা এবং তারপরে এটি বাঁচিয়ে রাখা। *বিচক্ষনতার* অর্থ হ'ল দৃষ্টিভঙ্গি, বা বোঝার ক্ষমতা, এবং আপনার জ্ঞান থেকে প্রবাহিত আচরন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া ।

২. "যাতে আপনি চমৎকার জিনিসগুলি অনুমোদন করতে পারেন" (পদ ১১)। এই প্রেক্ষাপটে অনুমোদন মানে ক্রমাগত পরীক্ষা করা, আপনার কর্মের অনুমোদনের পূর্বে পরীক্ষা করা। অন্য কথায়, এটি কি *চমৎকার আগাপে* থাকার যোগ্যতা পূরণ করে, অথবা প্রেম যা ঈশ্বরের বাক্যের মান পূরণ করে, যা একটি *আন্তরীক প্রেম* হবে।

আমাদের প্রার্থনা আপনি তাঁর বাক্য অধ্যায়ন করার সাথে সাথে ঈশ্বর আপনার মধ্যে এটি পূরণ করবেন। সম্ভবত আপনি আগে এই কাজটি করেননি, কয়েক মিনিট সময় নিন এবং শাস্ত্রের উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি ব্যবহার করে একটি 3X5 কার্ডে একটি ব্যক্তিগত প্রার্থনা লিখুন এবং ঈশ্বরকে আপনার জীবনে এটি বাস্তব ও সত্য করতে বলুন। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের জন্য এই নীতিগুলি সম্পর্কে প্রার্থনা করে আপনার অধ্যয়নের সময় শুরু করার জন্য কার্ডটি ব্যবহার করুন। উদাহরণ স্বরূপ :

> *"প্রভু যীশু, আমি চাই যেনএই ভালবাসাটি সর্বদা আমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। আমি চাই প্রতিদিন যতই পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনা কেন তোমার ভালবাসায় আমি উপচে পড়তে চাই । প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন, যেন কখনই একটি অজুহাতে অপ্রেমের চিন্তাভাবনা, বাক্য, বা কাজে আমার সন্তানদের প্রতি প্রয়োগ না করি।দয়া কওে অবিভাবক হিসাবে সকল পরিস্থিতিতে যেন তোমার ভালবাসা দেখাতে পারি। যিশু, আমার সামনে এবং বাচ্চাদেও সামনে অবিভাবক হিসাবে আমি যা কিছু করিতাহাতেই যেন তোমার গৌরব হয়, আমেন।*

**গভীরে দেখি :** *আরও অধ্যায়ন করি*
নিম্নলিখিত শাস্ত্রপদগুলি পড়ুন এবং মূল উপদেশগুলি কী তা লিখুন।

**কলসীয় ১: ৯পদ,** *"এই কারন আমরাও, যে দিন সেই সংবাদ শুনিয়াছি, সেই দিন অবধি তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা ও বিনতি করিতে ক্ষান্ত হই নাই, যেন তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে তাঁহার ইচ্ছার তত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও,"।*

---
---
---
---

**রোমীয় ১২:২পদ.** *"আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নতুনীকরন দ্বারা স্বরুপান্তরীত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কি; যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ"।*

---
---
---
---

**ইফিষীয় ৫:১০পদ,** *"প্রভুর প্রীতিজনক কি, তাহার পরীক্ষা কর"।*

---
---
---
---

---

## ৩য় সপ্তাহ: ২য় দিন

### আমাদের শিশুদের সতন্ত্রতা

একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, কখনও কখনও উপেক্ষা করা হয়, ঈশ্বর প্রতিটি শিশুকে অনন্য হতে সৃষ্টি করেন। উদাহরনস্বরূপ, আমার মেয়ে কেটি খুব লাজুক ছিল, যখন সে হাঁটতে সক্ষম হয়েছিল তখন থেকে সে প্রায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত, যদি আমরা বাড়ি থেকে দূরে একটি লোকালয় জায়গায় যেতাম, তাকে শারিরীকভাবে আমার স্ত্রী বা আমার সাথে সংযুক্ত থাকতে হত। সে আমাদের পাশ ছেড়ে কোথায়ও যেত না। সৌভাগ্যক্রমে, বয়সের সাথে সাথে সে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই ছোট্ট বেলায়, এমন কি গির্জার মত জায়গায় যেখানে সে অনেক লোককে চেনে, সে আক্ষরিকভাবে আমার হাত থেকে তার মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ১০ ফুট দুরত্ব বজায় রেখে চলত। এটা মাঝে মাঝে একটু অদ্ভুত ছিল।

শুক্রবার, যখন কেটি কিন্ডারগার্টেনে ছিল, তখন তারা পুরো স্কুলের জন্য প্রশংসা এবং উপাসনা করেছিল, প্রায় তিন থেকে চারশ ছাত্র।শুক্রবারগুলি অবশ্যই খুব কঠিন ছিল! প্রতি সপ্তাহে যখন উপাসনা শুরু হয়, বাচ্চারা চিৎকার করবে, "ওহ, প্রভুর প্রশংসা করুন!" এটি কেটির জন্য দঃস্বপ্নের মতো ছিল; সে তার কান ঢেকে মাথা নিচু করে থাকত, আতঙ্কের অনুভুতির সাথে লড়াই করত।

এমনকি খেলার মাঠে দৈনন্দিন রুটিন, পঞ্চাশটি বাচ্চা চারপাশে বল নিক্ষেপ করে এবং চিৎকার করে, কেটির পক্ষে খুব কঠিন ছিল। তাই তিনি একটি টেবিলে বসতেন,রঙ করতেন এবং শিক্ষকদের সাথে কথা বলতেন। যখন তার বয়স প্রায় ৫ বছর, আমরা তাকে ডিজনিল্যান্ডে নিয়ে যাই এবং এটি "পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী জায়গা" ছাড়া আর কিছু ছিল না। কেটি এসব পছন্দ করেনি তার এত মানুষের ভিড়ে আরাম পেতে প্রায় পাঁচ ঘন্টা লেগেছিল। ছোটবেলায় কেটি ঠিক সেভাবেই ছিল।

তবুও আমার ছেলেরা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেটির মত কিছুই নয়। আমার ছেলে নিক, বিশেষত, সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। আমাদের সব সময় তার পিছনে ধাওয়া করতে হয়েছিল," যুবক এখানে আসুন!" কারণ তিনি সবসময়ই স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন।

অনেক বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা কেটির আচরণ লক্ষ্য করেছেন এবং এটি তাদেও কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। কি হবে যদি আমি এবং আমার স্ত্রী বিব্রত, বা অধৈর্য্য হয়ে যাই, এবং তার চাহিদা উপেক্ষা করতে বলি,"তুমি কি এটা বন্ধ করবে? আমাকে ছেড়ে দাও! ওখানে দাঁড়াও। ছেলেরা কখনো এটা করে নি।" যদি আমরা তাকে এড়িয়ে চলতাম, তাহলে কি হতো? আমরা কেটিকে গভীরভাবেআঘাত করতে পারতাম এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারতাম কারণ আমরা তার অনন্য মানসিক চাহিদাগুলি গ্রহন করতে অস্বীকার করি।

প্রতিটি সন্তানের প্রতি গভীর উপলব্ধি অর্জনের জন্য, আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে কে তাদের সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, আমরা আমাদের সন্তানদের সৃষ্টির অংশীদার কিন্তু শুরু থেকেই ঈশ্বর প্রকৃত স্রষ্টা। আদিপুস্তক ১:২৬ পদ বলে,"*তারপর ঈশ্বর বললেন,"আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে,আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মান করি।"* এবং ২৭ তম পদে,"*পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিলেন,পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।*" ঈশ্বর মানুষকে ধুলিকনা থেকে সৃষ্টি করেছেন (আদি২:৭), এবং পরে তিনি বলেছিলেন যে এটি "*খুব ভাল*" (আদি ১:৩১)। আমাদের সন্তানরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরী এবং আমাদের তাদের সেইভাবেই মূল্য দিতে হবে, এমনকি তাদের সমস্ত অসম্পূর্নতা এবং অনন্য ব্যক্তিত্বের সাথেও। আপনি একটি ঐতিহ্যবাহী, মিশ্র, একক পিতা-মাতা বা এমনকী পালক পরিবার হলেও তাতে কিছু এসে যায় না, আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তার থাকার দায়িত্ব ভাগ করে নিই এবং সেগুলোকে সেভাবে মূল্য দিতে হবে।

আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে তৈরী করেন। কখনও লক্ষ্য করেছেন কিভাবে একটি শিশু অন্যের চেয়ে দ্রুত শেখে? একজন সংবেদনশীল হতে পারে, উদ্যমী এবং আরামদায়ক। আপনি বাইবেলে যীশুর বারজন শিষ্যকে লক্ষ্য করেছেন। পিতর সাহসী ছিলেন,সর্বদা কথা বলতেন, যখন যোহন ,যিনি প্রেমের প্রেরিত হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তাকে যীশুর বুকের উপর ঝুঁকতে দেখা গিয়েছিল।

**গীতসংহিতা ১৩৯: ১৩-১৪** তে দাউদ ঈশ্বরকে বলেছেন:

> *"বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে। আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষন জানে।"*

একজন ভাষ্যকার এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লিখেছেন :

> ডেভিড এখন তার ক্ষমতা এবং দক্ষতা দিয়ে বর্ননা করেছেন । এবং ঐশ্বরিক সর্বশক্তির বিশেষ পর্যায়টি তিনি বেছে নেন তার মায়ের গর্ভে একটি শিশুর বিস্ময়কর প্রকাশ। যখন গর্ভধারণ করা হয়, এটি এই (i) এর উপরে বিন্দুর চেয়ে ছোট পানির উপাদানের মত,এবং শিশুর ভবিষ্যত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিপূর্ণ থাকে-তাদের ত্বকের রং. চোখ এবং চুল, তাদের মুখের আকৃতি,প্রাকৃতিক ক্ষমতা সবগুলি বিদ্যমান থাকে। ঐ উর্বরকৃত ডিম্বের মধ্যে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বিদ্যমান থাকে। (৪)

এটি পরিষ্কার হতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে তৈরী করেছেন আমরা যার জন্ম থেকে,এবং তিনি আমাদের ভালবাসেন। এবং হ্যাঁ, আমাদের সন্তানরাও আমাদের মতই পাপী হয়ে জন্মায়, এবং তাদের ভালবাসার সাথে প্রশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া দরকার, তবে এটি সর্বদা তারা কারা, এবং সর্বদা ভালবাসার প্রেক্ষাপটে থাকবে।

## গভীরে দেখি/ *আরো অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত শাস্ত্রগুলি পড়ুন এবং লিখুন কিভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি গীতসংহিতা রচয়িতার মনোভাব ( আমাদের সন্তানসহ) আপনার সন্তানের স্বতন্ত্রতাকে গ্রহন করতে সাহায্য করতে পারে। আপনার মনোভাব কেমন হওয়া উচিত?

> **গীতসংহিতা ৯২: ৪ পদ,"***কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি আপন কার্য দ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করিয়াছ, আমি তোমার হস্তকৃত কার্য সকলে জয়ধ্বনি করিব।"*

---
---
---
---

> **গীতসংহিতা ১০৪: ২৪ পদ,"***হে সদাপ্রভু, তোমার নির্মিত বস্তু কেসন বহুবিধ! তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা সেই সমস্ত নির্মান করিয়াছ।"*

---
---
---
---

> **গীতসংহিতা ১১১:২পদ, "***সদাপ্রভুর কর্মসকল মহৎ,তৎপ্রীত সকলে সেই সকল অনুশীলণ করে।"*

---
---
---
---

৪. উইলিয়াম ম্যাকডোনাল্ড এবং আর্থার ফারস্ট্যাড,বিশ্বাসীর বাইবেল ভাষ্য: নতুন এবং পুরাতন নিয়ম (ন্যাশভিল: টমাস নেলসন,১৯৭৭), গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৪।

নিম্নলিখিত শাস্ত্র অনুসারে, ঈশ্বরের তাঁর সন্তানদের' জন্য পরিকল্পনা কখন শুরু হয় ?

> **যিরমিয় ১:৫ পদ,**"*উদরের মধ্যে তোমাকে গঠন করিবার পূর্বে আমি তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম, তুমি গর্ভ হইতে বহির হইয়া আসিবার পূর্বেতোমাকে পবিত্র করিয়াছিলাম; আমি তোমাকে জাতিগণের কাছে ভাববাদী করিয়া নিযুক্ত করিয়াছি।*"

---
---
---

> গালাতীয় ১: ১৫ পদ,"কিন্তু যিনি আমাকে আমার মাতার গর্ভ হইতে পৃথক করিয়াছেন, এবং আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন।"

---
---
---

সুতরাং আমরা এইসব থেকে যে উপসংহারটি তৈরী করতে পারি তা হল আমরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র! এটা এখন অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আমাদের শিশুরা আমাদের থেকে এবং একে অপরের থেকে অনেক আলাদা। তাদেরযথাযথভাবে ভালবাসার জন্য, আমাদের শিশুদের ছাত্র হতে হবে ; তাদের ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করা, তাদের চাহিদাগুলি বোঝা এবং তাদের সাথে একটি প্রেমময় উপায়ে যোগাযোগ করতে শিখুন। এবং এদের প্রতি স্নেহ দেখাতে ভুলবেন না , যা তাদের ব্যক্তিত্ব অনুসারে ও হতে পারে। যদি আমরা অভিভাবকত্বের এই ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের প্রয়োগ না করি, তাহলে মারাত্নক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

অনেক পিতামাতা, এটি না জেনে বা স্বীকৃতি না দিয়ে , একটি শিশুর আত্মাকে দুঃখ দিতে পারে এবং তার স্ব-মূল্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এছাড়াও প্রভুকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে, একটি শিশুকে ভালবাসা না দিয়ে এবং তাদের মানসিক চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে, পিতামাতা অকালে তাদের সন্তানের উপর তাদের নিজস্ব প্রভাব বা ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়।

## কর্ম পরিকল্পনা - ১

এখনই কিছু সময় নিন এবং আপনার প্রতিটি সন্তানের জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলির একটি তালিকা লিখুন এবং প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যান এবং বিবাহিত হলে আলোচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ:

> " প্রভু, আমার সন্তান লজ্জা পায় এবং মাঝে মাঝে সে খুব ভয় পায়। আমি জানি আপনি তাকে সেভাবেই তৈরী করেছেন, তাই দয়া করে আমাকে আপনার জ্ঞান দিন, আমাকে (আমাদের) কিভাবে সম্মান করতে হবে তা দেখান। আপনি এবং তার চাহিদা পূরণ করুন।"

---
---
---
---
---
---

যখন আমরা এই অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, আপনি কীভাবে আপনার সন্তানদেরকে ভালবাসতে হবে তা জানতে শিখবেন। ঈশ্বরের উপায়ে প্রার্থনা করুন, এবং তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার জন্য প্রজ্ঞা এবং শক্তি সরবরাহ করতে বিশ্বস্ত হবেন।

## প্রেমময় যোগাযোগ সময় নেয়

একটি শিশুকে ভালবাসার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের সাথে সময় কাটানো। আজকের পৃথিবীতে চাকরি,মন্ত্রনালয়, শখ এবং বিনোদনের মাধ্যমে আমরা অনেক দিক দিয়ে টেনে নিয়েছি, বাচ্চাদের জন্য খুব কম সময় বাকি আছে এমনকী বাবা মা ও যাদের সন্তানরা ফুটবল, সফটবল বা অন্যান্য খেলাধুলায় ঝুঁকি হতে পারে, খেলাধুলা ভাল কিন্তু কিছু মানুষ তাদের চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। যদি আপনার বাচ্চা থাকে যিনি খেলাধুলা করেন "বাদাম", কিন্তু অন্য তিনটি না থাকে তাহলে আপনি শনিবার এবং রবিবার সারাদিন কাটানোর সময়, ট্যাক্সি ক্যাবের মত " খেলাধুলা" করার জন্য যখন তারা বাড়িতে থাকবেন,তখন আপনি সেই তিনজনের সাথে কী যোগাযোগ করছেন? আরো খারাপ হল যখন আপনি তাদের সাথে টেনে নিয়ে যান এবং তাদের ব্লিচারে বসান আমাদের অবশ্যই আমাদের প্রতিটি সন্তানকে তাদের নিজস্ব স্বার্থের সাথে ভালবাসার জন্য একটি সুষম উপায় বের করতে হবে।

আজ, আমাদের সমাজে, অনেক মা কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন। অনুগ্রহ করে বুঝে নিন যে আমি কাজের মাকে নামিয়ে দিচ্ছি না। আপনি যে এলাকায় থাকেন সেখানে দুই পিতামাতার আয়ের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল: কর্মজীবি বাবা মা যখন বাড়িতে আসে, তখন তাদের হৃদয় ও মন কোথায় থাকে? "বাচ্চারা আমাকে কিছুক্ষনের জন্য একা থাকতে দাও।" আমরা ক্লান্ত হতে পারি,তাই তাদের কাছে উপলব্ধ থাকার বিষয়ে নিজে সৎ থাকুন। আপনি না থাকলে সমস্যা হতে যাচ্ছে।

আমাদের বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসা অগত্যা এই কারণে প্রভাবিত হয় না যে আমরা কাজ করছি, কিন্তু আমাদের আচরণ এবং মনোভাব দ্বারা যখন আমরা তাদের সাথে বাস করি। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখায় যে একজন গড় কর্মজীবি মা তার সন্তানদের সাথে যোগাযোগে এক এক দিনে ১১ মিনিট ব্যয় করেন। যাদের একাধিখক সন্তান আছে তাদের সাথে সেই সময় আরো কমে যায়। পুরো সপ্তাহে একজন কর্মজীবি মা তার সন্তানের সাথে প্রায় ৩০ মিনিট ব্যয় করেন। একজন পিতা তার সন্তানের সাথে প্রায় আট মিনিট ব্যয় করে সপ্তাহান্তে সে তার বাচ্চাদের সাথে প্রায় এগারো মিনিট যোগাযোগ করেন।

এই একই পরিসংখ্যানের মধ্যে, আমরা দেখতে পাই যে আজকের শিশুরা দিনের মধ্যে তিন চার ঘন্টা টিভি দেখছে। এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে মিডিয়া ধর্মান্তরিত করছে এবং আমাদের শিশুদের মনকে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংক্রমিত করছে? আমাদের সন্তানদের ভালবাসা এবং তাদের মানসিক চাহিদা পূরণের অর্থ হল আত্নত্যাগ, নিজেদের দান করা এবং তাদের জন্য উপলব্ধ হওয়া। তাদের আগ্রহের সাথে খাপ খাইয়ে তাদের কাছে একটি বই পড়া, ক্যাচ খেলা বা কুকুর হাঁটা হতে পারে। এটি সময় নেয়, কিন্তু পিতামাতারা তাদের সন্তানদের সত্যিই চিনতে এবং তাদের উপভোগ করার নতুন পুরস্কারও পাবে।

## সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণাকারী

এটা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমার পর্যবেক্ষনযে চারটি মৌলিক শক্তি আছে যা সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। প্রথমটি হল প্রেম, সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা। দ্বিতীয়টি হল শারীরিক চাহিদা: খাদ্য, নিরাপত্তা,উষ্ণতা। তিন নম্বরটি অনুনয়: আমাদের চাকরি, গাড়ি,বাড়ি বা অন্যান্য জিনিস যা আমাদের খুশি করে। চতুর্থ, এবং কম শক্তিশালী, ব্যথা এবং ভয়।

যখন বাচ্চাদের অনুপ্রাণিত করার কথা আসে, বাবা-মা প্রায়ই ব্যথা এবং ভয়ে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকেন কি সেই আগ্রহ নেই? তবে বাস্তবতা হল যে, অনেক দূর থেকে শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হল ভালবাসা আমাদের সন্তানদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করবে যখন তারা আমাদের উপস্থিতিতে থাকবে না, বিশেষ করে যখন তারা কিশোর বয়সে পরিণত হবে। আমাদেরভালবাসা হল অন্যদের বলার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা,"না, আমি এটা চাই না" অথবা "আমি এটা করবো না" তাদেও প্রতি আমাদের ভালবাসা। ঈশ্বর হল আমাদের উদাহরণ, যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে "ঈশ্বরের মধুর ভাব (প্রেমময় প্রেম) যা আপনাকে অনুতাপের দিকে লইয়া যায়"(রোমীয় ২:৪ পদ) যেটা আমাদের আলিঙ্গন করতে হবে। যেহেতু এটা ঈশ্বরের ভালবাসা এবং কল্যান যা আমাদের অনুতাপের পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল, তাই কি আমাদের সন্তানদের সাথেও একই কাজ করা উচিত নয়? কি প্রেরণা ছিল যার ফলে যীশু আমাদের জন্য নেমে এসে মারা গেলেন? যোহন ৩:১৬ পদে আমাদের জন্য তার ভালবাসা তাকে ক্রুশে মরতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

**গভীরে দেখি /** *আরও অধ্যায়ন করি:*

নিম্ন লিখিত পদগুলি ভালবাসার বাইরে অভিনয় সর্ম্পকে কি বলে তা লিখ ? কারণগুলি এবং ফলাফলগুলি কী এবং কিভাবে আপনি আপনার অভিভাবকত্বে এটি প্রয়োগ করতে পারেন?

**রোমীয় ৫:৮ পদ"** *কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাহাঁর নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন ; কারন আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন ও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রান দিলেন।"*

---
---
---
---
---

**২য় করিন্থীয় ১২:১৫ পদ "** *আর আমি অতিশয় আনন্দের সহিত তোমাদের প্রানের নিমিত্ত ব্যয় করিব, এবং ব্যয়িতও হইব। আমি যখন তোমাদিগকে অধিক প্রেম করি ,তখন কি অল্পতর প্রেম প্রাপ্ত হই?*

---
---
---
---
---

**১ম যোহন ৪:৭,"***প্রিয়তমেরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি ; কারন প্রেম ঈশ্বরের; এবং যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং ঈশ্বরকে জানে।"*

---
---
---
---
---
---

আমাদের পরবর্তী বিভাগে, আপনি নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপনার সন্তানদের প্রশিক্ষন দিতে শিখবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষন অবশ্রই প্রেমে করা উচিত এবং ভালবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত যদি আমরা এটি ঈশ্বরের পথে করি তবে এটি পিতামাতার পক্ষে কঠিন কারণ এটি ত্যাগের প্রয়োজন। ভালবাসা সত্যিকারের হওয়ার জন্য, এটি অবশ্যই মানবিক হতে হবে। ঈশ্বর কি আমাদের প্রতি ভালবাসা অনুভব করেননি ? আপনি কি খুশি নন যে তিনি সেই ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন ? তিনি আমাদের ভালবাসার বাইরে প্রেমের অনুভূতি ছাড়িয়ে যুগান্তরে অনুস্মরণ করতে চান।

---

**৩য় সপ্তাহ : ৩য় দিন**

প্রেম : প্রতিক্রিয়া অথবা সাড়া?

**দেহের মধ্যে প্রতিক্রিয়াঃ**

> সত্য নথী
>
> **প্রতিক্রিয়াঃ** অভিধানটি শব্দটির সংঙ্গা দেয় নিম্ন লিখিত উপায়ে : " উদ্দীপক বা উদ্দিপনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করা,বিরোধী হয়ে কাজ করা ।"(৬)

সুতরাং, প্রতিক্রিয়া জানানো উদ্দেশ্যমূলক বা প্রতিক্রিয়া কালীন মানসিক অবস্থা নয় এবং অবশ্যই এটি একটি নেতিবাচক ক্রিয়া হতে পারে। আমরা এ কথাটি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যে আমরা যদি কেবল সেই ব্যক্তির প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি তবে কাউকে ভালোবাসা ভালোমানের হবে না।

> **দেহরূপে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা** একটি খ্রিস্টান হিসাবে পাপী পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তার পুরানো পতনের প্রকৃতির অভ্যাস হিসাবে বা পবিত্র আত্মার শক্তি এবং প্রজ্ঞার চেয়ে নিজের শক্তি এবং বোঝার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

খ্রীস্টান পিতা-মাতা হিসাবে, মন্ত্রী হিসাবে, একটি নেতিবাচক উপায়ে প্রতিক্রিয়া পাপ এবং ঈশ্বরের একটি ভুল উপস্থাপনা। আপনার কোনও অবস্থাতে আপনার সন্তানদের প্রতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা উচিত নয়। প্রতিক্রিয়া কোনও চিন্তা ভাবনা করে না, এটি একটি "মস্তিষ্কবিহীন"। অন্য কথায় যা কিছু মনে আসে আমরা কেবল এটির সাথে চলে যাই। প্রতিক্রিয়া আমাদের পাপ প্রকৃতি, বা মাংস থেকে, এবং আত্ম নিয়ন্ত্রনের প্রদর্শন নয়, যা আত্মার ফলের অন্তর্ভুক্ত (গালাতীয় ৫:২২ পদ) । আপনার সন্তানরা যখন আপনার পছন্দ মত কিছু করেন না তখন আপনি প্রথমে মনে মনে আসে এমন ভুল উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানতে পারেন, যা প্রায়শই কঠোর কথায় চিৎকার করে, বিতৃষ্ণা বা মুখের বিরক্তি ব্যবহার করে এমনকি শারীরিক সহিংসতাও ব্যবহার করে। অন্যান্য কৌশল হল নীরবতা, প্রত্যাখ্যান এবং বিচ্ছিন্নতা। আমাদের শিশুদের প্রতি পাপী ও দৈহিক প্রতিক্রিয়াশীল অভিব্যক্তির তালিকা বেশ দীর্ঘ হতে পারে। এগুলি প্রেমময় নয় এবং ঐশ্বরিক প্রশিক্ষণ হিসাবে যোগ্য নয়।

---

৬. এখন ইংরাজি ভাষায় ১৯ ওয়েবস্টার এর নতুন আর্ন্তজাতিক অভিধান ; দ্বিতীয় সংস্করন আনবিড়িড; জি অ্যান্ড সি মেরিয়ামিয়াম সংস্থা, প্রকাশক,স্প্রিংফিল্ড, এমএ ১৯৪৪

এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা প্রতিদিন মনে রাখি যে আমরা আমাদের বাচ্চাদের জীবনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব! প্রতিবারই যখন আমরা রাগ করি,বা আমাদের সন্তানদের প্রতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাই, তখন আমাদের তলোয়ার বের করে হৃদয় কেটে ফেলার কথা ভাবা উচিত। অবশ্যই আমরা তাৎক্ষনিকভাবেক্ষতি দেখতে পাচ্ছিণা,তবে এটি সত্যই ঘটছে। উপরন্তু যখন আমরা সেই ক্ষতির সাথে সঠিকভাবে মোকাবেলা করি না,তখন সংক্রমন প্রবেশ করে তিক্ততা নিয়ে আসে এবং বিরক্তি আসে। যখন আমাদের বাচ্চারা কিশোর হয়,তখন আমরা মূল্য পরিশোধ করি।

একজন পরামর্শদাতা হিসাবে, আমি শত শত খ্রিষ্টান ছেলে এবং মেয়েদের দেখেছি যাদের হৃদয় ভাঙ্গা তারা সংক্রমিত এবং যন্ত্রনায় পূর্ণ। দুঃখের বিষয়,যেসব বাবা মা এইসব বাচ্চাদের বড় করেছের তারা কখনোই বুঝতে পারেননি যে তারা তাদের ভালবাসায় সাড়া না দিয়ে দেহে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বাচ্চাদের ক্ষতি করছেন।

অন্যকিছু লক্ষনীয় হ'ল যে আবেগের  ঘাটতি নিয়ে ফেটে পড়া পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখাতে সময় বা প্রচেষ্টা লাগে না, তা তাৎক্ষনিক হয়, হীতোপদেশ ১৫:১পদআমাদের বলে, *"কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারন করে, কিন্তু কটু বাক্য কোপ উত্তেজিত করে"*, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বাইবেল আমাদের আরও বলেছে যে আমরা কঠোর পদক্ষেপগুলি দূর করতে বা "বন্ধ" করতে পারি : " কিন্তু আপনি নিজেই এই সমস্ত রাগ, ক্রোধ, বিদ্বেষ, নিন্দা বন্ধ করার জন্য, তোমার মূখ থেকে নোংরা ভাষা বেরিয়ে আসছে" (কলসীয় ৩:৮পদ)। আমাদের স্ত্রীদের প্রতি পাপী প্রতিক্রিয়া বন্ধ করতে আমরা এই সত্যকে গ্রহন করতে এবং সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারি। দুঃখজনকভাবে, খ্রিষ্টান পিতামাতার পক্ষে তাদের সন্তানদের প্রতি মাংসের প্রতিক্রিয়া দেখানো খুবই সাধারণ,তবুও তাদের আচরণের জন্য কখনোই দায়িত্ব নেবেন না।

**গভীরে দেখি :** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্ন লিখিত শাস্ত্রপদগুলি থেকে প্রতিটি নেতিবাচক মনোভাব বা আবেগ এর গুনমান এবং কারণ,"পুনরায় অভিনয়"করার অভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত। আপনি কি আদেশ দেখেছেন ?

**গীতসংহীতা ৩৭:৮পদ** *"ক্রোধ হইতে নিবৃত হও, কোপ ত্যাগ কর, রুষ্ঠ হইও না, হইলে কেবল দুষ্কার্য করিবে"।*

---

---

---

**ইফিষীয় ৪:২২ পদ,***"যেন তোমরা পূর্বকালীন আচরন সম্বন্ধে সেই পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ কর, যাহা প্রতারণার বিবিধ অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে"।*

---

---

---

**যাকোব ১:২০পদ:** *"কারন মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে না"।*

---

---

---

**হিতোপদেশ ২০:৩পদ,** *"বিপদ হইতে নিবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের গৌরব, কিন্তু মুর্খমাত্রেই বিবাদ করিবে"।*

---

---

---

---

**হিতোপদেশ ২৭:৩ পদ,** *"প্রস্তর ভারী ও বালি গুরু, কিন্তু অজ্ঞানের অসন্তোষ ঐ উভয় অপেক্ষা ভারী"।*

---

---

---

---

**প্রেমে সাড়া দেওয়া**

**সত্য নথী:**

**প্রতিক্রিয়া:** অভিধান অনুসারে," আমরা যখন কারও প্রতি ইতিবাচক বা অনুকূলভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই,"(৭)।
আমরা যখন প্রতিক্রিয়াশীল হই তখন থিসারস আমাদের বলে যে আমরা গ্রহনযোগ্য,প্ররোচনামূলক,বা ইতি বাচক আচরন করছি উপায়, যা প্রেমের প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিপরিত।

**প্রেমে সাড়া দেওয়া:** একজন খ্রীষ্টিয়ানের ভালোবাসায় সাড়া দেওয়ার অর্থ হল পবিত্র আত্মার আভ্যন্তরিন পথ নির্দেশনায়, ভালোবাসায়, প্রজ্ঞা এবং শক্তি দিয়ে একটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দেওয়া ।
আমাদের চিন্তাকে জাগায়; আমরা আমাদের মন এবং ইচ্ছা দিয়ে শাস্ত্রের আদেশ গুলি ব্যবহার করতে হবে যা আমদের প্রতিটি চিন্তাকে খ্রিষ্টের আনুগত্যে বন্দি করে আনতে হবে("২য় করন্থীয় ১০-৫")।আত্মনিয়ন্ত্রন সর্বদা সাড়া দেয় যে আমরা অবশ্যই আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের শক্তির বশীভুত এর মদ্যে আনতে হবে। যেটা পবিত্র আত্মার ফলকে সমৃদ্ধি করে , তবে আত্মার ফল হল ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য, উদারতা, সততা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা, আত্মনিয়ন্ত্রন (গালাতীয় ৫: ২২-২৩ পদ)। ইহা ছাড়া শাস্ত্র বলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাসের ভিত্তির সাথে আত্মনিয়ন্ত্রন যোগ করব:

> **২য় পিতর ১: ৫-৭,"** *আর ইহারই জন্য তোমরা সম্পূর্ন যত্ন প্রয়োগ করিয়া আপনাদের বিশ্বাসে সদ্গুন, ও সদগুনে জ্ঞান ও জ্ঞানে জিতেন্দ্রিয়েতা, ও জিতেন্দ্রিয়তায় ধৈর্য, ও ধৈর্যে ভক্তি, ও ভক্তিতে ভাতৃস্নেহ, ও ভাতৃস্নেহে প্রেম যোগাও।"*

---

৭. ওয়েবস্টারের দুইটি নতুন রিভার সাইড সংস্করন, অফিস সংস্করন, হাউটন মিফলিন সংস্থা,১৯৯৬

**আত্ম পরীক্ষা - ২**

একটু সময় নিন এবং আপনার সন্তানদের প্রতি আপনি আপনার  বিরুপ মুখোভাব অথবা কটু ব্যবহার করেছেন তার কিছু তালিকা লিখুন।

---

---

---

---

অবশেষে, প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়া জানাতে সময় লাগে। দশ গুনতে যত সময় লাগে তার থেকে এটি গণনা করতে বেশি সময় লাগে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করব, কখনো কখনো উপযুক্ত শৃঙ্খলার সাথে সাড়া দেওয়ার জন্য একজন পিতামাতার "সময় বের করা" প্রয়োজন। আপনার কি পরিস্থিতি থেকে  দূরে গিয়ে প্রার্থনা করার দরকার আছে? ঈশ্বরের কাছে জ্ঞানের জন্য এমন ভাবে সাড়া দিন যাতে আপনার সন্তানকে সম্মান ও ভালোবাসার সাথে উৎসাহিত করে।

> **হিতোপদেশ ১৫: ২৮ পদ বলে,"** *ধার্মিকের মন উত্তর করিবার জন্য চিন্তা করে------- "*
>
> **যাকোব ১: ১৯-২০পদে বলেছে,"***হে আমার প্রিয় ভাতৃগন, তোমরা ইহা জ্ঞাত আছো। কিন্তু তোমাদেও প্রত্যেকজন শ্রবনে সত্বও, কথনে ধীর ,ক্রোধে ধীর হউক,কারন মনুষ্যে ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্টান করে না।"*

স্পষ্টতই, শাস্ত্র আমাদের দেহে প্রতিক্রিয়া না জানাতে বলে; কিন্তু ভালোবাসার সাথে চিন্তাভাবনা করে সাড়া দেওয়া। মনে রাখবেন, আমাদের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের গৌরব করা, এমনকি শৃঙ্খলার সময়, এমনকি যখন আমাদের সন্তানরা ব্যর্থ হচ্ছে, এমনকি যখন তারা শুনতে চায় না, এমনকি যখন তারা আমাদের মোকাবেলা করে-তখনও আমাদের সাড়া দিতে হবে। মনে রাখবেন যে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করছি , নিজেদের নয়।

**গভীরে দেখি :** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিচের বাক্যগুলি পড়ি এবং ভালোবাসার উপরে আমাদের দায়িত্ব ও অনুভুতি গুলি লিখি ।

> **যোহন  ১৩:৩৪ পদ,"***এক নতুন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর" ।*

---

---

---

---

> **কলসীয় ৩:১৪ পদ, "** *আর এই সকলের উপরে প্রেম পরিধান কর; তাহাই সিদ্ধির যোগবন্ধন"*

---

---

---

---

**ইফিষীয় ৪:১৫ পদ,**"*কিন্তু প্রেমে সত্যনিষ্ঠ হইয়া সর্ববিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মস্তক -তিনি খ্রীস্ট*" ।

---

---

---

**১ম পিতর, ১:২২ পদ,**"*তোমরা সত্যের আজ্ঞাবহতায় অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্ত আপন আপন প্রানকে বিশুদ্ধ করিয়াছ বলিয়া অন্তঃকরনে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর;*" ।

---

---

---

**১মঃ পিতর,৪:৮ পদ,**" *সর্বাপেক্ষা পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর: কেননা "প্রেম পাপরাশি অচ্ছাদন করে।"*

---

---

---

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সন্তানদের সাথে কাজ করা

হিতোপদেশ ১৪:২৯ পদ বলে."*যে ক্রোধে ধীর তার বড় বুদ্ধি আছে, কিন্তু যে আবেগপ্রবণ সে মূর্খতাকে বড় করে।*" অন্য কথায় সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যে বোঝার অভাব প্রদর্শন করে, সেইসাথে আমাদের শিশুদের মধ্যে অব্যাহত মূর্খ আচরণকে উৎসাহিত করে। এটি বিশেষ করে প্রবল ইচ্ছাশালী শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমি আগে ভাগ করেছি, আমার বড় ছেলের জীবনের প্রথম চার -পাঁচ বছরের সময়, আমি প্রায়শই তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির আচরণের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। আমি রেগে গিয়েছিলাম এবং আমি আমার কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেছি। অবশেষে, ঈশ্বর আমার কাছে পৌঁছালেন,"আরে ক্রেইগ ,আপনি কি কখনো পেট্রোলটি আগুনের উপর রাখবেন যখন আপনি এটি নেভানোর চেষ্টা করছেন?" আমি ভাবলাম,"অবশ্যই না!" তারপর আমি আবার ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম,"আচ্ছা যতবার তুমি রেগে যাবে এবং তোমার ছেলে এটা জানবে,তুমি তাকে তার আচরণে ক্রমাগত মূর্খতাকে উস্কিয়ে দিচ্ছ।"

শাস্ত্র প্রকাশ করে যে যখন আমরা একটি শিশুকে হতাশ করি তখন যারা শক্তিশালী তাদের ঠিক পিছনে ঠেলে দিবে। **ইফিষীয় ৬:৪ পদ** বলে,"*এবং আপনি ,আপনার সন্তানদের ক্রোধে উস্কে দিবেন না, কিন্তু তাদের প্রশিক্ষন এবং অনুশাসনে প্রতিপালন করুন প্রভু।*" এই পদটিবলে কারণ তাদের বাড়ি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে,তবে নীতিটি মায়ের জন্যেও । আদেশ হল"উস্কান না"। এখানে কোন ব্যতিক্রম ধারা নেই, অথবা অন্য কোথাও গ্রহনযোগ্য বিকল্প হল তাদের প্রশিক্ষন দেওয়া, যা পরবর্তীতে গভীরভাবে আলোচনা করা হবে।*প্যারোরগিজো*(গ্রিক)."রাগের জন্য উস্কানি দেওয়া" মানে কাউকে রাগের দিকে নিয়ে যাওয়া অথবা "রাগ,জ্বালা বা বিরক্তি উস্কে দেওয়া "।(৮)

---

৮. জোদিয়েটস,১১২২

যখন ঈশ্বর আমাদের কিছু না করার নির্দেশ দেন, এবং আমরা যেভাবেই করি না কেন, এটি একটি পাপ। কোন পিতামাতা এটি পছন্দ করেন না যখন একটি শক্তিশালী শিশু শুনতে বা মানতে অস্বীকার করে। কিন্তু বাইবেল আমাদের সবসময় উৎসাহিত করে ভালোবাসায় অথবা খ্রিষ্ট-সদৃশ। ইব্রীয়১০:২৪ পদে একটি ইতিবাচক উপায়ে "উত্তেজিত" করে,"এবং আসুন আমরা একে অপরকে বিবেচনা করি যাতে প্রেম এবং ভাল কাজগুলিকে আলোড়িত করা যায়।" প্যারাক্সমোস (গ্রিক), এবং কাউকে ভাল আচরণের জন্য উৎসাহিত করার কাজকে বোঝায়। আমরা সত্যিই যা করতে চাই তা হল "আলোড়ন" ভালবাসা, যা আপনার সন্তানদের মধ্যে ভাল আচরণকে উদ্দিপীত করে। আমি ভালবাসার "অগ্নি নির্বাপক" ব্যবহার করে আমি এটিকে ডাকি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে,ব্যক্তিত্ব আমাদেও যেভাবে ব্যবহার করেন সেভাবেই আসে। সেই প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তিরা হলেন বিশ্বে পিতর এবং পল আমাদের জীবনে তাদের মত মানুষ দরকার। সত্যের প্রতি সাড়া দিয়ে,আত্ম-নিয়ন্ত্রন ব্যবহার করে এবং আমাদের আবেগ ও অনুভূতি দ্বারা চালিত না হলে বিজয় আসে। পিতামাতা হিসাবে আমাদের জন্য সত্যের অর্থ হল যে আমাদের প্রতিক্রিয়া বিবেক থেকে আসে। **২ বিবরণ ২৭:২৬ পদ বলে** ," অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি যে এই আইনটির সব কথা পর্যবেক্ষন করে নিশ্চিত করে না। এবং সমস্ত লোকেরা বলবে,'আমেন'!" নিশ্চিত করার অর্থ ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে এসেছে এবং তা আমাদের আচরণকে নির্দেশ করে।

> **মথি ২২: ৩৬-৩৯ পদ,**" *গুরু, ব্যবস্থার মধ্যে কোন আজ্ঞা মহৎ? তিনি তাহাকে কহিলেন, " তোমার সমস্থ অন্তকরন,তোমার সমস্থ প্রান ও তোমার সমস্থ মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য;" তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে।"*

এই অনুচ্ছেদে, ঈশ্বর প্রেমের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবনের মূল্যকে গুরুত্ব দেন। আমরা যখন কাউকে ভালবাসি এবং মূল্য দেই তখন আমরা তার সাথে তার মতই আচরণ করি। প্রেমের বিপরীতে অভিনয় করার একটি উদাহরণ দেওয়া হল: এটি একটি উত্তপ্ত মুহূর্ত যখন আপনার সন্তান মূর্খের মত কাজ করে এবং আপনি তীব্র বিতর্ক করছেন। ফোন বেজে ওঠে,এবং আপনি আপনার বন্ধুকে উত্তর দিতে থাকেন। আমি ভাল আছি,কেমন আছ ? আপনার কণ্ঠস্বর তাৎক্ষনিকভাবে মনোরোম হয়ে ওঠে। আপনি কেবল আপনার সন্তানের সাথে কী ব্যবহার করছিলেন? ফোনে থাকা মানুষটি বেশি মূল্যবান।

দুঃখের বিষয় , আমরা প্রায়শই তা করি, এমনকি দুবারচিন্তাও করি না। বিশেষ করে যখন আমাদের বাচ্চারা ছোট থাকে,তাদের জ্ঞান দক্ষতা বিকাশ করার আগে , তারা এটি দেখতে পায় মা বাবা সন্তানদের চেয়ে অন্য লোকদের বেশি পছন্দ করে এবং এটি সাধারণ ঘটনা। এমনকি অনেক খ্রিষ্টান বাড়িতেও এই কারণে অনেক বাচ্চাকে স্ব-মূল্যের জন্য সংগ্রাম করতে দেখি।

## ভালবাসা পছন্দ

বাইবেল বলে যে "প্রেমে পড়া" একটি পছন্দ অনুভূতি নয়। অনুভূতি অনুস্মরণ করতে পারে কিন্তু আমাদেও ঈশ্বরের বাক্যে আনুগত্য থাকতে হবে । " কিন্তু এই সবকিছুর উর্ধ্বে প্রেমকে রাখুন, যা পূর্ণতার বন্ধন"(কলসীয় ৩:১৪)। এখানে "ভালবাসা" অনুবাদ করা শব্দটি হল আগাপে। । নেলসন নিউ ইলাস্ট্রেটেড বাইবেল অভিধানে লেখা রয়েছে: "জনপ্রিয় উপলব্ধির বিপরীতে, আগাপে প্রেমের তাৎপর্য এটি নিঃশর্ত প্রেম নয়, তবে এটি মূলত আবেগগুলির চেয়ে ইচ্ছার একটি ভালবাসা।"(৯)

---

৯। দি নেলসন ইলাসট্রেটেড বাইবেল ডিকশনারী।

*আগাপে ভালবাসা* মানে আমার বাচ্চাদের প্রতি সাড়া দেওয়া যেন আমি তাদের ভালবাসি এবং মূল্য দিই, এমনকি যখন আমি তাদের পছন্দ নিয়ে বিরক্ত। আমার নেতিবাচক চিন্তা থাকতে পারে, কিন্তু তবুও ভালবাসা এবং ধৈর্য্যের সাথে সাড়া দিন। আমি *আত্মনিয়ন্ত্রণ* শিখেছি, আমার দেহ নিবারণের শিল্প,যাতে আমি নির্বোধ, বিচারমূলক, অর্থহীন বা নির্দয় কিছু বলা এড়িয়ে যাই। এটি আত্মার ফল, ক্রেইগের ফল নয়। এই ভালবাসা স্বাভাবিকভাবে আসে না। এছাড়াও, বাইবেলের প্রেম অনুভূতির উপর ভিত্তি করে নয় ; এটা আত্মসমর্পন করা অথবা পবিত্র আত্মার বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পন করা একটি পছন্দ। আমরা সবাই এটা স্বীকার করি-প্রত্যয় আমাদের বলেছে যখন আমরা নিয়ন্ত্রনের বাইরে থাকি (ইফিষীয় ৪:৩০)। আগাপে প্রেম হল অন্য ব্যক্তিকে,সম্ভবত একটি শিশুকে মূল্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত, যখন আমাদের নিজের স্বস্তি বিঘ্নিত হয়। রোমীয় ১৩:৮ পদ বলে,"*একে অপরকে ভালবাসা ছাড়া অন্য কারো কাছেঋনী নয়, কারণ যে অন্যকে ভালবাসে সে আইন পালন করেছে।*"

হৃদয়ে প্রেমের যোগাযোগ শুরু হয়। দেহ থেকে প্রতিক্রিয়া করার পরিবর্তে প্রেমে সাড়া দেওয়া শেখা একটি প্রক্রিয়া। আজ, আমি আর আমার বাচ্চাদের প্রতি রাগের *প্রতিক্রিয়া* দেখাইনি বরং ভালবাসায় সাড়া দিচ্ছি। ঈশ্বরের প্রশংসা করুন, আমার বড় ছেলে তার জীবনের প্রথম ছয় বছরে অনেক ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করেননি। কারণ ঈশ্বর আমার রাগী, পাপপূর্ণ আচরণের স্মৃতিশক্তি নিরাময় করেছেন।

আপনি যদি একটি প্রতিক্রিয়াশীল, পাপপূর্ণ আচরণের মধ্যে আটকে থাকেন, তাহলে হৃদয় নিন। আপনি এবং আপনার সন্তান একই রকম নিরাময়ের অভিজ্ঞতা পেতে পারেন। পরের অধ্যায়ে আমরা সেই প্রতিক্রিয়াশীল আচরণকে একটি প্রেমময় প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন করতে পারব। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, *নেতিবাচকভাবে*, আপনি পরে মূল্য পরিশোধ করবেন, এবং আপনার সন্তানরাও তাই করবে।

---

## ৩য় সপ্তাহ : ৪র্থ দিন

### ভালবাসা কি নয় : ১ম অংশ

আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে আমরা জানি কিভাবে আমাদের সন্তানদের ভালবাসতে হয়। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যে বর্নিত প্রেমের সাথে আমাদের প্রেমের প্রকারের তুলনা করে প্রমান করতে পারি  এই বিষয়ে সবচেয়ে পরিপূর্ণ অনুচ্ছেদ পাওয়া যায় **১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে**, যা প্রেম কি এবং কি নয় তা বর্ননা করে। আমরা যখন এই নীতিগুলি অধ্যায়ন করি,তখন আমর প্রেম সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রকাশিত জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত আমাদেও জ্ঞান এবং আচরণের মূল্যায়ন করব।

যেহেতু আমরা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, দয়া করে মনে রাখবেন যে ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন, এবং তাঁর নির্দেশনা সাহস দেখানোর জন্য , নিন্দা করার জন্য নয়। এটা শয়তান, আমাদের শত্রু,যে চায় যে আমরা নিন্দা বোধ করি পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে এমন জায়গাগুলি প্রকাশ করে যেখানে আমাদের পরিবর্তন প্রয়োজন, এবং আমাদের কাজ হল সেই প্রত্যয় পাওয়া যা ঈশ্বর আমাদের প্রত্যয় এবং নিন্দার মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে চান, এবং " *খ্রিষ্টের মধ্যে কে আছে তার  কোন নিন্দা নেই।"(* রোমীয় ৮:১ পদ)

এই সম্পর্কে চিন্তা করুন: এই মুহূর্তে আপনি এই উপাদানটি পড়েছেন এমন একটি কারণ রয়েছে ঈশ্বর আপনার সাথে এই জিনিসগুলি ভাগ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাকে বলুন," ঠিক আছে, ঈশ্বর আমি প্রস্তুত। তুমি আমার কাছে সত্য প্রকাশ করলে, যেখানে আমি কিছু ভুল করছি,আমি প্রার্থনা করি যে তুমি দৃঢ় বিশ্বাস আনবে এবং পরিবর্তনের জন্য আমার হৃদয়ে আকাঙ্খা স্থাপন করবে।"

১ করিন্থীয় ১৩ তে ঈশ্বর **ক্রিয়াপদ**হিসাবে প্রেমকে ব্যাখ্যা করেন,বিশেষণ নয়। এর কারণ হল "আগাপে" প্রেমকে কেবল কর্মে পর্যবেক্ষন করে বর্ননা করা যায়। ভালবাসা এমন কিছু নয় যা আমরা কেবল সংজ্ঞায়িত করি; এসন একটি কিছু যা কেবল একটি অনুভূতি বা মনোভাব নয়; এটি এমন একটি কর্ম যা অন্যদের উপর কেন্দ্র করে, নিজের উপর নয়।

> **১মঃ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ পদ,** *"প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম অত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না,অশিষ্টাচরন করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া ওঠে না, অপকার গননা করে না, অধার্মিকতায় আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যের সহিত আনন্দ করে; সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্যপূর্বক সহ্য করে।প্রেম কখনো শেষ হয় না। কিন্তু যদি ভাববানী থাকে, তাহার লোপ হইবে ; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে,সেই সকর শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে তাহার লোপ হইবে।"*

প্রেমের এই দিকগুলির সাথে আমরা যখন নিজেদেরকে দেখি, আমরা আমাদের সন্তানদের যেভাবে ভালবাসি সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিই, ভালবাসা কি ,আর কি নয় তা দেখতে সহায়ক হবে।

## ১.প্রেম অপ্রয়োজনীয় নয়

### সত্য নথী

> **দীর্ঘস্থায়ী,বা ধৈর্য্য** : দীর্ঘ মেয়াদী হওয়া, তাড়াহুড়ো রাগের বিপরিতে,এর পরিবর্তে এটি মানুষের প্রতি বোঝার এবং ধৈর্য ধারন করে এর জন্য আমাদের পরিস্থিতি অবলম্বন করাও দরকার, বিশ্বাস না হারানো বা হাল ছেড়ে দেওয়া নয়।
> শাস্ত্র আমাদের বলে যে প্রেম "দীর্ঘায়ূ সহ্য করে", (রোগী এন এ এসবি, এনআইভি) এবং আমাদের তা করার আদেশ দেয় সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যধারণের বিপরিত হতাশতা। প্রেম অধৈর্য হয় না। যদি আমরা আমাদের স্বামী বা স্ত্রীদের প্রতি স্বার্থপর প্রত্যাশা রাখি এবং তারপরে তারা ব্যর্থ হয় তখন রাগ হয়ে যায়, আমরা অধৈর্য হয়ে থাকি এবং ঈশ্বরের মান অনুসারে তাদের ভালবাসি না।

আমি পিতামাতার অভিযোগ শুনেছি," আমার তিন বছর ক্রমাগত গোলমালে চলে যায়, এবং মানতে চায় না।" আমার প্রতিক্রিয়া হল, "সত্যিই ? আপনি তিন বছর বয়সে কি আশা করেন ?"

অন্যরা প্রকাশ করে,"আমার কিশোর কখনো কাজ করতে চায় না এবং এটি আমাকে এত রাগান্বিত করে। ধৈর্য্য ধরতে কষ্ট হয় যখন সে (স্ত্রী)আমি যা চাই তা করবে না!"আমি জিজ্ঞাসা করে উত্তর দিলাম, এটা কি আশ্চর্য? আপনি কীভাবে আপনার সন্তানকে প্রশিক্ষন দিয়েছেন ?" এবং প্রায়শই প্রতিক্রিয়া হয়," আপনি 'প্রশিক্ষিত' বলতে কী বোঝেন ? আমি শুধু আনুগত্য আশা করি।"

তারপরে আমি উত্তর দিলাম, "আশ্চর্যের কিছু নেই যে সে চৌদ্দ বছর বয়সী এবং তার ছয়জনের মত কাজ করে। আপনি তার উপর প্রত্যাশাগুলি পূরণ করার জন্য তাকে কীভাবে প্রশিক্ষন দেবেন তা জানেন না।" রাগের প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আপনি আসলে আপনার মধ্যে একটি রাগী ব্যক্তি তৈরী করছেন (হিতো:১৫:১),এবং আপনি তাকে বাইরে গিয়ে একই কাজ করার জন্য প্রভাবিত করছেন (হিতোঃ২২: ২৪-২৫)। তাহলে, কে এই চক্রটি ভাঙ্গবে ? কে আসলে দায়ী, আপনার চৌদ্দ বছরের শিশু বা আপনি ?"

আমরা আমাদের বাচ্চাদের যে ভালবাসা দেখাই তা অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে্ সেটা "ভয়ংকর দুজন", ভালবাসার অর্থ হলনিজের প্রতি মৃত্যুবরণ করা যেহেতু আমরা তাদের ধৈর্য্য ধরে শিক্ষা দেই এবং পরিপক্কতার দিকে পরিচালিত করি। আমরা যখন তাদের হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসি, তখন থেকে মনে হয় তারা শুধু চায়,চায়,চায়। সবকিছুই হল , "আমার, আমার।" কিন্তু আমরা অধৈর্য্য হতে পারি না! ভালবাসার জন্য ধৈর্য্য দরকার।

প্রভুর সাথে আপনার সম্পর্কের প্রতিরোধ এবং প্রতিফলনের জন্য এটি একটি ভাল জায়গা। আপনি খ্রীস্টের কাছে আসার আগে ঈশ্বর খুব ধৈর্য্য সহকারে আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে আপনি তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করবেন, এবং এখন ঈশ্বর আপনার অজ্ঞতা ও অবাধ্যতায় ধৈর্য্যশীল।

> **রোমীয় ২:৪ পদ বলেছে,** *"অথবা তাঁহার মধুর ভাব, ধৈর্য্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছে? ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে মন পরিবর্তনের দিকে লইয়া যায়, ইহা কি জান না?"*

শাস্ত্রও এই কথা বলে, **১ম: করিন্থিয় ১৩:৪ পদ** এ বলেছে যে প্রেম "দীর্ঘস্থায়ী হয়", যা "দীর্ঘকালীন" শব্দটি থেকে উদ্ভুত হয়েছে। লক্ষ্য করুন, এটি ঈশ্বরের ধৈর্য্যশীলতা এবং মঙ্গলভাব যা আমাদের অনুশোচনাতে পরিচালিত করে, ঈশ্বরের ক্রোধ এবং অধৈর্য্যতা নয়। আমাদের স্ত্রীর প্রতি আমাদের একই মনোভাব প্রদর্শন করা উচিৎ নয়?

> পবিত্র বাইবেল বলে, ***২য়: পিতর ৩:৯ পদ,*** *"প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রি নহেন! যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে! কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘ সহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, এই তাঁহার বাসনা।"*

ওহ্ ঈশ্বর সত্যই কতটা সাফল্য আমাদের দিকে!

## কর্ম পরিকল্পনা - ২

আপনি আপনার স্ত্রীর প্রতি অধৈর্য হন এমন তিনটি ক্ষেত্র লিখুন, ঈশ্বরের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তার পরে, আপনার স্ত্রীকে আপনাকে ক্ষমা করতে বলুন( প্রতিটি অঞ্চল বিশেষ ভাবে)। প্রার্থনা করার জন্য এই ক্ষেত্রগুলি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়ে অনুসরন করুন, ঈশ্বরের কাছে পরিবর্তন এর শক্তি এবং প্রজ্ঞা চান।

---

---

---

---

---

---

---

মনে রাখবেন, কিছু শিশুদের অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ধৈর্য্যের প্রয়োজন হবে। আমার ছেলে নিকোলাস ছিল একজন শক্তিশালী ইচ্ছার সন্তান। তিনি আমার স্ত্রী এবং আমার কাছ থেকে অনেক সময় চেয়েছিলেন এবং আমার ছেলে জাস্টিন এবং আমার মেয়ে কেটির তুলনায় দশগুণ শক্তির প্রয়োজন। এটা ধ্রুব ছিল! তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠতেন এবং সকাল ৯ টায় আমি এবং আমার স্ত্রী ভাবতাম,"ওহ, ঈশ্বর, তিনি একটি ঢোল পিটিয়েছেন,কিন্তু এটা আমাদের নয়।" কখনো কখনো দিনে দশ থেকে বিশবার তাদেরকে আমাদের শাসন করতে হয়,এর মধ্যে দুই একটি কাজে প্রয়োজন হতে পারে।

নিকোলাসকে ভালবাসা কঠিন ছিল এই সময়ে! প্রায়ই আমাদের চিন্তা ছিল,"আমি এর দ্বারা অসুস্থ! কেন তিনি শুধু নিয়ম মানতে পারেন না? কেন সে বড় হয় না? " আমরা রাতের সমস্ত ঘন্টা তাকে নিয়ে আলোচনা করতাম,"আমরা আগামীকাল কি করব? ঈশ্বর আমাদের শক্তি দিন!" প্রেমময় নিকোরাস সঠিকভাবে ধৈর্য্যের একটি বিশাল পরিমাণ চেয়েছিলেন।

> **রোমীয় ১৫:৪ পদ,"***কারণ পূর্বকালে যাহা যাহা লিখিতহইয়াছিল, সেই সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশাপ্রাপ্ত হই।"*

**গভীরে দেখি :** *আরও অধ্যায়ন করি*

পল আমাদের হৃদয়ে যে ভালোবাসা এবং ধৈর্য প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। এই প্রেমের উৎস কি?

> **২য়: থিষলনীকিয় ৩:৫,"** *আর প্রভু তোমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমের পথে ও খ্রীষ্টের ধৈর্যের পথে চালাউন।"*

---

---

---

## মনোযোগের ঘাটতি ব্যাধি/মনোযোগের ঘাটতি অতি সক্রিয়তা ব্যাধি

এইসময়ে আমি মনোযোগ ঘাটতি ব্যধি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি এমন কিছু বাচ্চাদেরসাথে কাজ করি যাদের সত্যই মনোযোগ ঘাটতি ব্যধি বা হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার রয়েছে, কিন্তু আমি বলব ৮৫% মনোযোগ ঘাটতি ব্যাধি/মনোযোগ ঘাটতি অতি সক্রিয়তা ব্যাধি নির্ণয় মিথ্যা। যখন একজন চিকিৎসক প্রশ্নগুলি বিবেচনা করে,সাধারণত বাবা মাকে সন্তানদের আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে .কখনো জিজ্ঞাসা করে পিতামাতার প্রশিক্ষনের পদ্ধতি সম্পর্কে। উপরন্তু, তারা কখনোই বিবেচনা করে না যে বাবা মা কতবার রাগের সাথে তাদের সন্তানদের প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাদের উত্তেজিত করে এবং তার আচরণকে ক্রমাগত মূর্খতার দিকে উস্কে দেয়।

এটি সন্দেহজনক কেন মনোযোগ ঘাটতি ব্যাধি/মনোযোগ ঘাটতি অতি সক্রিয়তা ব্যাধি শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা শ্রেণীতে শিক্ষকের কথা শোনে না, চিতকার করে, কোন ধারাবাহিক প্রেমময় শৃঙ্খলা নেই, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি অনেক পিতামাতাকে বলেছি,"যে আপনার সন্তানদের কোন ব্যধি নেই, কিন্তু সমস্যা হল আপনার অজ্ঞতা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রেম ও প্রশিক্ষন দিতে অনিচ্ছুক।"

যখন বাবা মা একটি শক্তিশালী সন্তানের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হন,তখন তাদের বিশ্বাস করা যেতে পারে যে এর সমাধান হল চিকিৎসা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে,সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পিতামাতার অজ্ঞতা। আপনি কি অভিভাবকত্বে সম্পর্কিত "ইচ্ছারযুদ্ধ" বা "ক্ষমতার লড়াই"শব্দগুলি শুনেছেন ? এই সব শিশুদের একটি ব্যধি হতে পারে যার নাম আমরা রেখেছি ইউএডিডি বা অনিচ্ছুক মনোযোগ ঘাটতি ব্যধি। যদি একটি শিশুর ইউএডিডি না থাকে, তবে আমরা প্রায়ই এটিকে এলওপিডি বা উভয়ের সম্বন্বয় বলে থাকি।

যদি আপনার সন্তানের মনোযোগ ঘাটতি ব্যাধি/মনোযোগ ঘাটতি অতি সক্রিয়তা ব্যাধি নির্ণয় করা হয় ,তবে মনে করবেন না যে অবিলম্বে তাদের ঔষধ বন্ধ করতে হবে, এই অধ্যয়ন জুড়ে আপনি যে নীতি শিখেছেন তা প্রয়োগ করুন এবং নব্বই দিন পর আপনি নিজেই আবিস্কার করবেন যে ঔষধের প্রয়োজন নেই। আমরা বহুবারএর সাক্ষী হয়েছি! আমি এই বিষয়ে আপনাকে প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করি।

**গভীরে দেখি :** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিচের শাস্ত্রগুলি পড়ুন এখানে ধৈর্য, ভালোবাসা বা উভয়ই ধৈর্যশীলতার বিষয়ে যা বলে সেগুলি লিখুন।

**রোমীয় ১৫:৫ পদ,"** *ধৈর্যের ও শান্তনার ঈশ্বর এমন বর দিউন , যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে পরস্পর একমনা হও।"*

---

---

---

---

**গালাতীয় ৫: ২২,"** *কারন লেখা আছে যে, অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল, একটি দাসীর পুত্র, একটি স্বাধীনার পুত্র।"*

---

---

---

---

**ইব্রীয় ৬: ১২ পদ,"** *যেন তোমরা শিথিল না হও, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ও দীর্ঘ সহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিজ্ঞা সমুহের দায়াধিকারী, তাহাদের অনুকারী হও।"*

---

---

---

---

**১ম: থিষলনীকীয় ৫: ১৪ পদ,** *" আপনাদের মধ্যে ঐক্য রাখো। আর, হে ভ্রাতৃগন আমরা তোমাদিগকে বিনয় করিতেছি, যাহারা অনিয়ম রূপে চলে, তাহাদিগকে চেতনা দাও,ক্ষীনসাহসদিগকে শান্তনা কর,দুর্বলদের সাহায্য করো, সকলের প্রতি দীর্ঘ সহিষ্ণু হও।"*

---

---

---

---

**৩য়: সপ্তাহ : ৫ম দিন**

২। ভালোবাসা নির্দয় নয়

**সত্য নথী:**

**দয়া:** চেরিতোস (গ্রীক) ভালো করতে , কঠোর , তিক্ষ্ণ, তিক্ত বা নিষ্ঠুর বিপরীতে কোমল, করুনাময়, সহানুভুতিশীল, করুনাময় এবং ভালোস্বভাব যুক্ত বলে বোঝায়। শব্দটি নৈতিক উৎকর্ষতার ধারণাও প্রকাশ করে।

এই শব্দটির একটি ভালো উদাহরন হলো খ্রীষ্ট যখন নিজের দ্বারা এটি ব্যবহার করেছিলেন, তখন বলেছিলেন,"আমার জোয়াল সহজ (ক্রিসটোস), এবং আমার বোঝা হালকা।" **(মথি ১১:৩০)**। সত্যিকারের প্রেম আমাদের স্ত্রীর প্রতি করুনাময় সদয় আচরনের মনোভাব জাগায়, যাতে স্ত্রী বা স্বামী আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে দেখতে পায়, ঈশ্বরের এক প্রেমময় এবং সদয় পরিচর্যার উদাহরণ।

"ভালবাসা কল্যানকর". **(১ম:করিন্থিয়, ১৩)** উদারতার বিপরিতে হিংস্র হয়। প্রেম নিষ্ঠুর নয়। নির্দোষ হওয়ার মধ্যে একজনকে অন্যায় করা, রাগান্বিত, চিৎকার করা, বিচার করা, উপেক্ষা করা বা প্রত্যাখ্যান করা অন্তরর্ভুক্ত থাকতে পারে। কোনও ব্যাক্তিকে জানার অনেক উপায় রয়েছে যে আমরা তাদের পার্থক্য বা পতন গ্রহন করতে পারি না। মনে রাখবেন, আমাদের স্বামী বা স্ত্রীকেও আমাদের পার্থক্য এবং পতনের বিষয়টি সহ্য করতে হবে। কেন এত লোক বিশ্বাস করে যে তারা যদি রাগ না করে, বা স্নেহকে ধরে রাখে, উপেক্ষা করে বা ক্ষতিকারক শব্দ এবং অর্থ বিবৃতি দিয়ে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, যে তাদের স্ত্রী বা স্বামী কোন কিছুর গুরুত্ব বুঝতে পারে না? এটাই আমাদের পাপ। ঈশ্বর এটিকে নির্দয় বলে অবিহিত করেছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের বাড়িগুলি একটি প্রশিক্ষন স্থল। শিশুরা ঐশ্বরিক চরিত্র ছাড়া জন্মগ্রহণ করে, যা আমাদের ছিল। তারা পরিপক্কতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে না। **"মূর্খতা"** শব্দটি আমাদের বলে এখানে আবদ্ধ একটি শিশুর হৃদয় **(হিতোঃ ২২:১৫)**। এখানে জোর দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত শিশু একটি পাপী বাঁক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, বোঝে-এইভাবে, আমরা তাদের একটি প্রেমময় উপায়ে শৃঙ্খলা শেখাই।

হিতোপদেশ তাদের পরিপক্কতার অভাবের একটি চিত্র দেয় , যা পিতামাতার উপর একটি বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় (২২;৬; ১৯:১৮)। তাদের বিচারের অভাব (১০:২১); মূর্খতা উপভোগ করে (১০:২৩), নির্বোধ (১৪:১৫);জ্ঞানী এড়িয়ে চলুন (১৫:১২); গর্বিত এবং অহংকারী (২১:২৪),ঝগড়া (২২:১০), উত্তেজক (২৯:৮),লম্পট (২২:১৪),লোভী (২২:১৬) শুধু কিছু নাম। এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত নেতিবাচক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে, তবে এটি আমাদের মূর্খতার বর্ননা দেয়। আপনি কি ছবি পেতে শুরু করেছেন? এখন আপনি আপনার সন্তানদের সঠিক শিক্ষা এবং ঐশ্বরীয় অনুশাসনের মাধ্যমে আপনার সন্তানের চরিত্র বিকাশে সাহায্য করার জন্য বাইবেলের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত।

কেন আমরা শিশুসুলভ আচরণে অবাক হই? এবং কেন আমরা মনে করি যে রাগ আমাদেও শৃঙ্খলাকে আরো কার্যকর কওে তোলে? অনেক লোক এইভাবে বেড়ে উঠেছিল। আমিও সেইভাবে বড় হয়েছি।একটা সময় ছিল আমি বিশ্বাস করতাম আমি যদি আওয়াজ না তুলি আমার শৃঙ্খলা কাজ করছে না। বাইবেলে সেই আচরণের প্রশংসা কোথায়? আসলে যোহন ১:২০ বলে,"মানুষের ক্রোধের জন্য ধার্মিকতা উৎপন্ন হয় না।" আপনি কি উৎপাদনের চেষ্টা করছেন ?

আমি কয়েক বছর আগে একটি রেস্তোরায় আমার হাত ধুচ্ছিলাম তখন একজন উত্তেজিত মানুষ দরজা দিয়ে হেঁটে আসছিল। তিনি তার নয় দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে পালাচ্ছিলেন, যিনি তার রাতের খাবার হারিয়েছিলেন। বাবা একটি দোকানের দরজা খুলে দিলেন এবং ছেলেকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে চিতকার করে বললেন ,

তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। তোমার সাথে কি হয়েছে ?

অসুস্থ ছেলেটি টয়লেটের সিটের উপরে হাত রেখেছিল। বাবা চিৎকার করে বলল," টয়লেটের সিট স্পর্শ করো না!" তার ছেলেকে দৌড়ে হাত ধোয়ার স্থানে নিয়ে যায় এবং ছেলেটির বিচার শুরু করে। বাবা তার রাতের খাবারে বাঁধা দেয় এবং সবার সামনে একটি বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরী করে। আমি কেবল কল্পনা করতে পারি যে তার বাড়িতে গোপনীয়ভাবে কী ঘটেছিল!

আমার মনে হচ্ছিল লোকটিকে আমার কার্ডটি হস্তান্তর করে তাকে বলি যে, অদূর ভবিষ্যতে তার কাছে একটি রাগী কিশোর থাকবে এবং সম্ভবত কিছু পরামর্শের প্রয়োজন হবে!

আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে আমাদের চুল না খাড়াকরে বা আমাদের শিরাগুলো ফুলে উঠা ছাড়াই, আমাদের ঘাড় থেকে কিভাবে কোন পাপপূর্ণ অভিব্যক্তি ছাড়াই শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া উচিত, । সুসংবাদ হল আমরা প্রভুর কাছে আত্মসমর্পন হওয়ার সাথে সাথে এটা করতে সক্ষম হব। আমি আপনাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রভুর আনুগত্যের বাইরে ভালবাসা ও দয়ার মাধ্যমে কাজগুলো করা উচিত। আমরা তাকে ভালবাসি এবং তাঁর মধ্যে থাকি তাই তিনি এই কাজগুলি করেন। এটা অণুভূতির সম্পর্কে নয়, কারণ অনেক সময় আমরা ভালবাসা অনুভব করি না।

অনেক খ্রিষ্টান বাড়িতে বাস্তবতা হল যে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের প্রতি বেশি অবজ্ঞা দেখায় যতটা পৃথিবীর অন্য কেউ করে না- ভালবাসায় সাড়া না দিয়ে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখায়। ঈশ্বরকে আমাদের প্রথমে প্রশিক্ষন দেওয়ার অনুমতি দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে, এবং তারপর যখন আমরা অপছন্দ করি তখন দায়িত্ব নিতে হবে।

পৌল ইফিষীয় ৪:৩১-৩২ পদে কিছু নির্দেশিত নির্দেশনা দিয়েছেন:

> *"সর্বপ্রকার কটুকাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ, নিন্দা এবং সর্বপ্রকার হিংসা তোমাদেও হইতে দূরিকৃত হউক। তোমরা পরস্পর মধুর স্বভাব ও করুনাচিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীস্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।"* । (সামনে জোর দাও)।

কী ফেলে দেওয়া দরকার তা লক্ষ্য করুন। "সদয় হতে", "ক্রেস্টোস" (গ্রীক) করার আদেশও রয়েছে, যা এমন একটি আচরন যা আমরা অনুকরন এবং অনুস্মরন করে চলি।

## কর্ম পরিকল্পনা - ৩

কিছুটা সময় নিন এবং সেই জিনিষগুলি লিখুন যা আপনার "দূরে " রাখতে হবে। কীভাবে আপনার স্ত্রীর প্রতি সক্রিয়ভাবে সদয় আচরন করতে হয় তা আপনাকে দেখানোর জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে এবং তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বিশ্বাসের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করার জন্য প্রার্থনা করুন এবং এটি চালিয়ে যান, যদিও আপনি কখনোও কখনোও ব্যার্থ হন। আপনি পড়ে গেলে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তাঁর অনুগ্রহের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। এই একমাত্র উপায়ে আপনি ঈশ্বরীয় পরিবর্তন, রূপান্তরের অভিজ্ঞতা পাবেন!

---
---
---
---
---
---

**গভীরে দেখি :** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত পদগুলি আমাদের এবং অন্যদের বাচ্চাদের কী নির্দেশ দেয় ?

**রোমীয় ১২: ১০ পদ,** *"ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে একজন অন্যকে শ্রেষ্ট জ্ঞান কর।"*

---
---
---
---

**কলষীয় ৩: ১২ পদ,** *"অতএব তোমরা, ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের, পবিত্র ও প্রিয় লোকদের, উপযোগী মতে করুনার চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা,সহিষ্ণুতা পরিধান কর।"*

---

---

---

---

**গালাতীয় ৫:২২ পদ বলে,"***কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি,দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব---"*

---

---

---

---

**হিতোপদেশ ১৯: ২২(ক) পদে,** *"দয়াতেই মনুষ্যকে বাঞ্ছনীয় করে,"*

---

---

---

---

## সপ্তাহ ৪: প্রেমময় যোগাযোগ-২য় : অংশ

### ৪র্থ সপ্তাহ: ১ম : দিন

প্রেম কি(চলমান) নয়

৩.ভালবাসা হিংসা করে না:

সত্য নথি

**হিংসা:** এটি অন্যের শ্রেষ্টত্ব বা সৌভাগ্যের দৃষ্টিতে অসন্তুষ্টি বা অস্থিরতা, কিছুটা ঘৃনা এবং সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আকাঙ্খার সাথে; বিদ্বেষপূর্ণ হতাশা।

ভালবাসা হিংসা করে না। পিতামাতার ঈর্ষা বা হিংসা হতে পারে যখন একজন পিতামাতার শৈশব বেদনাদায়ক ছিল, এবং তার/তার সন্তানের একটি সহজ জীবন আছে, অথবা যেসব ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেনি। উদাহরণস্বরূপ, একটি অল্পবয়সী মেয়ের তার মায়ের সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে। এবার মাধ্যমিকে পড়ার সময় সে চিয়ার লিডার হন, খুব জনপ্রিয় এবং ছেলেদের কাছ থেকে ভাল মনোযোগ পাচ্ছেন। ধীরে ধীরে সে মায়ের থেকে দূরে সরে যায়। অনেক বন্ধু সে অর্জণ করে যা খুব স্বাভাবিক। মা তার কিশোর বয়সের দিকে তাকালে ক্ষতি অনুভব করে তারপরে অনুশোচনা করে। যখন সে তার মেয়ের জীবনের সাথে তুলনা করে তখন ঈর্ষা ও বিরক্তি দেখা দিতে শুরু করে যতক্ষন না মায়ের মনোভাব পরিপূর্ন হিংসায় পূর্ণ হয়।

আরেকটি সাধারণ উদাহরণ হল একজন বাবা যার ছেলে বড় হচ্ছে; তিনি একজন ফুটবল খেলোয়াড়। একজন সাধারণ কিশোর। উত্তেজিতভাবে বাবাকে বলেন ," আমি আজ ১৫০ পাউন্ড চাপ দিয়েছি বাবা!" বাবা প্রতিক্রিয়া জানান,"তাহলে কি। তোমার বয়সে আমি আরো বেশি করেছিলাম!" আশ্চর্যজনকভাবে আমরা যখন আমাদের সন্তানদেরকে হিংসা করি তখন আমরা এরকম আচরণ করি। এই বিষয়গুলির বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করতে হবে।

আপনি কি আপনার সন্তানদের সমস্ত উপহার এবং প্রতিভায় আশীর্বাদ করছেন এবং উৎসাহ দিচ্ছেন ? আপনি কি তাদের কৃতিত্ব নিয়ে উচ্ছস্বিত ? আপনি কি তাদের উল্লাস করছেন ? আপনি কি তাদের সাফল্যের কথা বলছেন না কেবল নেতিবাচক জিনিসগুলি নির্দেশ করছেন? আমাদের বাচ্চাদের যে উপহার রয়েছে তা আমাদের চিনতে হবে এবং প্রায়শই তাদের উপদেশ দিতে হবে।

**আত্ম-পরীক্ষা - ৪**

এমন কোনও নির্দ্দিষ্ট শিশু বয়েছে যার প্রতি আপনি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন ? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

যদি তাই হয় ব্যাখ্যা করুন:

---

---

---

---

**গভীরে দেখি :** *আরও অধ্যায়ন করি*

ঈর্ষা করার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে, আমাদের স্বর্গস্ত পিতা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করা দরকার:

> **যাকোব ৩:১৭-১৮পদ,** *" কিন্তু যে জ্ঞান উপর হইতে আইসে, তাহা প্রথমে শুচি, পরে শান্তিপ্রিয়,ক্ষান্ত,সহজে অনুনীয়,দয়া ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ, ভেদাভেদ বিহীন ও নিস্কপট। আর যাহারা শান্তি-আচরন করে,তাহাদের জন্য শান্তিতে ধার্মিকতা-ফলের বীজ বপন করা যায়।"*
>
> বাইবেলের এই অংশ থেকে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন ।

---

---

---

---

---

> নিম্নলিখিত পদগুলি পড়ুন এবং হিংসার ফলে কী ধরনের ক্রিয়া বা ফলাফল হয় তা লিখুন।
>
> **প্রেরিত : ১৭:৫পদ,** *"কিন্তু যীহুদীরা ঈর্ষা পরবশ হইয়া, বাজারের কয়েক জন দুষ্ট লোককে সঙ্গে লইয়া, জনতা করিয়া নগরে গোলযোগ বাঁধাইয়া দিল, এবং যাসোনের বাটী আক্রমন করিয়া লোকদের কাছে আনিবার জন্য তাঁহাদের অন্বেষন করিল।"*

---

---

---

---

> **মার্ক; ১৫:৯-১০, পদ"** *পীলাত উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,আমি তোমাদের জন্য যিহূদীদের রাজাকে মুক্ত করিয়া দিব, এই কী তোমাদের বাঞ্ছা ? কেননা প্রধান যাজকেরা যে হিংসা বশতঃ তাঁহাকে সমর্পন করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে উত্তেজিত করিয়া বরং আপনাদের জন্য বারাব্বার মুক্তি চাহিতে বলিল।"*

---

---

---

---

**কর্ম পরিকল্পনা - ১**

আপনার কোথায় ঈর্ষা, বা আপনার স্ত্রীতে ঈর্ষা প্ররোচিত তা লিখুন। এটি একটি দম্পতি হিসাবে আলোচনা করুন, ক্ষমা চাইতে এবং পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আসুন।

---

---

---

---

---

---

---

১) প্রেম নিজের বা দাম্ভিকতা ভাগ করে না:

সত্য নথি

**দাম্ভিকতা:** নিজেকে নিয়ে বা নিজের সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি নিয়ে গর্বের সাথে কথা বলা; অহংকার করা।

ভালবাসা নিজেকে জাহির করে না বা বড়াই করে না, যেমন বলে,"যখন আমি তোমার বয়সের ছিলাম তখন আমি তোমার চেয়ে অনেক কঠিন ছিলাম। আমার বাবাও ছিল না!" অথবা,"আমার বাবা আমাকে বেল্ট দিয়ে মারতেন।" " আমি কখনোই চড়ে স্কুলে যাতায়াত করিনি। চড়াই উতরাই উভয় পথে আমাকে হাঁটতে হয়েছিল। আমাকে সমস্ত কাজ করতে হয়েছিল।"

এই ধরনের বিবৃতি প্রায়ই ঘটে থাকে যখন আমরা শিশুদের শাসন করছি বা যখন তারা সম্মিলিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্রশংসা প্রেরণা দেয় না, কারণ তারা বড়াই করছে। এটাই কি আমরা হতে চাই? অবশ্যই না। অহংকার করা শৃঙ্খলা নয়, বা এটি এর অংশ হওয়া উচিত নয়। আমরা কি সত্যি মনে করতে পারি আমাদের কিশোর কিশোরীরা আমাদের শৈশবের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে? তারা পারে না,তাই বড়াই করো না; এটি ভুল।

সত্যি বলতে কি,যখন আমাদের শিশুরা অভিযোগ করছে এবং চিৎকার করে বলছে,"ওহ,আমাকে স্কুলে যেতে হবে ," যখন স্কুলটি একটু দূরে। অধিকাংশ শিশু অলস; এর কোন পরিবর্তন হয়নি। সক্রেটিস ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন," শিশুরা আজ অত্যাচারী। তারা তাদের পিতামাতার বিরোধিতা করে, শিক্ষকদের উপর অত্যাচার করে।" কিছু জিনিস কখনো বদলায় না! আমাদের অবশ্যই অহংকার না করে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

বাইবেল বড়াই করার কথা বলে, "অপরে তোমার প্রশংসা করুক, তোমার নিজ মুখ না করুক; অন্য লোকে করুক, তোমার নিজ ওষ্ঠ না করুক।"**(হিতোঃ ২৭ : ২)**। আমরা কখনোই আমাদের সন্তানদের মহান বা জ্ঞানী করারপ্রয়োজন মনে করিনি, বা তাদের ছোট করার জন্য বলি," আমি আমার পিতামাতার সাথে কখনো এভাবে কথা বলি নি যখন আমি তোমার বয়সে ছিলাম,"ইত্যাদি। " কারণ যে নিজের প্রশংসা করে সে অনুমোদিত নয়, কিন্তু প্রভু যার প্রশংসা করেন সে অনুমোদিত" **( ২ করিন্থীয় ১০:১৮)**।

---

১.থিয়েসাউরুস.কম

২.উইলিয়াম এল প্যাটি এবং লুইস এস জনসন,ব্যক্তিত্ব এবং সমন্বয়,পৃঃ২৭৭। (১৯৫৩)।

**আত্ম-পরীক্ষা - ২**

আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে যে কৌশলটি ব্যাবহার করছেন তা দাম্ভিকতা করা হচ্ছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
যদি তাই হয় তবে ব্যাখ্যা করুন:

---
---
---
---
---

**গভীরে দেখি :** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিজেকে উচ্চতর করার বিষয়ে নীচের শাস্ত্রগুলি কী বলে? আপনি কী আপনার স্ত্রীর সাথে এটি করছেন এবং এই নিতীগুলি প্রয়োগ করে আপনি কীভাবে এটি সঠিক করতে পারেন? নির্দ্দিষ্ট করুন।

> **রোমীয় ১২:৩ পদ,**"*বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তাহার গুনে আমি তোমাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেকজনকে বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ করা উপযুক্ত, কেহ তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমানে বিশ্বাস বিতরন করিয়াছেন, তদঅনুসারে সে সুবোধ হইবার চেষ্টায় আপনার বিষয়ে বোধ করুক।*"

---
---
---
---

> **গালাতীয় ৬:৩ পদ,**"*কেননা যদি কেহ মনে করে, আমি কিছু, কিন্তু বাস্তবিক সে কিছুই নয়, তবে সে নিজে নিজেকে ভুলায়*"।

---
---
---
---

> **ফিলিপীয়২:৩ পদ,**"*প্রতিযোগীতার কিম্বা অনর্থক দর্পের বসে কিছুই করিও না, বরং নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ট জ্ঞান কর;*"।

---
---
---
---

২) ভালবাসা গর্বিত বা অহংকারী হয় না।

সত্য নথি

**অহংকারী বা গর্বিতঃ** আত্মভিমানি বোধ করা বা আত্ম-গুরুতাব প্রদর্শন করা, অন্যদেরকে উপেক্ষা করা।
গর্বিত; নিজেকে উচ্চ পদমর্যাদা দেওয়া বা তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যহীন খেতাব দেওয়া।

ভালবাসা উচ্ছস্বিত বা অহংকারী নয়। আমরা শৈরাশাসক হব না, নির্মম ভাবে এবং /অথবা অহংকারীভাবে একে অপরের উপরে শাসন করব। ঈশ্বর চান যে আপনি আপনার সন্তানদের ভালবাসেন এবং তাদের সাহস দিন, তাদের নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করবেন না। আপনার মনোভাবগুলি অবশ্যই প্রতিফলিত করবে যে আপনি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একে অপরের সর্বত্তোম আগ্রহের সাথে অভিনয় করছেন, একে অপরকে ঐশরীয় বিকাশে সহায়তা করছেন । আপনার সন্তারদের মনে হবে যেন তারা একটি দলের অংশ,তাদের সাথে বেড়ে ওঠার সাথে একসাথে কাজ করছে,সেনাবাহিনীতে সৈনিক নয়।

কিছু পিতা মাতা এই চিহ্নটি বাদ দেন; অনেক পুরুষ যারা সামরিক বাহিনীতে ছিলেন অথবা একটি সামরিক পরিবাওে বেড়ে ওঠা প্রায়ই একটি ড্রিল সার্জেন্ট টাইপ নেতৃত্ব বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন।ঐশ্বরিক নেতৃত্ব কোন গেস্টাপো পদ্ধতি নয়। যখন মা বাবা সন্তানদের বলেন," আমি জানি আনি মিথ্যা বলছেন। তারপরে তারা তাকে ধরার জন্য চক্রান্ত করে, এটি বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি নয় এবং এটি আপনার সন্তানদের বিরক্তি সৃষ্টি করবে ও তাড়িয়ে দেবে।

আমাকে অনেক কিশোর কিশোরী বলেছে," আমার মনে হয় আমার মা বাবা সবসময় আমাকে ধরার চেষ্টা করছেন।" এটি দলগত কাজ নয় বরং একজন শত্রুর মত যুদ্ধে জয়ী হওয়ার আশায় থাকে। আপনি কি কল্পনা করেন যে একজন পিছনের মানুষ সামনের জনকে বলছে," আমি আপনাকে দেখেছি" বা "আপনি আপনার পছন্দের লোকের কাছে বল ছুড়ে দিলে ভাল হবে"? এটা কি ধরনের দলগত কাজ?

আমাদের অবশ্যই সর্বদা ঈশ্বরীয় অভিভাবকত্বের প্রাথমিক নীতিটি স্মরনে রাখতে হবে। আমরা প্রভুর কাছ থেকে ঐশ্বরিক আহ্বান হিসাবে পরিবারের মধ্যে অবস্থান ভোগ করা, এবং তাঁর গৌরবের জন্য সমস্তই আমাদের। যীশু মসীহের শিষ্যরা তাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা একজন তাঁর ডান দিকে বসবে এবং অন্যজন স্বর্গরাজ্যে তাঁর বাম দিকে বসবে।

যীশু তাদের বলেছিলেন **মথি ২০: ২৫-২৮ পদেঃ**

> *"কিন্তু যীশু তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা জান, পরজাতীয়দের অধিপতিরা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। তোমাদের মধ্যে সেইরূপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহান হইতে চায় সে তোমাদের **পরিচারক** হইবে; এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, সে তোমাদের **দাস** হইবে; যেমন মনুষ্যপুত্র **পরিচর্যা পাইতে** আইসেন নাই, কিন্তু **পরিচর্যা করিতে**, এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রান মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।" (আরো জোর দেওয়া)।*

চাকর, নতুন নিয়মে কিছু পদে অনুবাদক নেতাগন উদ্ভুত শব্দটি পরিবেশন করেন গ্রীক শব্দ ডায়াকন্‌স থেকে। দাস এমন কেউ ছিল যার নিজস্ব কোন অধিকার ছিল না, তবে অন্যের ইচ্ছায় নিবেদিত ছিল। যীশু কতৃত্বের নিন্দা করছিলেন না,তবে তিনি লেখকের যথাযত ব্যাবহারের উপর জোর দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে যীশুর সমস্ত কতৃত্ব ছিল, কিন্তু তঁর মনোভাব ছিল"পিতার ইচ্ছা" পরিবেশন করা এবং তা পূরণ করা। স্বামী এবং স্ত্রীর প্রত্যেকের নিজস্য ঈশ্বর প্রদত্ব কতৃত্ব রয়েছে, তবে প্রত্যেকটি কি ভাবে সেই বিশেষ সুযোগটি, "ঈশ্বরের চুড়ান্ত অবদানের বিষয়" নেতা হিসাবে আমরা কি ভাবে তাঁর সেই ইচ্ছা পালন করবো।

আরেকটি উপায় স্থাপন করার জন্য, ঈশ্বর পালক নেতাদের কাছে বলেছিলেন, না "---আপনার কাছে নিরূপিত অধিকারের উপর কর্তৃত্বকারীরূপে নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হইয়াই কর" (১ পিতর ৫:৩)।ঈশ্বর আমাদের একটি কাজ দিয়ে অভিযুক্ত করেননি, কিন্তু আমাদের একটি মহান দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের অবশ্যই সেই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে। উদাহরনস্বরূপ, কিন্তু অত্যাচারী হয়ো না। "একজন অহংকারী মানুষ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, কিন্তু যে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করে সে পুষ্ট হইবে।"(হিতোঃ২৮:২৫ এন এ এস বি)।

**আত্ম-পরীক্ষা - ৩**

আপনি কী সৈরাশাসক হিসাবে আপনার স্ত্রী বা স্বামীর সাথে কীভাবে কথা বলছেন এবং কাজকর্ম করছেন ? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
সদাপ্রভু আপনার কাছে কি প্রকাশ করেছেন তা লিখুন।

---
---
---
---
---

**গভীরে দেখি :** *আরো অধ্যায়ন করি*

নীচের শাস্ত্রপাঠটি পড়ুন এবং বাইবেল অহংকার এবং অহমিকা সম্পর্কে কী বলে এবং এটি কী ভাবে আপনার বিবাহকে প্রভাবিত করতে পারে তা লিখুন।

**হিতোপদেশ: ৮:১৩ পদ,"***সদা প্রভুর ভয় দুষ্টতার প্রতি ঘৃণা; অহংকার, দাম্ভিকতা ও কুপথ, এবং কুটিলমুখও আমি ঘৃণা করি।"*

---
---
---
---

**হিতোপদেশ: ১১:২ পদ,"***অহংকার আসিলে অপমানও আইসে; কিন্তু প্রজ্ঞাই নম্রদের সহচর"* ।

---
---
---
---

**হিতোপদেশ: ১৩:১০ পদ,"***অহংকারে কেবল বিবাদ উৎপন্ন হয়, কিন্তু যাহারা পরামর্শ মানে, প্রজ্ঞা তাহাদের সহবর্তী"* ।

---

---

---

---

**যাকোব, ৪:৬ পদ,"***বরং তিনি আরোও অনুগ্রহ প্রদান করেন; এই কারন শাস্ত্র বলে, "ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।"*

---

---

---

---

---

**৪র্থ সপ্তাহ :২য় দিন**

ভালবাসা অভদ্রভাব বা অসদাচরন করে না।

সত্য নথি

**অভদ্র:** রুক্ষতা দ্বারা চিহ্নিত; কঠোর, মারাত্মক,কুরুচিপূর্ণ, অভদ্র, বা পদ্ধতিতে বা ক্রিয়াকলাপ।

ভালবাসা অসভ্য আচরণ করে না, যেমন একটি শিশুকে বিব্রত করা, অপমান করা। পিতামাতা বাচ্চার ব্যর্থতা বা অন্যদের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করে, সমালোচনা করে। এর মধ্যে অন্যান্য লোকদের তিরস্কার বক্তৃতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অনেক অভিভাবক অনুমতি দিচ্ছেন সন্তানের আচরণ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে। মা তোমাকে বেছে নেওয়ার জন্য নয়,কিন্তু আপনি যখন ফোনে কথা বলবেন তখন এটা সাধারণ যে আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। প্রথমে আমার ছেলে এটি করেছিল। এটি খারাপ যখন আপনি অন্য কারো কাছে আপনার সন্তানের ব্যর্থতা প্রকাশ করেন। কিন্তু পৌল আমাদের উপদেশ দিয়ে বলেন,""আপনার মুখ থেকে কোনও দুর্নিতি মূলক কথা বা যোগাযোগ বের করবেন না, তবে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য যা উত্তম এবং প্রয়োজনীয় তা শ্রবনকারীদের অনুগ্রহ করতে পারে।"**(ইফিষীয় ৪:২৯)**।

সত্য নথি

**সংশোধন,** ওকোডম(গ্রীক) এর অর্থ আত্মিক লাভ বা অন্য কারো উন্নতির জন্য গঠন করা এবং একটি বাড়ি বা কাঠামো তৈরীর ইঙ্গিতও ব্যাবহৃত হয়।

আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে প্রতিবন্ধকতা প্রয়োগ করার সময় রয়েছে, "আপনার মুখ থেকে কোন দুর্নিতীবাজ শব্দ বের করবেন না ।" কেন ? কারন এটি সম্পর্ক গড়ে না বরং তা আপনার স্ত্রীকে হেয় করে দেয়। এটি সত্যই গল্প হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে, যা অসভ্য, কঠোর, নির্দয় এবং এটি বাড়ানোর বিপরীত। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে," আমার পরবর্তী কথা গুলি কি আমার স্ত্রীকে বাড়িয়ে তুলবে, আমার স্ত্রীকে খ্রীস্টের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের কানে পৌছে দেবে?" এখন, এটা ভালবাসা!

এটা খুবই বেদনাদায়ক যখন লোকেরা একটি শিশুর ভুলের কথা বলছে এবং শিশুটি সেখানে বসে আছে! হ্যাঁ, আমাদের পরামর্শ নেওয়ার একটি সময় ও স্থান রয়েছে, কিন্তু আমাদের কখনোই তাদেরপাপপূর্ণ আচরণ প্রকাশ্যে কারো কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। কখনোই নয়!

**গভীরে দেখি-** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত অংশটি এই বিষয়ের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত বলে আপনি মনে করেন? এটি ধ্যান করুন:

**হিতোপদেশ ১৭:৯ পদ,** "*যে অধর্ম আচ্ছাদন করে, সে প্রেমের অন্বেষন করে; কিন্তু যে পুন: পুন: এক কথা বলে, সে মিত্রভেদ জন্মায়*"।

---

---

---

---

আচ্ছাদন করা মানে ঢেকে দেওয়া, বা গোপন করা। আমরা কেন এটি করতে চাই? কারন আমাদের স্বামী বা স্ত্রীর ভালবাসা ধরে রাখতে সেই ব্যাক্তির জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করি। একজন প্রখ্যাত খ্রীস্টান পন্ডিতের উদ্ধৃতি দিতে, "কেউ বলেছে যে, যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রলোভিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্ররোচিত করা হয় তবে মানষিক ভাবে তিনটি প্রশ্ন করা ভাল: এটি কি সত্য? এটি কি দয়া? এটি কি প্রয়োজনীয়?" (৩) এবং আমি আরও একটি প্রশ্ন যুক্ত করতে চাই; আমরা যার সাথে কথা বলছি এবং যারা শুনছেন তাদের এটি কি উৎসাহিত করবে?

এই সাবধানতার অর্থ এই নয় যে আমরা বা আপনার বাচ্চাদের প্রতি আমাদের স্ত্রীর পাপকে উপেক্ষা বা অবহেলা করি।
**হিতোপদেশ ১৭: ৯** এর বিশ্লেষন থেকে পড়ুন, একজন লেখক কিভাবে সীমা লঙ্ঘনকে আবৃত করে তা ব্যাখ্যা করেন:

"তবে সীমালঙ্ঘন ঢাকা দেওয়ার অর্থ পাপকে হালকা করা এবং অন্যায়কে অন্যায়ভাবে নিষেধ করার অনুমতি দেয় না। বিপরীতে, ব্যাক্তিগতভাবে কোমলতা এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দয়াতে ভুল করা ব্যাক্তির কাছে যাওয়া; তার পথে তার বিবেককে অনুধাবন করার চেষ্টা করা যা তাঁর পালনকর্তার অসন্মান বয়ে আনছে। যদি এই ধরনের মিশন সফল হয়, তবে পাপের আর কখনো উল্লেখ করা উচিত নয়। এটি আচ্ছাদিত, এবং অন্য কারও এটির জানা দরকার নেই।"(৪)

---

৩. ।এইচ. এ.আইরনসাইড, হিতোপদেশের বইয়ের নোটস নেপচুন, এন জে: লইজেরাক্স ব্রস, ১৯০৮),২১২.
৪. এইচ. এ. আইরনসাইড, ২১১.

আমাদের বাচ্চারা আমাদের দোষ জানে,তাই না? তারা বাড়িতেএমন জিনিস দেখেছে এবং শুনেছে যা আপনি ভুল করেছেন। আপনি কি ভাবতে পারেন যদি এক রবিবার সকালে গির্জায় যে শিক্ষকরা আপনাকে দেখেছিলেন তাদের ছোট বাচ্চারা বলল,"আমাদের প্রার্থনার সময় আছে,তাই যদি কেউ চায় তবে সে প্রার্থনা করতে উঠে আসুন।" তাই আমার ছোট আট বছরের ছেলে উঠে গিয়ে বলে," আমি আমার মায়ের জন্য প্রার্থনা করি, তারা তখন তর্ক করে,চিৎকার করে এবং খারাপ ভাষা ব্যবহার করে।"আপনি কি শুনছেন এটি কি ঘটছে? আপনি খুব লজ্জিত হবেন, আপনি সম্ভবত সেই গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দেবেন ! যদি আমরা না চাই যে আমাদের সন্তানরা এভাবে প্রকাশ হোক , এর কারণ হল যে তারা চায় না যে আমরা এটি অন্যভাবে করি।

**আত্ম - পরীক্ষা - ৪**

এমন কি কখনও সময় আসে যে আপনি আপনার স্ত্রীকে অসভ্য বা কঠোর করে তোলেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
প্রভু কি আচরণের প্রকাশ প্রয়োজনের কথা বলেছেন? আপনার স্বীকারোক্তি লিখুন।

---
---
---
---
---
---
---
---

৭. ভালবাসা নিজের মতো করে দেখার চেষ্টা করে না।

সত্য নথি

**আপনার নিজের উপায়ে অনুসন্ধান করুন:** এই ব্যাক্তি তার ক্রিয়াকলাপ বা উপায়গুলি কীভাবে অন্যকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ ছাড়াই, নিজের স্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ততার অনুস্মরন করে। এই ব্যাক্তি গ্রহন করতে রাজি নয়, যার মধ্যে ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন বা তাদের পত্নী থেকে নির্দেশ রয়েছে।

ভালবাসা তার নিজস্ব পথ খুঁজে না। অন্য কথায়, আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে আমাদের শিশুরা কেবল সেটাই করে যা আমরা মনে করি তাদের করা উচিত,বা করা উচিত নয়,যখন এটি নৈতিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে আসে। একজন দম্পতি পরামর্শের জন্য আসে,সে আমার অফিসে বসে তার চৌদ্দ বছরের ছেলের সাথে কতটা রাগান্বিত তা নিয়ে ভাবছিলেন। তিনি পেইন্টবল নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন," আমার ছেলে পেইন্টবল খেলতে চায়। পেইন্টবল খুব খারাপ। আমার মনে হয় এটি ভুল ।"আমি বাবাকে বললাম,"তুমি এটি নিয়ে কি ভাবো ?"তিনি উত্তর দিলেন,"আচ্ছা, আমি মনে করি এটা ঠিক আছে।"সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল,"আচ্ছা,আমি মনে করি এটা ভুল। যদি তুমি পেইন্টবল লোকদের উপর ছুঁড়ে মার !"

আমি তখন তাকে বললাম,"আমি পেইন্টবল খেলি এবং আমার বাচ্চাদের অনেকবার গুলি করেছি! এটা খুবই মজার, আমরা পেইন্টবল খেলতে ভালবাসি। তোমার ছেলে তোমার থেকে আলাদা, তুমি কি খেয়াল করেছ ?"

সুতরাং যখন আমার বাচ্চারা ছোট ছিল তখন আমার স্ত্রী এবং আমি তাদের শোবার পরে একত্রিত হয়েছি এবং আমরা তখন আলাপ করেছি। তবে এর অর্থ আগ্রহ এবং এটি ভাল মনোভাবের সাথে শ্রবণ করা। বাচ্চাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের আবারও খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল কারন তারা সকাল ১০:৩০ বা ১১:০০ অবধি সজাগ ছিল এবং আমরা কথা বলতে বলতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তাম।

কয়েক বছর ধরে আমার একটি নিত্য কর্ম্মসুচী ছিল যা আমি সত্যি উপভোগ করেছি;খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে অফিস থেকেই আমার একনিষ্ঠতার কথা বলেছি, আমার স্ত্রী আমাদের সন্ধ্যার সময় একসাথে থাকার শূন্যতা অনুভব করে, জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমরা সকালে একসাথে হাঁটা শুরু করতে পারি কিনা।

এবং আমি উত্তর দিলাম,"ওহ হ্যাঁ, এটা আঘাত করেছে। কিন্তু এটি যদি একটু আঘাত না করে, তাহলে এটি এত মজা হবে না। আমি মনে করি এটা খুব মজা, এবং ছেলেদেরও তাই।"

আমার বড় ছেলে একজন সার্ফার। যখন তিন ড্রাইভিং লাইসেন্স পান,তিনি সৈকতে গাড়ি চালানোর জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি। আমার স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে চিন্তিত ছিল। আমার মনে হয়েছিল ছয় মাসের জন্য আমার শহরের বাইওে গাড়ি চালানো ঠিক নয়।

আমি জবাব দিলাম ,"আচ্ছা তাকে কয়েক মাস সময় দেয়া যাক তার কিছু অভিজ্ঞতা হওয়ার পর আমি তাকে সৈকতে নিয়ে যাব এবং দেখব সে যদি ঠিক কওে গাড়ি চালাতে পাওে তাহলে আমি তাকে একা সৈকতে গাড়ি চালাতে দেব।"

স্বামীরা , দলবদ্ধতার চেতনায়,আপনার স্ত্রীকে তার উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেওয়া এবং তাকে পারিবারিক সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী এবং স্ত্রীদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে পরিকল্পনা ও সমাধান নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাবার উপর নির্ভর করে।

পরিবারের ক্ষেত্রে নিজের মত করার চেষ্টা না করার অংশটি একে অপরের মনোনিবেশ পেতে চাইছে। **হিতোপদেশ ২০: ১৮ পদ** " *পরামর্শ দ্বারা সকল সংকল্প স্থির হয়; তুমি সুমন্ত্রণার চালনায় যুদ্ধ কর।*" এবং "*মন্ত্রনার অভাবে সংকল্প সকল ব্যর্থ হয়; কিন্তু মন্ত্রিবাহুল্যেসেই সকল সুস্থির হয়।*" **(হিতোপদেশ ১৫: ২২)**।

আমাদের পিতা মাতার  জন্য আচরন বা জীবন ধারা নির্ধারনের জন্য আমাদের স্বার্থপর মতামত, ভয়, বা পছন্দ গুলি ব্যবহার না করার জন্য আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। মনে রাখবেন আমরা সবাই আলাদা, এবং আমরা একে অপরকে সম্পূর্ন করি, একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করি না।

**গভীরে দেখিঃ** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত শাস্ত্রপদ কিভাবে আমাদের শিশুদের স্বার্থের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তা ব্যাখ্যা করে?

**ফিলিপীয় ২: ৪ পদ,"** *এবং প্রত্যেক জন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ।"*

---

---

---

---

**ফিলিপিয় ২: ৩ পদ,"***প্রতিযোগিতার কিংবা অনর্থক দর্পের বসে কিছুই করিও না,বরং নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান কর।"*

---

---

---

---

**গালাতীয় ৫: ১৩(গ),** " *বরং প্রেমের দ্বারা একজন অন্যের দাস হও।"*

---

---

---

---

আমি বাবা মাকে বলতে শুনেছি," আচ্ছা, আমি আমারবাচ্চাদের সেই "রক জাঙ্ক"শুনতে দেই না। আমি জানি না এটা খ্রিস্টান, কিন্তু এর একটা খারাপ প্রহার আছে।" সত্যিই একটি মন্দ প্রহার হিসাবে একটি জিনিস আছে? এমনকি এমন কিছু লোক আছেন যারা "রক মিউজিকের মন্দ " সম্পর্কিত সম্মেলন করেন; লোকেরা তাদের দেখার জন্য অর্থ প্রদান করে। আমি আপনাকে এটি বাইবেলে খুঁজে বের করার জন্য আহ্বান জানাই! খারাপ প্রহার বলে কিছু নেই। মন্দ গান ও মন্দ কর্ম আছে। যদি এটি খ্রিষ্টানদের এবং গানের কথা টিক থাকে তাহলে সমস্যা কি? আপনার বিশ্বসের সাথে আপোষ না কওে উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

**গভীরে দেখিঃ** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্নোক্ত শাস্ত্রগুলি কীভাবে মন্দ, অপ্রীতিকর গানের সাথে সমপর্কিত হতে পারে ?

ইফিষীয় ৪;২৯-৩২ পদ, " তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক, কিন্তু প্রয়োজন মতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ বাহির হোক, যেন যাহারা শুনে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দান করা হয়।"

---

---

---

---

---

**কলসীয় ৩:৮ পদ,**"*কিন্তু এখন তোমরাও এই সকল ত্যাগ কর- ক্রোধ,রাগ,হিংসা,নিন্দা ও তোমাদের মুখনির্গত কুৎসিত আলাপ।*"

---

---

---

---

**গীতসংহিতা ১৯:১৪ পদ,**"*আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক, হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা।*"

---

---

---

---

আমাদের বাচ্চাদের যেসব কাজ করতে দিই, সেগুলো সম্পর্কে ভুল বোঝা উচিত নয়, ভুল কারণের জন্য সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। পরিবর্তে, আমাদের উচিত তাদের স্বার্থ উপভোগ করতে সাহায্য করা, খুব মনোযোগ দিয়ে বলা যে, আমরা কখনোই আমাদের বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিই না, বা বাইবেল কিসের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদেরকে নৈতিকভাবে ভুল কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে দিয়ে।

সম্ভব হলে বাচ্চাদের সাথে তাদের স্বার্থে অংশগ্রহন করা ভাল। আমার ছেলে নিকোলাস সার্ফিং পছন্দ করে। তার কৈশোরের সময়, আমার মনে আছে শীতকালে তার সাথে বাইরে যেয়ে শুধু ঢেউ অতিক্রম করে বেরিয়ে আসা প্রায় আমাকে হত্যার সমান। আমি অর্ধেক সময় নিথর ছিলাম, ক্লান্ত ছিলাম কিন্তু প্রভুর প্রশংসা করি আমি সেখানে আমার ছেলেকে নিয়ে মজা করছিলাম। এই সার্ফ আউটিংগুলির কিছুতে আমি হয়ত অন্য কিছু করতাম, কিন্তু সে আমাকে তার সাথে যোগ দিতে বলেছিল। তাই আমরা একসাথে গেলাম।

প্রতিটি শিশু আলাদা। আমার মেয়ে,যখন সে ছোট ছিল,সে ট্রামপোলিনে ঝাঁপ দিতে পছন্দ করত, বা আমাদেও কুকুরকে নিয়ে হাঁটতে যেত----এমন কোন কার্যকলাপ ছিল না যা আমি উপভোগের জন্য বেছে নেব। আমরা কেবল একে অপরের সাথে সময় কাটাচ্ছিলাম,সে যা করতে চেয়েছিল তা করছিল।

যখন আমার মেয়ের দশ বছর,সে আমাকে বাবা দিবসের কার্ড লিখেছিল, কেন সে তার বাবাকে ভালবাসত তা ব্যাখ্যা করে:

**" এই কারনেই আমি তোমাকে ভালবাসি, বাবা।**

**এক নম্বর,** তুমি আমার সঙ্গে ট্রামপোলিনে যাও। **দুই নম্বর,** তুমি আমাকে ডেইরি কুইনের কাছে নিয়ে যাও। ( ঠিক আছে, আমি এটা পছন্দ করি- যা আমার জন্য কোন ত্যাগ নয়)। **তিন নম্বর**, হাঁটার সময় তুমি আমার কুকুরকে নাও। **চার নম্বর**, তুমি আমার সাথে ফুটবল খেলো। **পাঁচ নম্বর**, তুমি আমাকে বাইকে চড়াও। **ছয় নম্বর**, তুমি আমাকে মোটরসাইকেলে চড়াও। **সাত নম্বর,** তুমি আমার সাথে বই পড়ো। **আট নম্বর,** আমার নাস্তা তুমি বানাও। **নয় নম্বর**, আমার সাথে তাস খেলো।"

লক্ষ্য করুন যে আমার মেয়ের প্রতিটি কারণ লেখা ছিল। আমি ওকে আমার কাছে থাকার সময়, কাজ, ভালবাসা সবই দিচ্ছিলাম। আমাদের প্রত্যেক সন্তানের এটি প্রয়োজন এবং আমাদের এটি মনে রাখা এবং ক্রমাগত অনুশীলন করা দরকার। আমাদের বাচ্চাদের খুব তাড়াতাড়ি আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সেরা প্রতিরক্ষা হল তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে এবং একটি পরিবার হিসাবে সময় কাটিয়ে শক্তিশালী অপরাধ শুরু করা।

শিশুদের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যথাযথ স্নেহ প্রদর্শন করা। প্রায়ই বাবা আমাকে বলে ," আমি আলিঙ্গনকারী নই।" সত্যিকারের ভালবাসা হল একটি আত্মত্যাগ সব ব্যক্তির জন্য। তোমার একটি সন্তান আছে যে তোমাকে ভালবাসে এবং প্রয়োজনে তাকে জড়িয়ে ধরো। এটা নিয়ে কিছু করো।

বাবা, আপনি নিজেকে বলতে পারেন যে মা আপনার মনোযোগের অভাব পূরণ করছে, কিন্তু এটি সেভাবে কাজ করে না। আপনার যে ভয় বা জেদ আছে তা থেকে আপনাকে মুক্তি পেতে হবে এবং বলুন," আমি মিলিত হয়ে যাচ্ছি।" তারপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন এবং আপনাকে আপনার মিলনকারি শিশুকে আলিঙ্গন করুন।

কখনো মায়ের আলিঙ্গনেও সমস্যা হয়, তবে একই নীতিগুলো প্রযোজ্য। মায়ের সাধারণত তাদের সন্তানদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ থাকে, কিন্তু অতীতের সমস্যাগুলি (বিশেষ করে অমিমাংসিত) এইভাবে ভালবাসা দেখানোর স্বাধীনতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। যদি তাই হয়,এটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন, এবং সেটি ঈশ্বরের সাহায্যে পরিবর্তিত হতে পারে।

**গভীরে দেখি:** *আরও অধ্যায়ন করি*

থিষলনীকীয়ায় মানুষের প্রতি পৌল এর পদক্ষেপ সম্পর্কে পড়ুন:

> **১ থিষলনীকীয় ২ : ৭-৮**,"*কিন্তু যেমন স্তন্যদাত্রী নিজ বৎসদের লালনপালন করে, তেমনি তোমাদের মধ্যে কোমলভাব দেখাইয়াছিলাম; সেইরূপ আমরা তোমাদিগকে স্নেহ করাতে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, আপন আপন প্রাণও তোমাদিগকে দিতে স্থির ছিলাম,যেহেতু তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলে।"*

এই মন্ডলীর প্রতি তার মনোভাব এবং কর্ম কেমন ছিল ?

---

---

---

---

---

শিশুদের প্রতি যীশুর পদক্ষেপ এবং অন্যদের থেকে তিনি কী আশা করেছিলেন সে সম্পর্কে পড়ুন:

> **মার্ক ৯ : ৩৬-৩৭**,"*পরে তিনি একটি শিশুকে লইয়া তাহাদের মধ্যে দাড় করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে কোলে করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোন শিশুকে গ্রহন করে,সে আমাকেই গ্রহন করে, আর যে কেহ আমাকে গ্রহন করে,সে আমাকে নয়,কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই গ্রহন করে।"*

খ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদের শিশুদের সঙ্গে কী করার পরামর্শ দিচ্ছিলেন ?

---
---
---
---

আমার বড় ছেলে নিকোলাস,খুব বেশি আলিঙ্গনকারী ছিল, তার স্নেহ পাওয়ার উপায় ছিল আমার পিঠে লাফিয়ে উঠে আমার সাথে কুস্তি করা। তাই আমরা প্রায়ই কুস্তি করতাম । আমার ছেলে জাস্টিন, একটি কিশোর বয়সে আমার কোলে শুয়ে থাকত, অনুনয় বিনয় করত,সে আমাকে বলত আমার পাশে বিশ মিনিটের জন্য শুয়ে থাকবে যাতে আমি তার মাথা বা পা ঘষতে পারি বা তার পিঠে আচড় কাটতে পারি।

প্রতিটি শিশু আলাদা এবং তাদের সাথে এইভাবে আচরণ করা গুরুত্বপূর্ন,তাদের সবারই একরকম বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ বাবা মা লড়াই করেন কিন্তু এই বিষয়ে কখনো প্রার্থনা করেনি। তারা কখনোই তাদের পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করেনি, বা তারা কেন এত কঠিন তা বোঝার জন্য নিজেদের পরীক্ষা করেনি।

## আত্ম-পরীক্ষা - ৫

যদি আপনি তা হন- এখনই থামুন এবং আপনাকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন। তিনি আপনার কাছে যা প্রকাশ করেছেন তা লিকে রাখুন।

---
---
---
---
---
---
---

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এটা আমাদের বিষয় নয়, যদি আপনি বিব্রত বোধ করেন তবে অনুরোধ করা শুরু করুন," ঈশ্বর, আমাকে পরিবর্তন করুন।" এটি আপনার ইচ্ছা নয় বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমাদের তার গৌরব করা দরকার। অতীতের সমস্যাগুলি আপনার অসুবিধার কারণ হতে পারে; সম্ববত আপনার পিতা মাতা আপনাকে স্নেহ দেখাইনি। আপনার অতীতের সাথে প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখেন তাহলে আপনার জীবনে এটির সমস্যা " অনুগ্রহ বন্ধ" হতে পারে।

> **ইব্রীয় ১২:১৪-১৫ পদ,** "সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়; পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দুষিত হয়;"

ঈশ্বর ব্যথা নিরাময় করতে পারেন, এবং আপনাকে আবেগগত ক্ষতি থেকে মুক্তি দিতে চান। যদি আপনি প্রার্থনায় তাঁর প্রতি এই বিশ্বাস না করেন এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন মনোভাবের সন্ধান করেন, তাহলে আপনার নেতিবাচক আচরণ আপনার চারপাশে একটি ধ্বংসাত্মক শক্তিতে পরিণত হবে।

এই ক্ষেত্রটিতে আরো সাহায্যের জন্য ক্ষমা ও পুনর্মিলন সম্পর্কিত **পরিশিষ্ট প** দেখুন।

ঈশ্বর আমাদের জীবনে তার রূপান্তরকারী শক্তি ঢেলে দিতে চান; তিনি আমাদের যে সন্তানদের দেন, তাদেও প্রতি আমাদের স্নেহশীল করুন। কিন্তু,যদি আমরা আমাদের বাবা মাকে ক্ষমা না করে প্রভুর আনুগত্য না করি , তাহলে এটি আমাদের পরিবর্তন করার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্থ করবে। খুব সাধারণ সমস্যা। আমাদের দেহের জন্য আমাদের মরতে হবে এবং ঈশ্বর আমাদের সন্তানদের ভালবাসার জন্য যে অপরাধগুলি আমাদের পঙ্গু করে দেয় তা ত্যাগ করতে হবে। তবেই আমরা তাদের গ্রহন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপায়ে তাদের অবাধে স্নেহ দিতে সক্ষম হব।

**গভীরে দেখি/** *আরও অধ্যায়ন করি*

এই শাস্ত্রপদগুলি পড়ুন, তাদের অর্থ কী তা লিখুন এবং কীভাবে তারা পিতামাতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।

> **মথি ১৬:২৫ পদ,"***কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, আর যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায় সে তাহা পাইবে।"*

---
---
---
---
---

> **১ম করিন্থীয় ১০: ২৪ পদ,"** *কেহই স্বার্থ চেষ্টা না করুক বরং প্রত্যেকজন পরের মঙ্গল চেষ্টা করুক।"*

---
---
---
---

**আপনি কি বাড়িতে আপনার নিজের মত করে রাখতে চাইছেন ?** ☐ হ্যাঁ ☐ না

> যদি আপনি 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়ে থাকেন তবে পরিবর্তন এর প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি লিখুন এবং ইশ্বরকে অনুসরন করার জন্য শক্তি চেয়েছিলেন।

---
---
---
---
---
---
---
---

## ৪র্থ সপ্তাহ : ৩য় দিন

৮.ভালোবাসা মন্দ চিন্তা করে না

### সত্য নথী

**মন্দ চিন্তা করে নাঃ** লজিজোমাই(গ্রীক), একাউন্টিং বা হিসাব শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জিনিসগুলিকে নিজের মনে রাখে, গননা করা বা সংযোজন করা হয়, নিজেকে গননার সাথে দখলদারি করতে হয়।

ভালবাসা কোন মন্দ করে না। আমরা আমাদের সন্তানদের ব্যর্থতার স্কোর মনে রাখতে পারি না যাতে পরবর্তীতে তাদের সাথে হয়রানি করা যায়। দুঃখজনকভাবে, এটি একটি সাধারণ পদ্ধতি যা অনেকে শৃঙ্খলার সময় ব্যবহার করেন। ব্যর্থতা একটি শিশুর জীবনের অংশ অনেক বাবা মা সেই ব্যর্থতার জন্য তাদের শাসন করেন। শুধুমাত্র এটিকে টেনে তুলে এবং পরে তাদের বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করে।

একটি উদাহরণ হবে যখন আপনার কিশোর জিজ্ঞাসা কওে যে সে স্কুল বন্ধুর সাথে স্কুলের ফুটবল খেলায় যেতে পারে কিনা এবং আপনার উত্তর হল "না! গত মঙ্গলবার আপনি কি করেছিলেন তা মনে আছে ? দুঃখিত। আপনি কোথাও যাচ্ছেন না।" শৃঙ্খলার এই পদ্ধতিটি ভুল এবং বিরক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি প্রেমের বিপরীত; ভালবাসা ভুলের কোন নথি রাখে না।

ভুলগুলি অবিলম্বে এবং ব্যাখ্যা সহকারে মোকাবেলা করা দরকার। গত মঙ্গলবার যা ঘটেছিল তা ঐশরীয় জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত এবং অব্যাহতি প্রাপ্ত হওয়া উচিত ছিল। রাগ ও ক্ষোভের অনুভুতি বিকাশ করা যা সময়ের সাথে সাথে থাকে যা আপনার সম্পর্কের জন্য ধ্বংসাত্মক হবে। আপনাকে অবশ্যই সত্যকে জানতে হবে, আপনার অনুভুতি দিয়ে নয়, স্ত্রীর প্রতি আপনি কী ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করবেন সেটি বিবেচনা করা উচিত।

> **ইব্রীয় ১২:১৪-১৫ পদ,** " *সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর; সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়; পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দুষিত হয়;"*

"অশুচি" হওয়ার অর্থ তিক্ততা, যে আমাদের সন্তানদের নিয়ে আমরা তিক্ততা পোষন করছি, পরিনামে অন্যের জীবনে বিরক্তির বিষ ছড়িয়ে দেবে, তাদের অশুচি ও আহত করবে। এই অনুশীলন গুলি প্রেমের বিপরীত। অনেক পিতা-মাতা কখনোই এই সত্যটিকে বিবেচনা করে না যে, তারা প্রেমের বিপরীতে অনুশীলন করছে। আমাদের অবশ্যই মন্দ চিন্তা না করার জন্য বেছে নেওয়া উচিত, তবে যা ভাল তা নিয়ে ধ্যান করতে হবে।

**১ করিন্থীয় ১: ৫** এর এন এ এস বি সংস্করণ বলেছে ," ভালবাসা ভুলের কথা বিবেচনায় নেয় না", এন আই ভি," ভুলের কোন নথি রাখে না"। এনকেজেভি বলেছে যে ," প্রেম কোন মন্দ করে না। লিভিং বাইবেল অনুবাদ **১ম করিন্থীয় ১৩: ৫ পদ** ," প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্ঠাচারন করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া ওঠে না, অপকার গননা করে না।" **১ করিন্থীয় ১: ৫এর** প্রকৃত অর্থ এটাই, আমাদের এভাবেই আচরণ করতে হবে, ভালবাসা অতীতের সমস্যা ক্ষমা করে এবং মুক্তি দেয়।

ক্ষমাহীনতা এমন একটি বিষ যা একজন অন্য ব্যক্তিকে আঘাত করার আশায় গ্রহন করে সত্যি ক্ষমার অযোগ্যতা ক্যান্সারের মত। যদি আমরা এটিকে অনুমতি দিই, এটি আমাদের ভেতর থেকে গ্রাস করবে এবং আমাদের প্রত্যেককে নেতিবাচক উপায়ে সংক্রামিত করবে।

একজন পিতা মাতা হিসাবে আমাদের সন্তানদের ক্ষমা করার সুযোগ রয়েছে। অনেক বাবা মায়ের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যখন তাদের সন্তানরা নিয়ম ভাঙ্গে বা অমান্য করে। ঈশ্বর চান আমরা একটি শিশুর মূর্খতাপূর্ণ কাজ বা ব্যর্থতাকে তাদের প্রশিক্ষনের সুযোগ হিসাবে দেখি, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে রাগ বা আঘাতের জন্য নয়।

যখন কেউ আমাদের প্রতি অন্যায় করে তখন ঈশ্বর বলে," আপনার উচিত তাকে ক্ষমা করা এবং সান্ত্বনা দেওয়া"। অতএব আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি তার প্রতি ভালবাসা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন **(২ করিন্থীয় ২:৭-৮)**। প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করুন, ক্ষমা করুন এবং আপনার ভালবাসা পুনরায় নিশ্চিত করুন।

কতবার আমাদের ক্ষমা করা উচিত ? সর্বদা--- সত্তরগুন সাত বার **(মথি ১৮:২২)**। ঈশ্বরের বাক্যে এই বিষয় স্পষ্ট।

**গভীরে দেখি /** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিচের বাক্যটি পড়ুন, কিভাবে এবং কেন আমাদের অন্যকে ক্ষমা করা উচিত তা লিখুন।

> **ইফিষীয় ৪:৩২ পদে** ," *তোমরা পরস্পর মধুর স্বভাব ও করুনা চিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বর ও খ্রিষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।"*

---
---
---
---

**কর্ম পরিকল্পনা - ৬**

**আপনি কি আপনার স্ত্রীকে ক্ষমা করার , ভুলে যাওযার এবং ভাল চিন্তা ভাবনার খ্রিষ্টের উদাহরন অনুস্মরন করেছেন?** ☐ হ্যাঁ ☐ না

যদি তা না হয় তবে আপনি যেখানে আপনার সন্তানদের ক্ষমা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন সে গুলি লিখুন। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চান এবং আপনার সন্তানদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য একটি সময় বের করুন।

---
---
---
---
---

**গভীরে দেখি /** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিচের পদটি নিজের ভাষায় বর্ননা করুন। অভিভাবকত্বের জন্য আপনি এটি কিভাবে প্রয়োগ করবেন?

**ফিলিপিয় ৪:৮ পদ,**"*অবশেষে, হে ভ্রাতৃগন, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরনীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক , যাহা যাহা সুখ্যাতি যুক্ত, যে কোন সদগুন ও যে কোন কীর্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।*"

---

---

---

---

৯) ভালোবাসা অদম্যতায় আনন্দ করে না:

সত্য নথী

**অন্যায়ে আনন্দিত হবেন না:** এর অর্থ হল আপনি যখন কাউকে পাপ করতে দেখেন বা ভুল করেন, তখন আপনি তাতে সন্তুষ্ট হবেন না বরং তার প্রতি প্রতিরোধমূলক হন।

প্রেম পাপের মধ্যে আনন্দিত হয়না। এটি একটি আদেশ। আপনি কি কখনো আপনার সন্তানদের কাছে বলেছেন," আমি তোমাকে বলছি! তোমার যা প্রাপ্য তুমি তা পেয়েছ। আমি বলেছি, আপনি কষ্ট পাবেন।" যখন একটি শিশু ভুল করে তখন কখনোই আঘাত করা উচিত নয় কারণ সে কষ্ট পাবে। ঈশ্বর আমাদের দেহের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চান না। তিনি আমাদের ভালবাসায় সাড়া দিতে চান; তিনি আমাদের ভালবাসায় সাড়া দিতে চান, এমনকি তারা যখন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বোধ কিছু করে।"

চলুন মোকাবেলা করা যাক: প্রকৃতির কারনে পতিত আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি গড় ধারা রয়েছে যা কখনও কখনও মুর্খ পছন্দগুলির কারনে কেউ যখন কষ্টভোগ করে তখন আনন্দ উপস্থাপন করে। আসলে আমাদের যা করতে হবে তা হল টিভি চালু করা এবং সর্বশেষতম রিয়েলিটি শোটি দেখা যেখানে লোকেরা হাসছে বা কমপক্ষে অন্যের বোকামি দেখে বিনোদিত হচ্ছে। "আচ্ছা সেই ব্যাক্তি - মা, বাবা, কন্যা পুত্র বা বন্ধু - তারা যা পেয়েছিল তা প্রাপ্য।" যখন এই মনোভাবটি আমাদের ঘরে ঢুকে যায়, তখন এটি আমাদের স্ত্রী এবং বাচ্চাদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে, কারন আমরা ঈশ্বরের ভুল উপস্থাপনা করছি। এটি সম্পূর্ণরূপে প্রেম কী তা অস্পষ্ট করে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত করে। আমরা দেখি যে আমাদের সন্তানরা নিয়মিত ব্যার্থ হয়, আমরা নিয়মিত ব্যার্থ হই এবং আমাদের শিশুরা আমাদের প্রতিদিন আপত্তি জানায়। প্রশ্নটি হ'ল, " আপনি কি ভাবে এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করবেন ?" সত্যই, নিজের দিকে মনোনিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য, আমরা যখন আমাদের আচরনের মাধ্যমে তাঁর গৌরব করতে ব্যার্থ হই তখন আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে আমাদের সাথে আচরন করাতে চাই ?

বাইবেল আমাদের কিভাবে পাপ পরিচালনা করি সে সর্ম্পকে কঠোর সর্তকতা দেয়। হিতোপদেশ ১৪: ৯ পদ বলে," অজ্ঞানেরা দোষকে উপহাস করে; কিন্তু ধার্মিকদের কাছে অনুগ্রহ থাকে।" বিদ্রুপ করা মানে গর্ব করা, বদনাম করা, উপহাস করা বা স্ফিত হওয়া। অনুগ্রহ শব্দের আনন্দে, আনন্দ বা গ্রহনের মূল অর্থ রয়েছে। পিতা মাতাহিসাবে, আমাদের পদটির শেষ অংশটি মেনে চলতে হবে যাতে আমাদের পিতা মাতারা যখন পাপ করে, তখন তারা অনুভুতি সহকারে আমাদের কাছে অনুগ্রহ লাভ করে যা তাদের কে প্রেমের সাথে উৎসাহ দেয়।

যখন একটি মহিলা ব্যবিচার এর দায়ে ধরা পড়েছিল, তখন ইহুদিরা তাকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল," হে গুরু, এই স্ত্রী লোকটি ব্যবিচারে, সেই ক্রিয়াতেই ধরা পড়িয়াছে। ব্যবস্থায় মোশী এই প্রকার লোককে পাথর মরিবার আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছেন; তবে আপনি কি বলেন? **( যোহন ৮: ৪–৫ পদ)** ইহুদিরা যীশুকে পরীক্ষা করছিল । তারাও আনন্দ করছিল যে মহিলাটি ধরা পড়েছে ( দ্রষ্টব্য: অপরাধী লোকটি কোথায় ছিল) এবং তাকে পাথর মেরে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। সেখানে বার বার আপনার স্ত্রী পাপ কাজ করবে, সম্ভবত মিথ্যা। রাগ করা , চিৎকার করা বা ..... আপনি শূন্যস্থান পূরন করুন)। আপনার প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত ? যীশু এটাই বলেছিলেন, " যে তোমাদের মধ্যে পাপ হীন , সে প্রথমে পাথর নিক্ষেপ করুক।" তিনি মাটিতে লিখতে শুরু করেছিলেন এবং বিশ্বাস করা হয় যে তিনি অভিযোগকারিদের পাপকে এক এক করে দেখিয়েছিলেন, তারা সকলেই ছেড়ে গেছে কারন তারে হৃদয় যেখানে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে **( ৯ পদ)** যীশু মশীহ সেই মহিলার সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন যে তিনি তার নিন্দা করেননি, এবং এটাই ছিলো তার সুযোগ আর পাপ না করার **(১১ পদ)**।

এমন সময় ছিল যখন, আমার হৃদয়ে, আমি খুশি ছিলাম যে নিক তার প্রাপ্য পেয়েছির, কিন্তু আমি তা দেখাইনি। **হিতোপদেশ ২৪:১৭পদে** বলে, "*তোমার শত্রুর পতনে আনন্দ করিও না, সে নিপাতিত হইলে তোমার চিত্ত উল্লসিত না হউক;"* যে হেতু আমাদের শত্রুর বিপদ হলে আমরা আনন্দ করতে পারি না, তাই আমাদের সন্তানেরা যখন বিপদগ্রস্ত হই তখন আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়।

আপনি যখন *হারানো পুত্রের* গল্পটি পড়েন **(লুক ১৫:১১-৩২),** আপনি পাপের মধ্যে পড়ে এমন ছেলের প্রতি পিতার অন্তরের আবেগ/ঝলক দেখতে পাবেন যা আমাদের স্বর্গীয় পিতার হৃদয়ের চিত্র। অবশেষে তার পুত্র যখন দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বাইবেল বলে, *"পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল। সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়াইয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন।"***(লুক ১৫:২০পদ)** । তার ছেলের পতনের বিষয়ে কোনও উচ্চতর নৈতিকতা ছিল না, পরিবর্তে তিনি তার পুত্রকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। অনেক পত্নীর এখনও এই ধরনের সহানুভূতির বিকাশ করা প্রয়োজন।

আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাহ্য করি, বা পবিত্র আত্মার পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করি এবং পাপ ও ত্রুটিতে পড়ে যাই তবে ঈশ্বর আনন্দ করেন না। পরিবর্তে, তাঁর হৃদয় আমাদের বোকামি এবং বিদ্রোহের উপর ভেঙে যায়। যখন আপনি নিজেকে আপনার সন্তানের কাছে প্রেমের স্নেহময় ভালবাসা না দেখান, তখন আপনাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে এটি স্বিকার করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে, তারপরে অনুতাপ করুন এবং এই পাপ থেকে ফিরে আসুন। ঈশ্বর আপনার হৃদয় পরিবর্তন করবেন যখন আপনি তাঁর কথা স্বীকার করেন এবং তাঁর আনুগত্য করেন। মনে রাখবেন, ব্যর্থতা হ'ল ঈশ্বরের উপায়গুলি যেগুলি রূপান্তরীত করা দরকার তা প্রকাশ করার উপায় এবং আমাদের শিখতে হবে কীভাবে আমাদের স্বামীদেরকে ঐশ্বরীক উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে হয় তা হ'ল ঈশ্বরের লক্ষ্য আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরীত করা।

বাইবেলে করুনার অর্থ আমাদের পাপের জন্য শাস্তি নয়, কারন খ্রীস্টের কাজ এবং তাঁর অনুগ্রহে আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করি। কিন্তু বাইবেল আমাদের এও বলে যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, যার অর্থ আপনি এবং আমার ঈশ্বরের সাথে জড়িত হওয়া, তিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে অনুপস্থিত নেই।

**গভীরে দেখি /** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত শাস্ত্রপদ গুলি করুনা এবং অনুগ্রহ সম্পর্কে কি বলেছে তা লিখুন। আপনি কী ভাবে আপনার অভিভাবকত্বে এটি প্রয়োগ করবেন।

**লুক৬:৩৬ পদ,** "*তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও*"

---

---

---

---

**মথি ৫: ৭ পদ,** " *ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারন তাহারা দয়া পাইবে*"

---

---

---

---

**বিলাপ, ৩:২২-২৩ পদ,**"*সদা প্রভুর বিবিধ দয়ার গুনে আমরা নষ্ট হই নাই; কেননা তাঁহার বিবিধ করুনা শেষ হয় নাই। নতুন নতুন করুনা প্রতি প্রভাতে! তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ*"

---

---

---

---

**কলষীয়, ৩: ১২(ক),**"*অতএব তোমরা, ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের, পবিত্র ও প্রিয় লোকদের, উপযোগী মতে করুনার চিত্ত;*"

---

---

---

---

**হিতোপদেশ, ৩:৩ পদ,**" *দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ না করুক; তুমি উহাদের তোমার কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া রাখ,তোমার হৃদয় ফলকে লিখিয়া রাখ।*"

---

---

---

---

## ৪র্থ সপ্তাহ : ৪র্থ দিন

১০) ভালবাসা সত্যে আনন্দিত:

সত্য নথি

**সত্যে আনন্দিত:** এর অর্থ হ'ল আপনি প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন বা আপনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে সত্যে আনন্দ করতে পারবেন।

ভালবাসা সত্যে আনন্দিত হয়। যখন আমরা আমাদের বাচ্চাদের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হই এবং পরিবর্তে তাদের দোষগুলি প্রতিনিয়ত তুলে ধরি, তখন আমরা সত্যে আনন্দিত হই না। যখন বাবা মা পরামর্শের জন্য আসেন, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি," যদি আপনার কিশোর এখানে থাকত এবং আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম,গড় দিনে আপনার পিতামাতার সাথে আপনার কথোপকথন কেমন ইতিবাচক ও নেতিবাচক হয়, সে কী বলবে ?"

ইতিবাচক যোগাযোগ হল,"কেমন আছো? তোমাকে সুন্দর লাগছে। স্কুলে আজ কি ঘটেছে ?" নেতিবাচক হল, "এটা বন্ধ কর, তোমার বোনকে একা রেখে দাও! আপনার বাড়ির কাজ করুন! আবর্জনা ফেলে দিন! বা যে কোন বক্তৃতা।

প্রায়শই বাবা মা উত্তর দেয়," ওহ,এটি একটি সহজ। এর ৯০% নেতিবাচক।প্রতিদিন।" দিনগুলি সপ্তাহে পরিণত হয়, এবং সপ্তাহগুলি মাসে পরিণত হয়। যখন আমরা আমাদের বাচ্চাদের বিষাক্ত করি,তাদের বিরুদ্ধে পাপ করি, তাদের ভালবাসি না, কারণ আমরা তাদের প্রশংসা করার কথা ভাবতে ভুগছি। আমাদের পিতামাতার আমাদের বাচ্চাদের ভাল জিনিসগুলি সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করার দরকার। আমি জানি এই শক্তিশালী ইচ্ছাশালী শিশুদের নিকট এটি কঠিন হতে পারে। আমার মনে আছে নিককে অনেকবার বলেছিলাম,"তুমি দৃঢ় ইচ্ছাশালী, এটা ভালো।" এটাই আমি নিয়ে আসতে পারি! এমন কিছু দিন ছিল যখন আমি ভাল কিছু করার জন্য প্রার্থনার দিকে ঝুঁকতাম।

যদি এই নেতিবাচকতা আপনার পরিবারকে ভুল পথে চালাচ্ছে, তবে এটি ঘুরিয়ে দিন। যখন আপনার পরিবার বা একসাথে প্রার্থনার সময় থাকে, তখন কিছুক্ষন সময় নিন এবং বলুন, "আসুন সবাই একে অপরের সম্পর্কে ভাল কিছু বলি।" এখানে একটি মজা করুন; পরিবারে একে অপরের মধ্যে ভাল জিনিসের সন্ধান শুরু করুন। এটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা একসঙ্গে দল হিসাবে কাজ করি; বাবা মা আপনি এটি শুরু করুন।

ব্যক্তিগতভাবে , কখনো কখনো ক্ষুদ্র ব্যবস্থাপনা করার প্রবণতা থাকে। যে মুহূর্তে আমি ঘরে ঢুকি, আমি লক্ষ্য করি প্রত্যেকে তাদের দোষ সংশোধন করছে। এটা ঠিক যে দোষগুলো ঠিক করা দরকার, কিন্তু আমাদের এটি করতে হবে প্রেমময় শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এই বিষয়ে তদারক করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমার স্ত্রী আমার জন্য আশীর্বাদ হয়েছে। তিনি আমাকে বাড়িতে ঢুকে আরাম করতে উৎসাহিত করলেন কি করা হয়েছে বা কি করা হয়নি সে সম্পর্কে কিছু না বলে। এটি আমাকে বাচ্চাদের কাছাকাছি আসতে দেয় এবং কিছুক্ষনের জন্য পরিদর্শন করার অনুমতি দেয় আমাকে কি করতে হবে তা নির্দেশ দেওয়ার আগে। আমি কাজ থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ,যাতে আমি আমার পরিবারের চাহিদা মেটাতে ও আমার হৃদয় প্রস্তুত করতে পারি। মনে রাখবেন বাড়ি আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার এবং আমরা তাদের কাছে প্রভুর মন্ত্রী হয়ে জীবন যাপন করি।

আপনার সন্তানের মধ্যে সত্যিই আনন্দিত হওয়ার কথা কল্পনা করুন,এটির উপায় খুঁজে বের করার বিষয়ে সৃজনশীল হোন। আমার বড় ছেলের কাপড় রাখা ড্রয়ারে আমার লেখা কিছু চিঠি খুঁঝে পেয়েছিলাম। ঈশ্বরের প্রশংসা করি সেগুলি ভাল চিঠি ছিল! চিঠিগুলোতে লেখা ছিল," আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে অনেক গর্বিত করেছ। তোমার উপহার এবং প্রতিভা দেখে আমি খুব খুশি।"এসব পড়ে আমি এবং আমার স্ত্রী কেঁদেছিলাম। তিনি প্রত্যেককে রক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বর আমাদের পিতামাতা হওয়ার শক্তিশালী প্রভাব দিয়েছেন! আমাদের সন্তানদের প্রশংসা ও আশীর্বাদ করার জন্য সেই শক্তি ব্যবহার করতে হবে। এটি এই ধরনের পার্থক্য করে!

আমাদের  সন্তানদের বোঝা উচিত এবং তাদের শক্তিগুলি শিখতে এবং তাদের গুনাবলী এবং ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা উচিত।

**আত্ম-পরীক্ষা- ৬**

এই ক্ষেত্রে আপনি কি মুশকিলে আছেন ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

আপনি যদি এই ক্ষেত্রে লড়াই করে থাকেন তবে এখনই কিছুটা সময় নিন এবং আপনার সন্তানদের দেখেছেন এমন কমপক্ষে তিনটি শক্তি লিখুন । আপনাকে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের সর্বোত্তম সময় এবং উপায় দেখাতে বলুন। এটি কোন চিঠি বা কোন বিশেষ নৈশভোজের মাধ্যমে কথোপকথনের মাধ্যমে হতে পারে। আপনার সন্তানদের প্রতি আপনাকে যত্নবান হতে এবং তার প্রশংসা কীভাবে করতে হয় তা ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করার জন্য এটি আপনার ভিত্তিমূলক সময়ে একটি বিষয় করুন।

---

---

---

---

---

**কর্ম পরিকল্পনা - ৩**

এই অনুশীলনে একে অপরকে উৎসাহিত করার জন্য স্বামী এবং স্ত্রী হিসাবে এক সাথে কাজ করুন এ ছাড়াও , সেই  অভিভাবকত্বে মোকাবেলার মূহুর্তগুলোতে আপনি একে অপরকে কিভাবে সহায়তা করতে পারেন সে সর্ম্পকে কিছু আলোচনা করুন। এইগুলি নিচে লিখুন

---

---

---

---

---

**গভীরে দেখি /** *আরও অধ্যায়ন করি*

সত্যে আনন্দিত হওয়ার বিষয়ে , শাস্ত্রপদ নীতির বিষয়ে কি বলেছে এবং কিভাবে নীতিগুলি আপনার অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে প্রযোয্য হবে তা লিখুন ।

**গীতসংহিতা ১৩৯: ১৭-১৮ পদ,"** *হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সংকল্প সকল কেমন মূল্যবান। তাহার সমষ্টি কেমন অধিক! গননা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহু সংখ্যক হয়; আমি যখন জাগিয়া উঠি, তখনও তোমার নিকটে থাকি।"*

---

---

---

**রোমীয় ১২:৯ পদ,"***প্রেম নিষ্কপট হউক। যাহা মন্দ তাহা তাহা নিত্যান্তই ঘৃনা কর; যাহা ভাল , তাহাতে আসক্ত হও।"*

---

---

---

**১ম থিষলনিকীয় ৫: ১৫ পদ,"** *দেখিও, যেন আপকারের পরিশোধে কেহ কাহারও অপকার না কর, কিন্ত পরস্পরের এবং সকলের প্রতি সর্বদা সদাচরণের অনুধাবন কর।"*

---

---

---

**৩ যোহন ৪ পদ,"***আমার সন্তানগন সত্যে চলে, ইহা শুনিলে যে আনন্দ হয়,তদপেক্ষা মহত্তর আনন্দ আমার নাই।"*

---

---

---

---

১১) ভালোবাসা সব কিছু বহন করে ।

**সত্য নথী**

**সব কিছু বহন করা :** বহন করা, স্টেগো (গ্রীক) অর্থ লুকিয়ে রাখা, গোপন করা। ভালোবাসা অন্যের ত্রুটিগুলি আড়াল করে, বা এগুলি ঢেকে দেয়। (৫) জাহাজটি জল থেকে উঠানো অথবা বৃষ্টিকে ঢেকে রাখার মত সাম্প্রতিকতা বজায় রাখে। (৬)।

---

৫.জোদিয়াটস , ১৩১০।

৬ .মারভিন রিচার্ডসন ভিনসেন্ট, ওয়ার্ড স্টাডিজ ইন দ্যা নিউ টেস্টামেন্ট (বেলিংহাম, ডাব্লিউ এ: লোগোস রিসার্চ সিস্টেমস, ২০০২) , ১ম করিন্থীয় ১৩: ৭।

ভালবাসা সব কিছু বহন করে, মানে আমরা আমাদের শিশুদের সমালোচনা বা অবহেলা এড়িয়ে চলি কারণ তারা আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করকে ব্যর্থ হয়েছে। কখনো কি লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের সন্তানদের বড় করার সময় আমাদেও পিতা মাতার নির্দিষ্ট প্রত্যাশা আছে ? আমরা আশা করিতারা তাদের কথা বলবে, কাজ করবে এবং আমরা তাদের যেভাবে চাই সেভাবে সম্পাদন করবে যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। পিতামাতা সময় নেয়, এটি কাজ,এবং ঈশ্বর প্রদত্ত কাজ। আপনি কি এখনো এটি সত্যই গ্রহন করেছেন? যদি আমরা সাবধান না হই, অসন্তোষ আমাদের অভিভাবকত্বে প্রবেশ করতে পারে। সব কিছু ভালবেসে বোঝা মানে আমাদের পরিচর্যাকে পিতামাতা হিসাবে গ্রহন করা এবং ঐশ্বরীয় ভালবাসার সাথে বিবেচনা করা। এর মধ্যে রয়েছে বাচ্চাদের ব্যর্থতা এবং ত্রুটিগুলি তাদের প্রশিক্ষনের সুযোগ হিসাবে দেখা,সমালোচনা করা, বক্তৃতা দেওয়া নয়।

সত্য একজন পিতা মাতা হওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু আমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমাদের কঠিন সন্তান কি তার প্রতি আমাদের দৈনন্দিন আচরণের মাধ্যমে জানতে পারে যে আমরা সেগুলো গ্রহন করি ? আমরা কি তাদের ভালবাসার এবং সেই দৃঢ় ইচ্ছার মাধ্যমে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি ? তারা কি অতিরিক্ত সময় এবং শক্তি দেওয়ার ইচ্ছা দেখেন ? নাকি তিনি বিশ্বাস করেন যে " মা-বাবা আমাকে পছন্দ করেন না, বা আমার ভাই/বোনের চেয়ে কম পছন্দ করেন ?"

একজন প্রবীন পুরানো প্রবল ইচ্ছাশক্তির কান্ড কি তা বুঝতে পারে না এবং কেন সেই পরিস্থিতি চিন্তা করে প্রতিক্রিয়া শুরু করে সেভাবে কাজ করে, যখন একজন পিতা বা মাতা বলেন,"এই সীমা অতিক্রম করবেন না," তখন তার চিন্তা হল, " আমার যে চিন্তা নেই , আমি তাদের দেখাতে পারি যে আমি করতে পারি" তখন ঈশ্বর তাদের যেভাবে তৈরী করেছেন এবং বিরক্তিকর কাজ শুরু করেন, সেই শিশুটিকে জন্ম দেওয়ার জন্য, আপনাকে ভালবাসে এই বার্তাটি এবং তাদের সময়কাল কম।

পরিবর্তে, আমাদের বলতে হবে,"ঠিক আছে, ঈশ্বর তুমি আমার জন্য এই খচ্চর নিয়ে এসেছ। আমাকে এটা মেনে নিতে হবে এবং এটা আমার নয়, তোমার  শক্তিতে সহ্য করতে হবে।" আপনার রূপান্তর মনে রাখবেন।

**আত্ম -পরীক্ষা - ৭**

প্রভু আপনার সন্তানের মাধ্যমে আপনাকে কী প্রকাশ করেছেন যা ঈশ্বরের নয়, আপনাকে কীভাবে পরিবর্তন হতে হবে ?

---

---

---

---

মনে রাখবেন,আমাদের শিশুরা জন্মগতভাবে বোকা। তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়া এবং ঈশ্বর তাদের দেওয়া ব্যক্তিত্বের প্রতি বিরক্ত না হয়ে তাদের বিভিন্নভাবে সক্রিয়ভাবে ভালবাসা, নির্দেশনা দেওয়া, শেখানো এবং শাসন করা পিতামাতার দায়িত্ব। এই অধ্যয়নের অগ্রগতি হিসাবে, আমরা আপনাকে বাইবেল সরঞ্জাম দেব যাতে আপনার সন্তানদের পরিপক্কতার জন্য এবং তার সবই ঈশ্বরের গৌরবের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

**গভীরে দেখি/** *আরো অধ্যায়ন করি*

নীচের শাস্ত্রপদগুলি থেকে আপনি কোন নীতি অর্জন করতে পারেন যা আপনাকে আপনার অভিভাবকত্বে সাহায্য করবে ?

**রোমীয় ১৫:১পদ,**"*কিন্তু বলবান যে আমরা, আমাদেও উচিত, যেন দুর্বলদেও দুর্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি। " (ই এস ভি)।*

---

---

---

---

**গালাতীয় ৬:২ পদ,** " *তোমরা পরস্পর একজন অন্যের ভার বহন কর; এইরূপে খ্রীষ্টের ব্যাবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন কর।"*

---

---

---

---

**আত্ম-পরীক্ষা - ৮**

ঈশ্বর আপনার সন্তানদেরীকে যে ব্যাক্তিত্ব দিয়েছেন তার কারনে আপনার কি কোন ক্ষোভ রয়েছে ? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
যদি তা হয় তবে সমস্যাগুলি লিখুন এবং তার পরে প্রেমে সাড়া দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করুন।

---

---

---

---

---

---

---

১২) ভালবাসা, আশা এবং বিশ্বাস করে।

সত্য নথি

**বিশ্বাস করা:** এটি পিস্তেও (গ্রীক), এবং এর অর্থ বিশ্বাস রাখা, বা কোন কিছুতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হওয়া। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রত্যাশিত আশার মনোভাব রয়েছে।

প্রেম সবকিছু বিশ্বাস ও আশা করে। এখানে বাইবেলের মূল নিতীটি হ'ল যে, আপনার ভালবাসার অনুভূতিগুলি একজন বিশ্বস্ত কাউকে বলুন, এমনকি যদিও আপনার অনুভুতিগুলি অন্য কিছুও বলে। বিশ্বাস হল একটি ক্রিয়া, যা আমাদেরকাজ করার আহ্বান জানায় তা আমরা যাই অনুভব করি না কেন। আমরা যে সর্বশেষ নিতীটি শিখেছি তা হল সমস্ত কিছু সহ্য করা, বা আমাদের স্ত্রীর ভুলগুলি প্রেমের সাথে ঢাকতে রাজি হওয়া। এখন আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস এবং তাদের জন্য সর্বত্তোম আশা করা উচিত, একটি আশাবাদি মনোভাব রাখা উচিত। আমি অনেক পিতামাতার কাছে শুনেছি," আমার বাচ্চারা মিথ্যাবাদী। আমি যেকোন কিছু রাখতে পারি, যখন তারা মিথ্যা বলে,ওহ।"

আমি প্রায়শই একজন পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করবো "আপনি যখন তাদের প্রতি আপনার আচরনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করেন তখন কি আপনার স্ত্রী বা সন্তানের কাছ থেকে সর্বদা ক্ষমা চান ?" যীশু বলেছিলেন, " *যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব।" **(যোহন ১৪:২১ পদ)।***

দৃষ্টিভঙ্গি যা মিথ্যা হল " সব খারাপ কাজের জন্য মা দায়ী" আমাদের বাচ্চাদের উত্তেজিত করতে পারে এবং তাদের সেই আচরণ চালিয়ে যেতে উস্কে দিতে পারে। হ্যাঁ, মিথ্যা বলা একটি মহাপাপ এবং এটির সংশোধন করা প্রয়োজন, কিন্তু আমরা অন্য সব পাপের চেয়ে উপরে উঠতে পারি না। পরিবর্তে, আমাদের কেবল তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। আপনার একটি নিয়ম থাকতে পারে যেখানে বলা হয়েছে,"যদি আপনি মিথ্যা বলেন,তাহলে পরিণতি দ্বিগুণ হয়।"

আমি দেখেছি যেসব ক্ষেত্রে শিশুরা ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলছে, সেখানে বাবা মাকে প্রথমে পরিবর্তন হতে হবে, তাদের রাগ করা বা আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না এসব বিষয়ে। ভালবাসা সবকিছু আশা করে সন্দেহ করে না। আপনার মানসিক মনোভাব আসলে আপনার সন্তানকে ক্রমাগত সন্দেহ করতে আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে, এমনকি তাদের সাহায্য করার চেষ্টাও ছেড়ে দিতে চায়। তাদের কতবার সংশোধন করতে হবে ? এই মনোভাব, একটি ভালবাসা যা সব কিছু বিশ্বাস ও আশা করে,শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সাথে আপনার স্থায়ী সম্পর্কের মাধ্যমে আসতে পারে।

**গভীরে দেখি /** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত শাস্ত্রপাঠগুলির কোন নীতিগুলো আপনার পিতামাতাকে আশির্বাদিত এবং বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে সাহায্য করবে? এগুলি নির্দিষ্ট করে লিখুন।

**মথি ১৯:২৬ পদ,** " *যীশু তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তাহা মানুষের অসাধ্য বটে কিন্তু ঈশ্বরে সকলই সাধ্য*"।

---

---

---

---

---

---

**২য় করিন্থিয় ৫:৭ পদ,** " *কেননা আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়*"।

---

---

---

---

---

---

**রোমীয় ৫:৫ পদ:,"** *আর প্রত্যাশা লজ্জা জনক হয় না, যে হেতু আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।"*

---
---
---
---
---

**কর্ম পরিকল্পনা - ৪**

এমন কোন বিষয় আছে যা দিয়ে আপনি আপনার সন্তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও আশা করা ছেড়ে দিয়েছেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

যদি তাই হয় তবে সমস্যাগুলি লিখুন এবং প্রভুর সাথে সময় নিন, আপনার অবিশ্বাস নিরাময়ের জন্য তাকে অনুরোধ করুন এবং আপনার সন্তানকে আশ্বস্ত করার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর এই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

---
---
---
---
---
---
---

---

## ৪র্থ সপ্তাহ : ৫ম দিন

১৩) ভালবাসা সব কিছু সহ্য করে

**সত্য নথি:**

**সব কিছু সহ্য করুন:** সহ্য করা, হুপোমেনো (গ্রীক) এর অর্থ সহ্য করা, কষ্টের বোঝা হিসাবে ভোগ সহ্য করা। "এছাড়াও রোগী স্বীকৃতি পান,(৭) যখন এটি আর সহ্য করতে পারে না বা আশা করতে পারে না। (৮)।

*ভালবাসা সব কিছু সহ্য করে*। এই কাজটি ইঙ্গিত দেয় যে ভালবাসা স্থির থাকে, দৃঢ় থাকে এবং তার ভিত্তি ধরে রাখে; লক্ষ্য স্থির করা, ধৈর্য সহ্য করা। এটি কেবল পিতামাতার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, পিতামাতাকে অবশ্যই শিশুকে শক্তিশালী থাততে উৎসাহিত করতে সক্ষম হতে হবে।

---

৭. জোদিয়াটস, ১৪২৪।
৮. মারভিন রিচার্ডসন ভিনসেন্ট, ওয়ার্ড স্টাডিজ ইন দ্য নিউ টেস্টামেন্ট(বেলিংহাম, ডাব্লুএ লোগোস আইজার্ক সিস্টেমস, ইনস্, ২০০২),১ম:করি.১৩:৭।

ভালবাসা হাল ছেড়ে দেয় না, বা একটি শিশুকে বলে যে " আমরা আর এটা নিতে পারছি না!" এভাবেই পরিবারটি অস্থিরভাবে চলে। আমরা তা করতে পারি না। জীবনের সব পরিস্থিতিতে আমাদের সন্তানদের সমর্থন করার জন্য আমাদের বিশ্বস্ত হওয়া দরকার। আমাদের "মাথার খেলা" করা উচিত নয় বা তাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই নেতা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব বজায় রাখতে হবে, ধারাবাহিকভাবে ধৈর্য্যশীলতা অবলম্বন করতে হবে এবং তাদের ভালভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে।

আমার ছেলে জাস্টিন কখনই ঘরের কাজ করতে ঘন্টার পর ঘন্টা মনে করেননি। আমার স্ত্রী বা আমি কেউই এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারি নাই; বড় হওয়ার সময় আমরা দুজনেই বাড়ীর কাজ অপছন্দ করতাম। অন্যদিকে নিক, বাড়ীর কাজ ঘৃনা করতাম এবং এটিকে এড়ানোর চেষ্টা করছিল প্লেগের মত। নিক শুরু থেকে হাই স্কুলের শেষ পর্যন্ত , আমরা যদি তার বাড়ির কাজ করার সময় তার সাথে বসে না থাকি, তবে সে কখনই তা করবে না। সুতরাং প্রতি রাতে আমার স্ত্রী এবং আমি নিকের সাথে প্রায়ই অপ্রীতিকর বাড়ির কাজের সময় ভাগ করে নিই; আমাদের মধ্যে কেউ খাবার শেষ করবে,বা থালাবাসন পরিস্কার করবে, অন্যজন বসে নিকের সাথে বাড়ীর কাজ করবে।

একক মা আমার অফিসে একই অবস্থার অভিযোগ করে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন,"প্রতি রাতে যখন আমি কাজ তেকে বাড়ি আসি, আমি খুব ক্লান্ত, কিন্তু যদি আমি আমার ছেলের সাথে না বসে থাকি, সে শুধু একঘন্টার মূল্যান বাড়ীর কাজ তিন ঘন্টায় করে। রাতে আমি চিৎকার করছি এবং সে পরিবর্তন হবে না। এটা হাস্যকর।" তারপর তিনি তুলনা করলেন যা আমাদের পিতা-মাতা হিসাবে কখনই করা উচিত নয়, তিনি বলেন," আমার বড় ছেলের সাথেআমাকে কখনই বসতে হয়নি; সে বাড়িতে আসে এবং এটি করে। আমি খুব বিরক্ত, আমি এটা ঠিক করার জন্য কি করব ?"

আমি শান্তভাবে উত্তর দিলাম," বসুন এবং তার সাথে তার বাড়ীর কাজ করুন।" তিনি বললেন,"কিন্তু আমার তো তাকে প্রশিক্ষন দেওয়ার কথা নয়?" আমার উত্তর ছিল, "হ্যাঁ,কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাকে তার প্রয়োজন।"

তার কাজগুলো বলছে,"মা, তোমাকে আমার সাথে বসতে হবে, আমার তোমার সাহায্য দরকার,এক্ষেত্রে আমার তোমার নির্দেশনা প্রয়োজন।" আমি তাকে বলেছিলাম," তুমি তাকে তোমার বড় ছেলের সাথে তুলনা করতে পারবে না। পরিবর্তে নিজেকে বোঝান আমার ছেলের সাথে এই সময় কাটাতে হবে এবং তাকে বাড়ীর কাজে সাহায্য করতে হবে। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমার কাছে যা তুমি করছ?" এই অসহায় মহিলাটি তার ছেলের সাথে বাড়ীর কাজ করার পরিবর্তে প্রথম আট বছর তার ভাইয়ের সাথে তুলনা করে এবং প্রতি রাত রাগান্বিত হয়ে কাটিয়েছেন।

আমাদের বাচ্চাদের সাথে এই পরিস্থিতি সহ্য করতে হবে। যেসব শিশুরা সংগ্রাম করে বা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাদের জন্য সময় ও শক্তি বেশী লাগে। পিতামাতার কাছে আমার প্রশ্ন হল," ঈশ্বর আপনাকে যে সন্তান াদয়েছেন এবং যে মন্ত্রনা তিনি আপনার সামনে রেখেছেন আপনি কি তা গ্রহন করেন ?" আপনি যদি তাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং অভিযোগ করা বন্ধ করেন তবে তিনি আপনাকে এটি করার শক্তি দেবেন।

আমাদের বাচ্চাদের সহ্য করার আরেকটি উপায় হল মানসম্মত সময় কাটানো। আপনি আপনার সন্তানের সাথে কতটা সময় একসাথে কাটান? এখানে সৃজনশীল প্রচেষ্টা লাগে,বিশেষ করে তারা যখন বয়স্ক হয়। যখন তারা ছোট ছিল তখন এটি সহজ ছিল কারণ তারা আপনাকে অনুস্মরন করবে। একটি পরিবার হিসাবে আমরা প্রায়ই বহিরাঙ্গন কার্যক্রম উপভোগ করতাম। বাচ্চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের কার্যকলাপের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে যা পিতামাতার অন্তর্ভুক্ত নয়! এটি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা থেকে সাবধান,এটি দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অভিভাবকত্ব একটি জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা নয়; আমরা সর্বদা তাদের পিতামাতা হব, যা কখনই পরিবর্তন হবে না, তবে সম্পর্ক পরিবর্তিত হবে।

আমাদের বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানোর জন্য, তারা যেখানে আছে তাদের সাথে আমাদের দেখা করতে হবে, এবং তারা যে ক্রিয়াকলাপ স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করে তাতে যোগ দিতে ইচ্ছুক হতে হবে। নিক এবং আমি দুজনেই খুব শারীরিক,তাই আমরা একসাথে যেসব কার্যক্রম উপভোগ করি তা খুঁজে বের করা সহজ ছিল। কিন্তু জাস্টিনের সাথে একাট ভিন্ন গল্প ছিল। আমি সবসময় সক্রিয় ছিল। জাস্টিন পড়তে,ধাঁধা করতে,খেলা খেলতে এবং অভিনয় উপভোগ করতে পছন্দ করে। তার সাথে কাটানোর জন্য আমাকে এসব মানিয়ে নিতে হয়েছিল। কয়েক বছর আগে আমি পাল তোলার শখ করেছিলাম এবং জাস্টিন আমার সাথে যেতে শুরু করেছিল। প্রথমে সে উত্তেজিত ছিল না, কিন্তু আমরা একসাথে এটি করতে অনেক ঘন্টা ব্যয় করেছি। বেশিরভাগ সময় এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ ঘটে না। এটি আমাদের উপর দায় চাপায়। এবং মনে রাখবেন, ভালবাসা বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করে না; আমরা বাচ্চাদের সাথে এই জিনসগুলো করি কারণ আমরা তাদের ভালবাসি। যীশু আমাদের উদাহরণ।

> **মথি ২০:২৮ পদ বলে,"***যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই,কিন্তু পরিচর্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।"*

আমার মেয়ে, কেটি, ট্রাম্পোলিনে ঝাঁপ দিতে পছন্দ করেছিল। শুরুতে আমি ফ্লিপস এবং টুইর্লস করতে পাতাম, যখন তার বয়স ৭ বছর প্রায় পনের মিনিট ধরে সে লাফাতো এবং আমার বয়স্ক হাঁটু সেটি সামলাতো। কিন্তু আমি তার জন্য সহ্য করেছি এবং মানিয়ে নিয়েছি। যদি আমরা আমাদের সন্তানদের ভালবাসি তাহলে তাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের সময় দিতে হবে।

## কর্ম পরিকল্পনা - ৫

একটু সময় নিন, আপনার প্রতিটি সন্তান যেসব ক্রিয়াকলাপ উপভোগ করে তার কিছু লিখুন, ধারণার জন্য নীচের তালিকা দেখুন।

---
---
---
---
---
---
---
---
---

আপনি কাদের সাথে এই ক্রিয়াকলাপ উপভোগ করতে কত সময় ব্যয় করেন ? আপনি যদি তার সাথে কাটানোর কোনদিন না লিখে থাকেন,তাহলে একটি অঙ্গীকার করুন।

---
---
---

আপনি কি আপনার বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাচ্ছেন ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

আপনি কি এমন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহন করতে ইচ্ছুক যা আপনি সাধারণত আপনার বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানোর জন্য বেছে নেবেন না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

এখনই থামুন এবং প্রার্থনা করুন, ঈশ্বরের কাছে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং সাহায্য প্রার্থনা করুন। যদি বিবাহিত হন তবে আপনার পত্নীর সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করুন এবং আপনার সন্তানের সাথে একসাথেবেশি সময় কাটানোর জন্য আপনি যা করতে পারেন তা লিখুন। আপনি শুরু করার জন্য নীচের প্রস্তাবিত কার্যক্রম তালিকা ব্যবহার করতে পারবেন।

---
---
---
---
---
---
---

প্রস্তাবিত ক্রিয়াকলাপ

| | | |
|---|---|---|
| হাইকিং | কায়াকিং | ঘুড়ি উড়ানো |
| সাঁতার কাঁটা | সেলাই বা কারুশিল্প | ডুব দেওয়া |
| সাইকেল চালানো | কুকুরের সাথে হাঁটা | নৌকা চালানো |
| পর্বতে সাইকেল চালানো | বোর্ড খেলা | ডোঙ্গা বাওয়া |
| বাজার ঘোরা | তাস খেলা | মাছ ধরা/বড়শি বাওয়া |
| পাহাড়ে ওঠা | কম্পিউটার গেম | সার্ফিং |
| খেলাধুলার সময় | বরফের উপরে চলা | চা উৎসব |
| ট্রাম্পোলিনে ঝাঁপ দেওয়া | ছবি, খেলা, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদি | |

এগুলি আমার নিজের পরিবারের পাশাপাশি অন্যদের সাথে আমার পরামর্শের উদাহরণ। ১ করিন্থীয় ১৩ এর বাইবেলের সত্যগুলি কীভাবে থাকতে পারে সে সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই প্রভুকে আপনার সাথে কথা বলতে দিতে হবে। আপনার বাচ্চাদের এবং তাদের অনন্য প্রতিভা এবং আগ্রহ পর্যবেক্ষন করুন, এবং আমি নিশ্চিত যে আপনি এই তালিকায় আপনার নিজের ক্রিয়াকলাপ যুক্ত করতে পারেন। মনে রাখবেন, এই একসঙ্গে সময় প্রেমের জন্য এবং যেমন, আপনার নিজের চেয়ে আপনার সন্তানের স্বার্থের জন্য আরো বেশি প্রস্তুত হতে পারে!

## অপ্রাকৃতিকভাবে যা আসে তা করুন

অনেক সময়, আমাদের সন্তানদের বড় করার  সমস্যাগুলি অজ্ঞতা এবং অবাধ্যতা থেকে আসে; আমরা জানি না কিভাবে তাদের সঠিকভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হয়, অথবা কিভাবে তাদের ব্যর্থতা, মূর্খতা এবং তাদের পছন্দগুলি দেখতে হয়। কিন্তু, যখন আমরা তাদের সাথে ঐশ্বরিক প্রেমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিখব,ঐশ্বরীয় শৃঙ্খলার নীতিগুলি প্রয়োগ করব এবং একটি দল হিসাবে একসাথে কাজ করব, তখন আমাদের অনেক হতাশা দূর হবে।

ভালবাসা হার মানে না। যখন কেউ আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তখন ঈশ্বর আপনাকে প্রাকৃতিকভাবে নয়, অতিপ্রাকৃতভাবে যা করতে পারেন তা করার ক্ষমতা দিতে পারেন। যখন কেউ আমাদের প্রত্যাশা পূরন করে না, তখন আমাদের দেহে প্রতিক্রিয়া জানাতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর বলেন,"না, **আমার** মন্ত্রী হিসাবে, আমি চাই আপনি একটি অতিপ্রাকৃত **উপায়ে** সাড়া দিন।" আমাদের উদাহরণ খ্রিষ্টের মধ্যে, এবং যেভাবে তিনি আছে এবং সর্বদা আমাদের সাড়া দেবে।

> **ইফিষীয় ৪:২৯-৩২ পদ,**"*তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক, কিন্তু প্রয়োজন মতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ বাহির হউক, যেন যাহারা শুনে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দান করা হয়। আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা তোমার মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সর্বপ্রকার কটুকাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ, নিন্দা এবং সর্বপ্রকার হিংসা তোমাদেও হইতে দূরীকৃত হউক। তোমরা পরস্পর মধুর স্বভাব ও করুনচিত্ত হও,পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।"*

এই অনুচ্ছেদটি বর্ননা করেন যে ঈশ্বর আমাদেরকে অভিভাবক মন্ত্রী হিসাবে প্রেমের জন্য ডেকেছেন। মনে রাখবেন,যদি ঈশ্বর আমাদেরকে এমন আদেশ দেন যে তিনি আমাদের তা পূরণ করতে সক্ষম না হন,তাহলে তা তাকে মিথ্যাবাদী বানাবে। কিন্তু তিনি মিথ্যা বলেন না। যদি আমরা নিরুৎসাহিত হই,ব্যর্থ হই বা এই সবগুলোকে খুব কঠিন মনে করি, ঈশ্বর চান না যে আমরা নিন্দিত হই। বরং তিনি চান যে আমরা প্রার্থনা করি, তাঁর কাছে আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের যেভাবে ভালবাসতে হবে সেই ক্ষমতা চাই। তিনি আমাদের বলেন," --- *তুমি আমার নামে পিতার কাছে যা চাইবে, আমি তোমাকে দেব।" **(যোহন ১৬:৩৩)***

এটা সত্য যে, ঈশ্বর আমাদের বাবা মা হতে বেছে নিয়েছেন, আমরা কতটা নির্বোধ ও স্বার্থপর। কিন্তু আমরা এইভাবে থাকব এই ধারনা নিয়ে তিনি তা করেন না। তিনি আমাদের অতিপ্রাকৃত বাক্য প্রদান করেন, কিন্তু আমাদের অবশ্যই এটি খনন করতে হবে এবং  বিশ্বাসের একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে, যাতে শব্দটিআমাদের হৃদয়কে রূপান্তরিত করতে পারে। এবং ঈশ্বর সর্বদা উপস্থিত আছেন আমাদের সফল হতে সাহায্য করতে, আমাদের গাইড করতে এবং ক্ষমতায়নের জন্য। তিনি আমাদের বিজয় ঘোষনা করেন, তাঁর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে যখন তিনি বলেন," যিনি আপনাকে শক্তি দেন,তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।" **(ফিলিপীয় ৪:১৩)**

ঈশ্বরের প্রশংসা করুন!

## ৫ম সপ্তাহ : প্রেমময় যোগাযোগ - পর্ব ৩

---

### ৫ম সপ্তাহ : ১ম দিন

ভূমিকা : যোগাযোগ প্রয়োজনীয়

সত্য নথি

**যোগাযোগ :** যোগাযোগের কাজ হল চিন্তা, বার্তা বা তথ্যের আদান প্রদান। (১)

একটি শব্দ না বলে যোগাযোগ করা সম্ভব ; যাইহোক, শোনা ছাড়া ও সত্যি যোগাযোগ করা অসম্ভব। যখন ঈশ্বর আমাদের দুটি কান দিলেন. তখন তিনি শুধু আমাদের মুখমন্ডল বানানোর চেয়ে বেশি মনে রেখেছিলেন। আমাদের একটি ভাল কারণে দুটি কান এবং একটি মুখ আছে।

যদি যোগাযোগের জন্য শোনার প্রয়োজন হয়, তবে এটিতে মনোযোগী হওয়াও জড়িত। সুতরাং, আমাদের বাচ্চাদের সাথে প্রেমময় যোগাযোগ অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই তাদে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। যেহেতু শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের প্রয়োজন এমন পরিস্থিতি পিতামাতা এবং শিশু উভয়ের মধ্যেই তীব্র আবেগ তৈরী করতে পারে, তাই বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগের প্রভাবগুলি বিবেচনা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

### যোগাযোগের উপায়

১. দৃশ্যত

সবচেয়ে শক্তিশালী যোগাযোগ মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, অথবা শিশুরা আমাদের মুখে যে বার্তাগুলি দেখে তার পরিসংখ্যান বলে যে এটি আমাদের যোগাযোগের ৫৫ শতাংশ, তাই আমরা যখন মুখের অভিব্যক্তিগুলি সম্পর্কে খুব সচেতন থাকব আমাদের বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত।

আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিই যে আপনার বাচ্চাদেও সাথে পিছনের সিটে এক রাতে বাসায় গাড়ি চালানোর সময় যখন কেউ আপনার সামনে কেটে দিয়ে আপনাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। আপনি হতাশার সাথে বলছেন,"ওহ, আপনি বোকা , শূন্য, শূণ্য, শূন্য।" তখন আপনার মুখে রাগের প্রতিফলন ঘটে।

---

১.ওয়েবস্টারের দ্বিতীয় নিউ রিভারসাইড অভিধান সংশোধিত সংস্করণ, অফিস সংস্করণ, হাটন মিফলিন কোম্পানী, ১৯৯৬।
২.আলবার্ট মেহরাবিয়ানের নিয়ম দেখুন, http://www.businessballs.com/mehrabiancommunications.htm.

যখন আপনি বাড়িতে পৌঁছান, বাচ্চারা কুকিজ এবং ক্যান্ডি খাওয়ার জন্য চেঁচামেচি করছে এবং বিছানায় উঠতে চায় না। তুমি তাদের একবার বলো,"বিছানায় যাও", এবং তারা তা করবে না, তাই তুমি সেই একই রাগী মুখের অভিব্যক্তি পরিয়ে দাও যেটা যখন লোকটি তোমাকে কেটে ফেলে চিৎকার করে,"আমি তোমাকে এখনই তোমার বিছানায় উঠতে বলেছি!" সেই মুহূর্তে আপনার বাচ্চাদের উপলব্ধি হল যে আপনি তাদের দেখেন বা তাদের মূল্য দেন, যেভাবে আপনি সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে করেছিলেন যে আপনাকে প্রায় রাস্তা থেকে ছুড়ে ফেলেছিল। ওহ! আমাদের মুখের অভিব্যক্তিগুলি পাপী এবং অপ্রিয় হতে পারে এবং আমরা যা যোগাযোগ করি তার একটি প্রধান অংশ: তাকানো, ঝলকানি ইত্যাদি আমাদের মুখ দিয়ে "আমরা কি বলি" তা দেখতে হবে।

সত্য নথি

**মুখোমুখি:** (হিব্রু) পানিয়াম,মুখের আক্ষরিক অর্থ আছে (আদিপুস্তক ৪৩:৩১; ১রাজাবলি ১৯:১৩), কিন্তু এর অর্থ হল একজন ব্যক্তির মেজাজ বা মনোভাবের প্রতিফলন, যেমন প্রতিবাদী (যিরমিয় ৫:৩); নির্মম (২ বিবরনী ২৮:৫০); আনন্দিত (ইয়োব ২৯:২৪); অপমানিত (২ শমূয়েল ১৯:৫); আতঙ্কিত (যিশাইয় ১৩:৮)। ধর্মগ্রন্থ আমাদেরকে একটি খারাপ মুখের উদাহরণ দেয় (মথি ৬:১৬); এবং একটি ভাল (গীতসংহিতা ৪:৬)।

**শৃঙ্খলা চলাকালীন রাগী চেহারা কি আপনার জন্য সাধারণ ?** ☐ **হ্যাঁ** ☐ **না**

## গভীরে দেখি / *আরো অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত পদগুলি পড়ুন এবং লিখুন কিভাবে সেগুলি আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। তারপর প্রত্যেকটির জন্য ঈশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনা লিখুন, তিনি যেন আপনাকে এটি পরিবর্তন করতে সাহায্য করেন। সুনির্দিষ্ট হতে মনে রাখবেন।

**হিতোপদেশ ২৫:২৩ পদ,"***উত্তরীয় বায়ু বৃষ্টির উৎপাদক, তেমনি অপবাদকারী জিহ্বা ক্রোধদৃষ্টির উৎপাদক।***"**

---
---
---
---

**হিতোপদেশ ১৪:২৯ পদ,"***যে ক্রোধে ধীর, সে বড় বুদ্ধিমান; কিন্তু আশুক্রোধী অজ্ঞানতা তুলিয়ে ধরে।***"**

---
---
---
---

**যাকোব ১:১৯-২০ পদ,"***হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইহা জ্ঞাত আছ। কিন্তু তোমাদের প্রত্যেক জন শ্রবণে সত্বর, কথনে ধীর, ক্রোধে ধীর হউক, কারণ মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে না।***"**

---
---
---
---

হিতোপদেশ ২৯:২২ পদ "কোপন-স্বভাব ব্যক্তি বিবাদ উত্তেজিত করে, ক্রোধী ব্যক্তি বিস্তর অধর্ম করে।"

---

---

---

---

২। কণ্ঠস্বর

আমাদের কণ্ঠস্বরে যোগাযোগের ৩৮ শতাংশ রয়েছে। যখন আমরা কণ্ঠস্বর উচ্চ করি বা শৃঙ্খলায় আনছি তখন আমরা রাগান্বিত ভাবে যোগাযোগ করছি। এই সম্পর্কে চিন্তা করুন: আমরা যদি মুখের অভিব্যক্তি এবং স্বর একত্রিত করি, আমরা ৯৩ শতাংশ পাই! সুতরাং যখন আমরা রাগ, বিরক্তি বা হতাশার সাথে আমাদের মুখোমুখি হচ্ছি এবং আমাদের কণ্ঠস্বর বাড়িয়ে তুলি, তখন আমরা একটি অপমানজনক, পাপী উপায়ে কমপক্ষে ৯৩ শতাংশে যোগাযোগ করছি, কেন আপনি বাবা-মা হয়ে এত বেশি এই কাজ করছেন এবং এমনকি এটি তাদের শৃঙ্খলার একটি অংশ তৈরী করছেন ? কোথা থেকে এসেছে ? আমাকে বলুন কোথা থেকে এটি এসেছে: এটি আমাদের মাংস এবং শয়তান থেকে আসে। পিতা মাতা থেকে এই ধরনের যোগাযোগ অনেক জীবন ধ্বংস করেছে। মনে রাখবেন, যাকোব ১: ২০ পদ বলে, *" কারন মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে না।"* আপনি যদি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন তবে আপনার স্বর এবং আপনার মুখের ভাবমুর্তিগুলির পিছনে একটি মনোভাব হয় (অর্থাৎ, কিছু জিনিসের দিকে মনের অবস্থা) রয়েছে। রাগ যখন আপনার অনুভূতি এবং আবেগের সাথে প্রতিক্রিয়ায় মিস্রিত হয়, তখন প্রেমের পরিবর্তে রাগটিই সাড়া দেয়।

## আত্ম -পরীক্ষা -১

শৃঙ্খলা চলাকালীন আপনার কণ্ঠস্বর উত্থাপন করা কি সাধারণ ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

যদি তাই হয়, তাহলে একটু সময় নিন এবং প্রভুর কাছে অনুতাপের প্রার্থনা লিখুন।

---

---

---

---

---

৩। মৌখিকভাবে

আশ্চর্যজনকভাবে, মৌখিক যোগাযোগ সমস্ত যোগাযোগের মাত্র ৭ শতাংশ। যারা বক্তৃতা দেওয়ার বদ অভ্যাসটি বেছে নিয়েছেন তাদের জন্য এই ঘটনাটি আপনাকে ছাড়তে সাহায্য করতে পারে। আপনি যদি বক্তৃতা করেন তাহলে আপনার সব শিশুরা শুনবে ব্লা, ব্লা, ব্লা ব্লা। এই খারাপ অভ্যসটি আপনার ভাল সম্পর্ক এবং আপনার প্রভাব উভয়কেই নষ্ট করে দেয়।

তারা কি ভুল করেছে এবং শৃঙ্খলা কি তা জানা শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনি তাদের উদ্দেশ্য কী তা বুঝতে পারছেন বা এটি কীভাবে তাদের ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করতে পারে তার দীর্ঘ ব্যাখ্যা কার্যকর শৃঙ্খলা নয় এটি বক্তৃতা করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাবা-মা কেবল বাষ্প উড়িয়ে দিচ্ছেন বা তাদের সন্তানদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে চাইছেন যাতে তারা তাদের সন্তানের পিতা-মাতার দায়িত্ব পালন করে কিন্তু এটি ভুল পাপের উদ্দেশ্য।

---

৩। মেহেরাবিয়ানদের নিয়ম।

৪ । মেহেরবানিয়ানদের নিয়ম।

যেমনটি আমি আগে পরামর্শের সময় বাব-মাকে একটি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, " গড়ে প্রতিদিন অপনার সন্তানদের এক এক জনের সাথে যোগাযোগের কত বয়সের কত শতাংশ ইতিবাচক, এবং কত শতাংশ নেতিবাচক ?"

**নেতিবাচক যোগাযোগের মত ...**

> *" এটা করো না, তুমি কেন এটা করেছো?, আমি তোমাকে তোমার ঘর পরিষ্কার করতে বল্লাম। তোমার বোনকে একা ছেড়ে দাও আবর্জনাগুলি নিয়ে যাও।"*

যদি একজন পিতা - মাতা প্রতিদিন সন্তানদের একজনের পর একজনের সাথে এভাবে দশ মিনিট নেতিবাচক যোগাযোগ করে এবং তা ৭৫ শতাংশ হয়, তবে কতটুকু ইতিবাচক যোগাযোগ হচ্ছে ?

**ইতিবাচক যোগাযোগের মত .....**

> *" তোমাকে সুন্দর লাগছে, আজ স্কুল কেমন ছিল। তোমার বন্ধুরা কেমন আছে। আজ রাতে তুমি কি খেতে চাও ?"*

বাবা-মা শিশুর জীবনে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। প্রাথমিকভাবে আপনাকে আদেশ দেন, অথবা আপনাকে বক্তৃতা দেন, অভিযুক্ত করেন এবং আপনার সাথে কথা বলেন, তাহলে আপনি কি ভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে শুরু করবেন ?

আমি আগেই বলেছি, অনেক কিশোর আমাকে বলে, "আমার বাবা-মা আমাকে ভালবাসেনা, এবং তারা আমাকে পাত্তা দেয় না।" অনেকেই এটি বিশ্বাস করেন কারন তাদের বাবা-মা চলমান ভিত্তিতে নেতিবাচক বা পাপপূর্ণভাবে যোগাযোগ করছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এতগুলি শিশু স্ব-মূল্য নিয়ে লড়াই করছে। একটি সন্তানের আত্ম-মূল্য আসে তার বাবা-মা কীভাবে তাদের প্রতি ভালবাসা, যত্ন এবং মূল্য দেখায়। যখন আপনি এবং আমি দৈনিক ভিত্তিতে ঈশ্বরকে ভুলভাবে উপস্থাপন করি, আমরা যা তৈরি করি তাকে আমি EDTNI উপস্বর্গ বলি: নেতিবাচক ব্যাবহারের মাধ্যমে আবেগগতভাবে বঞ্চিত। অনেক সন্তানেরা এই নিয়ে লড়াই করছে। এবং যারা সবচেয়ে বেশি নেতিবাচকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তারা তাদের আঘাতের মোকাবিলা করার সময় সব ধরনের পাপী প্রলোভনে নতি স্বীকার করে। অবশেষে, যখন তারা বাবা-মা হয়, তারা প্রায়ই তাদের নিজের সন্তানদের সাথে একই নেতিবাচক আচরণের পুনরাবৃত্তি করে।

## আত্ম - পরীক্ষা - ২

আপনার সন্তানদের সাথে আপনার সম্পর্ক বিবেচনা করার জন্য একটু সময় নিন। প্রতিদিন প্রতিটি সন্তানের সাথে এক এক করে আপনার কত মিনিট এবং সেই যোগাযোগের কত শতাংশ নেতিবাচক এবং ইতিবাচক রয়েছে তা লিখুন।

---
---
---
---
---
---
---
---
---

অনেক প্রাপ্তবয়স্ক এখনও তাদের পিতা-মাতার কাছ থেকে নেতিবাচক আচরনের কারনে মানসিক ক্ষতের সাথে লড়াই করছে। যদি এটি আপনার সাথে একটি দড়ির আঘাতের মত মনে হচ্ছে, একটু সময় নিন এবং 'পরিশিষ্ট- প', দেখুন, বাইবেলীয় ক্ষমা এবং পুনর্মিলন নীতি, যেখানে আপনি বাইবেলের ক্ষমা এবং কিভাবে আপনার পিছনে স্থায়ীভাবে রাখা সম্পর্ককে জানতে হবে।

**৫ম সপ্তাহ : ২য়ঃ দিন**

## প্রেমের যোগাযোগ

**১। এটি হৃদয়ের সাথে শুরু হয়**

নীচের শাস্ত্রপাঠে হৃদয় সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে তা ধীরে ধীরে কয়েকবার পড়ুন।

**মথি ১৫:১৮ পদ,** *"কিন্তু যাহা যাহা মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণ হইতে আইসে, আর তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে।"*

**মথি ১২:৩৫ পদ,** *" ভাল মানুষ ভাল ভান্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভান্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে।"*

বাইবেলের মূল্যবান নীতি রয়েছে যা আমরা এই অনুচ্ছেদে যীশুর শিক্ষা থেকে শিখতে পারি। **মথি ১৫: ১৮-এ** , যীশু বলেছেন যে আপনার মুখ থেকে বের হওয়া শব্দগুলি আপনাকে এবং অন্যদেরকে অপবিত্র করতে পারে।

**সত্য নথি**

**অপবিত্র** - মানে দূষিত করা, অশুদ্ধ করা; অথবা দুর্নীতিগ্রস্থ ।

আমাদের মুখ থেকে যা বের হয় তা নিয়ে ঈশ্বর খুব উদ্বিগ্ন, কিন্তু তার চেয়েও বড় বিষয় হল দুষ্টের উৎস। **মথি ১৫: ১৯** এ, ঈশ্বর আমাদের হৃদয় থেকে আসতে পারে এমন অনেক খারাপ চিন্তা এবং কাজ প্রকাশ করেন। আমাদের যা দরকার হল হৃদয়ের রূপান্তর **( রোমীয় ১২:১-২)** , যাতে আমাদের মুখ থেকে যা বের হয় তা ভাল হয়।

**রোমীয় ১২: ১-২ পদ,** *"অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা। আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নতুনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি; যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।"*

মথি ১২:৩৫ পদে বলেছে যে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে একটি ধন আছে, যা ভাল বা মন্দ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে, ধন মানে মনের ভান্ডার; যেখানে চিন্তা এবং অনুভুতি রাখা হয়। আমাদের অনেকেরই *"মন্দ সম্পদ"* বা সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়নি। হ্যাঁ, যখন আমরা রক্ষা পাব তখন আমাদের একটি নতুন হৃদয় আছে ( যিহিস্কেল ১১:১৯; ১৮:৩১; ৩৬:২৬, ২ করিন্থীয় ৫:১৭), কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মন্দ যোগাযোগের পুরানো অভ্যাসগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া আছে যেহেতু আমরা খারাপকে প্রত্যাখ্যান করি এবং "ভাল ধন " গড়ে তুলি। এটি আমাদের শক্তিশালী ভিত্তির উপর নির্মানের ধারণার দিকে ফিরে যায়। আমরা যখন আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য ঢুকিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার সন্ধান করি, তখন অনুমান করেন যে কী বের হতে চলেছে? ভাল জিনিস দিনে দিনে যখন আমরা অধ্যয়ন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মেলামেশা করছি, তখন আমরা আমাদের "ভাল ধন" তৈরী করছি। কেবলমাত্র বাক্যই আমাদের ভাল এবং মন্দের সংজ্ঞা দিতে পারে এবং একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের হৃদয়কে সত্যিকারভাবে পরিবর্তন করতে পারেন।

## গভীরে দেখি/ *আরো অধ্যায়ন করি*

ভাল এবং মন্দ ধনগুলির উদাহরণ এবং প্রতিটির ফলাফল উল্লেখ করে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন।

**গীতসংহিতা ১১৯: ১১ পদ,"***তোমার বচন আমি হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।"*

---
---
---
---
---

**গীতসংহিতা ৩৭: ৩০ পদ,"** *ধার্মিকের মুখ জ্ঞানের কথা বলে, তাহার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা কহে।"*

---
---
---
---
---

**হিতোপদেশ ১০: ২০ পদ,"** *ধার্মিকের জিহ্বা উৎকৃষ্ট রৌপ্যবৎ, দুষ্টদের অন্তঃকরণ স্বল্পমূল্য।"*

---
---
---
---
---

**হিতোপদেশ ১২:৬ পদ,"***দুষ্টগণের কথাবার্তা রক্তপাতের জন্য লুকাইয়া থাকামাত্র; কিন্তু সরলদের মুখ তাহাদিগকে রক্ষা করে।"*

---

---

---

---

**কর্ম পরিকল্পনা - ১**

এই অধ্যয়নের শুরু থেকে, আপনার দৈনন্দিন ভক্তির সময় কেমন ছিল ? এটা কি অর্থবহ ? □ হ্যাঁ □ না , এটা কি সঙ্গতিপূর্ণ ?
□ হ্যাঁ □ না ।

যদি না হয় একটি প্রতিশ্রুতি এবং পরিবর্তন করার পরিকল্পনা লিখুন।

---

---

---

---

---

---

২. এটি অন্যদের আমাদের মূল্য থেকে আসে

প্রেমময় যোগাযোগ খ্রিষ্ট-কেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক নয়। এটি অন্য ব্যক্তির মূল্য নির্ধারনের সিদ্ধান্ত। "*দেখুন, শিশূরা প্রভুর একটি উপহার*" **(গীতসংহিতা ১২৭:৩** এন এ এস বি)। উপহার শব্দটিও ঐতিহ্য (এন কে জে ভি, ই এস ভি) অনুবাদ করা হয়, যা একটি উইল, বা আইনি নথির মাধ্যমে উত্তরাধিকার ( অর্থাৎ সম্পত্তি) **(যিহিস্কেল ৪৮: ২৯**) হিসাবে এমন কিছু প্রস্তাব করে। এই ক্ষেত্রে, এটা বাচ্চাদের যে আমাদের প্রভু দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এর মানে হল যে বাচ্চারা একটি উপহার, এবং কিশোর এবং সেই শিশুরাও যারা জৈবিকভাবে আপনারা নয়।

অন্যদের মূল্যায়ন করার একটি উদাহরণ দেই। আপনি যদি আপনার পালককে রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রন জানান, তার আসার আগে আপনি কি তার প্রিয় খাবারটি জানতে পারবেন? আপনি কি নিশ্চিত হবেন যে আপনার ঘরটি পরিস্কার ? আপনি কি সাবধানে ভুল কথা বলবেন না যাতে আপনি তাকে অপমান না করেন? আপনি কি নিশ্চিত হবেন যে আপনার বাচ্চারা কীভাবে আচরণ করবে? আপনি কেমন সাজবেন? অবশ্যই , আপনি আপনার সেরা পা এগিয়ে রাখবেন কারণ আপনি আপনার পালককে মূল্য দেন। আমি নিশ্চিত যে আপনার যাজক একজন ভাল লোক এবং মূল্যবান কিন্তু আপনার সন্তানদের চেয়ে বেশী নয়।

আমাদের বাচ্চারা বোবা নয়; তারা জানে যখন আপনি তাদের অবমূল্যায়ণ করছেণ। দুঃখের বিষয়, অনেক পিতামাতা তাদের কর্ম বিবেচনা করে না। এটা ঠিক নয়। কাউকে মূল্যায়ন করা একটি পছন্দ, এবং ঈশ্বরের বাক্য বলেছে শিশুরা ঈশ্বরের একটি উপহার। যেহেতু তিনি আমাদের বাচ্চাদের উপর উচ্চমূল্য দিয়েছেন, আমাদের অবশ্যই তাদের সাথে সবসময় এমন আচরণ বেছে নিতে হবে, যখন আমরা ক্ষমা চাইব না তখন দায়িত্ব নিতে হবে।

**গভীরে দেখি /** *আরো অধ্যায়ন করি*

নিচের শাস্ত্রপদগুলি পড়ুন এবং সন্তানদের প্রতি পিতামাতার মনোভাব লিখুন।

**আদিপুস্তক ৩৩:৩-৪ পদ,"***পরে আপনি সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার ভূমিতে প্রনিপাত করিতে করিতে আপন ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন এষৌ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিলেন, এবং উভয়েই রোদন করিলেন।"*

---

---

---

---

**আদিপুস্তক ৪৮:৮-৯ পদ,** "পরে ইস্রায়েল যোষেফের দুই পুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে? যোষেফ পিতাকে কহিলেন, ইহারা আমার পুত্র, যাহাদিগকে ঈশ্বর এই দেশে আমাকে দিয়াছেন। তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, ইহাদিগকে আমার কাছে আন, আমি ইহাদিগকে আশীর্বাদ করিব।"

---

---

---

---

**আত্ম-পরীক্ষা- ৩**

এমন কোন সময় বা পরিস্থিতি আছে যখন আপনি আপনার আচরণ দ্বারা আপনার সন্তানদের অবমূল্যায়ন করেছেণ? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
যদি তাই হয় তবে সময় বা পরিস্থিতিগুলি লিখুন এবং তারপর ঈশ্বরের কাছে আপনাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করুন, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ধার্মিক হওয়ার জন্য পরিবর্তন করুন।

---

---

---

---

---

৩। এটি একটি শিক্ষার দক্ষতা

প্রেমময় যোগাযোগ খ্রিষ্টকেন্দ্রিক হওয়ার একটি পছন্দ। বাইবেল আমাদের নির্দেশ দেয় "প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে পরিধান করো।" **(রোমীয় ১৩:১৪)**। এটি একটি আদেশ এবং দায়িত্ব। খ্রিষ্টের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটি সিদ্ধান্ত আমাদের সব সময়ই করতে হবে যে আমরা এটি পছন্দ করি বা না করি। এই ধরনের ভালবাসা কেবল তাঁর কাছ থেকে আসতে পারে যা আমাদের শক্তিশালী ভিত্তিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। **১ যোহন ২:১০ পদ** বলে,"*যে আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সে জ্যোতিতে থাকে, এবং তাহার অন্তরে বিঘ্নের কারণ নেই।"* আলোতে থাকা মানে খ্রিষ্টের সাথে থাকা, যার অর্থ নিজের ইচ্ছার কাছে মারা যাওয়া এবং খ্রিষ্টের ইচ্ছার কাছে আরো জীবিত হওয়া।

অনেক বাবা-মা জানে যে তাদের সন্তানদের সাথে পাপপূর্ণ যোগাযোগ বন্ধ করা দরকার, তবুও এটি সম্পর্কে কিছুই করবেন না। এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা যে আমরা প্রেমের যোগাযোগ করি, তাই তাকে আমাদের পরিবর্তন করতে বলা একটি নিশ্চয়তা যে তিনি এটি আনতে কাজ করবেন। শাস্ত্র বলে," ধার্মিকের হৃদয় উত্তর দেয় কিভাবে অধ্যয়ন করে"(**হিতোপদেশ ১৫:২৮**), ইঙ্গিত করে যে ধার্মিক যোগাযোগ শেখা এবং ইচ্ছাকৃত। "জ্ঞানী হৃদয় তার মুখকে বৃদ্ধি দেয়, তাহার ওষ্ঠে পান্ডিত্য যোগায়" ( **হিতোপদেশ ১৬:৩৩**), এটাও নিশ্চিত করে যে যোগাযোগ দক্ষতা প্রগতিশীল এবং শেখা যায়। আবার লক্ষ্য করুন যে হৃদয়ে যা আছে তা মুখ প্রকাশ করে। ধার্মিক যোগাযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আসে কারণ আমরা তাঁর ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হচ্ছি (**ইফিষীয় ৪:২৯**)। এবং এই যোগাযোগটি প্ররোচিত করবে, তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে। প্রেমময় যোগাযোগ এবং সঠিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমেই আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সঠিক কাজ করতে সফলভাবে প্ররোচিত করব।

### আত্ম-পরীক্ষা - ৪

উপরের শাস্ত্রগুলো নিয়ে চিন্তা করার জন্য একটু সময় নিন। আপনার সন্তানদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে এই শাস্ত্রগুলির অর্থ কী তা লিখুন ?

---

---

---

---

---

প্রেমময় যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, আমাদের অবশ্যই শিশুদের আলাদা নজরের মাধ্যমে দেখতে শুরু করতে হবে। ঈশ্বরে চান আমরা আমাদের সন্তানদের তাঁর দৃষ্টির মাধ্যমে (উপহার হিসেবে) দেখি যেভাবে তার বাক্য আমাদের বলে। আমি খ্রিষ্টান লেখক ওয়ারেন উইয়ার্সবের এই বক্তব্যটি পছন্দ করি,"মন্ত্রনালয় তখন ঘটে যখন ঐশ্বরিক গৌরব লাভ করার মাধ্যমে ঐশ্বরিক সম্পদ মানুষের চাহিদা পূরণ করে।" পিতামাতা একটি মন্ত্রনালয়, এবং আমাদের যোগাযোগকে ঈশ্বর আমাদের দেওয়া ঐশ্বরিক সম্পদ থেকে আসা প্রয়োজন। কিন্তু এটি সর্বদা তাঁর মহিমান্বিত করার অভিপ্রায় নিয়ে,তাঁর চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। আমাদের ঐশ্বরিক সম্পদ হল সেই খ্রিষ্টের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক, যে পাথরের উপর ভিত্তি করে আমরা গড়ে তুলি।

### আপনার সন্তানদের ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করুন

"একটি শিশুকে যেভাবে চলতে হবে সেভাবে প্রশিক্ষন দিন, এবং যখন তার বয়স হবে তখন সে সেখান থেকে চলে যাবে না" **(হিতোপদেশ ২২:৬)**। অনেকে মনে করেন যে এই অনুচ্ছেদটি কিছু ধরনের গ্যারান্টি দেয়, কিন্তু এটি সবসময় সেভাবে কাজ করে না। প্রবাদের ব্যাখ্যা করার সময়, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই ধরনের বাক্যাংশগুলি সম্ভাব্যতা, নিশ্চয়তা নয়; যাই হোক না কেন, আমাদের অবশ্যই আমাদের সন্তানদের ঈশ্বরের ইচ্ছায় বড় করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, এবং তাদের ধার্মিকতার বিকাশের জন্য থেমে না গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে।

---

৫। ঈশ্বরের দাস হওয়ার বিষয়ে, ওয়ারেন উইয়াসর্বে দ্বারা; টমাস নেলসন পাবলিশার্স, ১৯৯৩।

আপনি নীতিগুলিতে বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে পারেন এবং একটি শিশু এখনও একটি পাপী বা অনৈতিক জীবনধারা বেছে নিতে পারেন। কেন ? কারণ ঈশ্বর তাদের স্বাধীণ ইচ্ছা বা পছন্দ, যেমন তিনি আমাদের দেন।
আমাদের বাচ্চারা যে ঠিক হয়ে যাবে তার কোন গ্যারান্টি **নেই**। এখানে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে তার উপর জোর দেওয়া হয় না।

সত্য নথি

**প্রশিক্ষণ** : মূল হিব্রুতে চাণক, যার অর্থ ঐশ্বরিক সেবার জন্য উৎসর্গ করা বা আলাদ রাখা।

এটি সলোমন এবং ইস্রায়েলকে প্রভুর ঘর উৎসর্গ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল **( ১ রাজাবলী ৮: ৬৩)**। অন্যকথায়, আমাদের সবসময় মনে রাখা দরকার যে শিশুরা আমাদের নয়, কিন্তু প্রভুর, এবং আমাদের তাদের সাথে সেভাবে আচরণ করতে হবে-সর্বদা। আমাদের অবশ্যই তাদের প্রভুর কাছে উৎসর্গ করতে হবে।

রবিবার সকালে যখন আমরা আমাদের বাচ্চাদের তাদের উৎসর্গ করার জন্য নিয়ে আসি, এটি একটি গুরুত্বপূণ্ ঘটনা। আমরা সমগ্র মন্ডলীর সামনে দাড়িয়ে বলছি,"প্রভু,আমরা এই শিশুটিকে প্রকাশ্যে আপনার কাছে উৎসর্গ করছি, প্রভু। তিনি আমার নন,তারা আপনার। আমি এটি বিশ্বাস করি এবং যতদিন তারা আমার মধ্যে থাকবে ততদিন তাদের সাথে সেভাবে আচরণ করতে চাই।" **হিতোপদেশ ২২:৬** এ পাওয়া এই অনুচ্ছেদে ঈশ্বর যা বলেছেন: আপনার সন্তানদের প্রভুর কাছে উৎসর্গ করুন এবং মনে রাখবেন তারা তাঁর, আপনার নয়। কিন্তু এই উৎসর্গ একটি দাবিত্যাগ নয়, যেমন," এখানে প্রভু,তারা এখন আপনার"। এই উৎসর্গের মধ্যেই আমাদের সন্তানদের ভালবাসা, নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা রয়েছে। **ইফিষীয় ৬:৪ পদে** বলা হয়েছে, আমাদের পিতামাতার উচিত "------তাদের প্রভুর প্রশিক্ষণ ও উপদেশ লালন পালন করা।"

আমাদের সন্তানরা যেসব পছন্দ করে , তার জন্য আমরা দায়ী থাকব না, বরং তাদের বড় করার ক্ষেত্রে আমরা যেসব পছন্দ করি তার জন্য। আমরা প্রায়ই আমাদর বাচ্চারা যে ভুলগুলো করতে যাচ্ছি, এবং কীভাবে তারা আমাদের লজ্জিত করবে, তা নিয়ে আমরা এতটাই উদ্বিগ্ন যে, আমরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করি তা নির্ধারন করে- বা আমি তাদের বলব, তাদের ভালবাসো না। আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের সন্তানদের মূল্য ঈশ্বর থেকে আসে, তাদের ব্যক্তিত্ব, ব্যর্থতা বা তাদের জীবনের পর্যায় থেকে নয়। ঈশ্বর বলেন," এটা তোমাকে আমার উপহার।"

অনেক সময় আমার মনে হয়েছিল আমার বড় ছেলেকে গুটিয়ে নিয়ে তাকে একটি নোট দিয়ে ফেরত পাঠাই: "ঈশ্বর আমি একে চাই না। সে অনেক বেশি কাজ করে।" কিন্তু আমার এই বিষয়ে কোন পছন্দ ছিল না ? যদিও আপনি না। ঈশ্বর ঠিক জানেন আমাদের কি দরকার। বিনিময় নীতি নেই।

আপনি যদি একক পিতা মাতা, মিশ্র পরিবার, পালক পিতা মাতা বা দাদা দাদি বাচ্চাদের লালন পালন করেন তবে কি এটি পরিবর্তন হবে ? না, তা হয় না। বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য একটি বিরতি দেয়া যাক।

**আত্ম-পরীক্ষা - ৫**

আপনি কি জানেন যে আপনার সন্তানেরা ঈশ্বরের দান? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

আপনি কি তাদের সাথে সবসময় এমন আচরণ করেন ? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

এটা আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র। এটা যেন ঈশ্বর বলেন,"এখানে আমার উপহার, আপনি কিভাবে এটি পরিচালনা করতে চান তার নির্দেশাবলী দিয়ে সম্পূর্ণ করুন। আমার নির্দেশাবলী অণুস্মরণ করুন কারণ আমি আপনাকে দেখব।" আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, এবং ঈশ্বর কি বলে তা করার ইচ্ছা থাকতে হবে? নিশ্চিতভাবে!

ঈশ্বর আমাদের সন্তানের সাথে কীভাবে আচরণ করবে সে সম্পর্কের নির্দেশিকা হল বাইবেল। এবং শাস্ত্র বলে," তাদের ভালবাসো: তাদের সবসময় একটি উপহার হিসাবে বিবেচনা করো।"

প্রতিটি অনন্য ব্যক্তিত্বকে সম্মান করুন

**হিতোপদেশ ২২:৬** এর দ্বিতীয় অংশ বলেছে,"------যে পথে তাকে যেতে হবে।" যে পথে তাকে যেতে হবে তা হিব্রু ভাষায় বলা হয় যার আক্ষরিক অর্থ "তার পথের মুখের উপর" বা দাবি অনুযায়ী তার ব্যক্তিত্ব, আচার, জীবনের পর্যায় বা প্রাকৃতিক বাঁক। এর অর্থ এই যে, আমরা আমাদের প্রত্যেকটি শিশুকে একটি স্বতন্ত্র উপহার হিসাবে বিবেচনা করব, তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে গ্রহন করব। ঈশ্বর চান যে আমরা তার দেওয়া ব্যক্তিত্বের প্রতি অবিচল থাকি।

প্রথম পরিবার আদম এবং হবা থেকে শুরু করে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রমান দেখতে পাই। কেইন স্ব-ইচ্ছায় এবং তার নিজের পথে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন-একটি শক্তিশালী গর্ধবের মত। অন্যদিকে, হাবিল প্রভুকে ভালবাসতেন এবং তিনি ছিলেন সংবেদনশীল, অধিক অনুগত সন্তান।

ইসাহাকের পুত্র, যাকোব এবং এষৌ ছিল যমজ- একই মা, একই বাবা। যাকোব ছিলেন মায়ের ছেলে, মসৃণ চামড়ার এবং প্রায়ই রান্নাঘরে থাকত। এষৌ ছিল একজন মানুষের মত মানুষ, রুক্ষ, একজন শিকারী, সত্যিকার অর্থেই একজন নিষ্ঠুর লোক। তারা ছিল ভিন্ন ব্যক্তিত্বের যমজ, খুব ভিন্ন স্বার্থ ছিল তাদের। ঈশ্বর অতীত থেকেই এই কাজ করে আসছেন।

এটা মজার বিষয় যে বাবা-মা যারা চান একটি শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তির সন্তান, বা যদি একটি প্রতিবন্ধ সন্তান পান তারা মনে করে ঐ সন্তানটি একটি লাঠির শেষ অংশ পেয়েছে। ঈশ্বর জানেন তিনি কি করছেন এবং তিনি ভুল করেন না। তুমি কি এটা বিশ্বাস কর ?

আমি এটি আবার পর্যালোচনা করতে চাই যাতে আপনার মনে এটি শক্ত ভাবে গেঁথে দেওয়া হয়। বাইবেল বলে, "প্রভুর *জীবন, যিনি আমাদের আত্মা তৈরী করেছেন...*" **(যেরেমীয় ৩৮:১৬)**। ঈশ্বর হলেন আত্মার স্রষ্টা, যা মন, ইচ্ছা এবং আবেগের আসন। আমাদের সন্তানের চোখের রং, চুল, তাদের আকার, এবং তাদের গায়ের রঙের সাথে আপনার এবং আমার কিছু করার আশা ছিল, কিন্তু যখন তাদের মন, ইচ্ছা, আবেগ এবং ব্যক্তিত্বের কথা আসে তখন এর সাথে আমাদের কিছুই করার ছিল না। হ্যাঁ, তারা আমাদের বৈশিষ্টগুলি বেছে নেবে, তবে তাদের মন, ইচ্ছা এবং আবেগগুলি ঈশ্বর দিয়েছেন এবং তিনি ভুল করেন না।

আমাদের নিজেদের, আমাদের স্ত্রী, বা আমাদের বাবা-মাকে দোষ ওেয়া বন্ধ করতে হবে। পরিবর্তে, ঈশ্বরকে দোষারোপ করুন যেটা আপনার শিশুর ব্যক্তিত্বের জন্য, কারণ ঈশ্বরই একমাত্র এর সৃষ্টিকর্তা। গীতসংহিতা **১৩৯ : ১৩** *পদে বলেছে; "তুমি আমার ভিতরের অংশ গঠন করেছ; তুমি আমাকে আমার মায়ের গর্ভে আবৃত করে রেখেছ।"*

ঈশ্বর আপনার আত্মা সৃষ্টি করেছেন; তিনি আপনার মধ্যে প্রাণের নিশ্বাস প্রবেশ করিয়েছেন। বাক্যটি বলে যে আমরা সবাই " *নির্ভয়ে এবং বিস্ময়করভাবে তৈরী" (গীতসংহীতা* **১৩৯:১৪)** । যখন আমরা আমাদের সন্তানদের উপর রাগান্বিত এবং অসন্তুষ্ট হই, এবং খ্রিস্টকে ভুলভাবে উপস্থাপন করতে শুরু করি, তখন আমরা এমন আচরন করছি যেন তিনি ভুল করেছেন। কলসীয় **৩:২১** পদে বলে, " *পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না, পাছে তাদের মনোভঙ্গ হয়।"* তবুও অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বাইবেলের প্রেমের অনুশীলন না করে এবং তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি উপহার হিসাবে বিবেচনা না করে উস্কে দেয়।

### সত্য নথি

**নিরুৎসাহিতঃ** এথুমিও (গ্রীত), একটি খুব অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ শব্দ। এই শব্দের মূল হল থুমাস, যার অর্থ হিংসাত্মক গতি বা মনের আবেগ, যেমন রাগ বা ক্রোধ। শব্দের সামনে "এ" (আলফা) রেখে, এটি একটি নেতিবাচক হয়ে যায়, যার অর্থ "ছাড়া"। সুতরাং এর অর্থ আবেগ ছাড়া, হতাশ, মনের মধ্যে অস্থির, এবং সাহস হারানোর ইঙ্গিত দেয়।

ঈশ্বর আমাদের প্রাকৃতিক পরিণতির একটি পরিস্কার চিত্র দেন যখন আমরা বাবা মা আমাদের সন্তানদের সাথে অপছন্দনীয় যোগাযোগের অনুশীলন করি। যদি আপনার সন্তান নিরুৎসাহিত হয়, তবে সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলির মধ্যে একটি হল আমাদের নেতিবাচক প্রভাব। তাদের হতাশার দিকে চালিত করার ক্ষমতা আমাদের আছে। এটা পিতা-মাতাকে সবকিছুর জন্য দোষারোপ করা নয়, কিন্তু ভালো বা মন্দের জন্য আমরা তাদের জীবনে বড় ভূমিকা পালন করি।

---

## ৫ম সপ্তাহ : ৩য় দিন

## বিভিন্ন ঋতু

সবকিছুর জন্য একটি সময় এবং ঋতু আছে, **(উপদেশক ৩:১),** যার মধ্যে রয়েছে "ভয়ঙ্কর যুগল" এমনকি কৈশোরের কঠিন সময়েও। ঈশ্বর এই সময় নকশা করেছেন, এটা ভুল নয়। যদিও **হিতোপদেশ ২২:৬** সাফল্যের গ্যারান্টি নয়, এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের প্রতিটি শিশুকে অধ্যয়ন করতে হবে, তাদের অনন্য ব্যক্তিত্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া, এই সত্যটি গ্রহন করতে ইচ্ছুক যে অন্যের চেয়ে বেশি নির্দেশ, শৃঙ্খলা এবং সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। কেউ কেউ অনেক বেশি সময় এবং শক্তি নিতে যাচ্ছেন। যখন আমরা আমাদের পিতামাতার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুস্মরন করি, তখন আমাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, কিন্তু সঠিকভাবে করার জন্য আমাদের সমস্ত অনুগ্রহ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

### আত্ম-পরীক্ষা - ৬

একটু সময় নিন এবং এই সত্যের প্রতিফলন করুন। সম্ভবত আপনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আপনাকে সেই সন্তান দিয়ে ভুল করেছেন। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি এই গবেষনা চালিয়ে যাওয়ার আগে এখনই থামুন এবং প্রভুর কাছে আপনার স্বীকারোক্তি লিখুন। ঈশ্বরের কাছে আপনার সন্তানের অনন্য ব্যক্তিত্বকে তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা হিসাবে দেখার শক্তি প্রার্থনা করুন।

---

---

---
---
---
---
---

আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের বাচ্চাদের , বিশেষ করে আমাদের বাবার উপর যে প্রভাবশালী ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের প্রভাব অন্য কারো মত নয়। সবসময় এটা মনে রাখবেন।

আমাদের বাচ্চাদের মন টেপ রেকর্ডারের মত, এবং প্রথমে বারো বা তের বছর তারা "রেকর্ডে" থাকে। কিন্তু যখন তারা কৈশোরে পৌঁছায়, তখন তারা "প্লেব্যাক" এ চলে যায়। সেই মুহূর্তে, আমরা প্রায়শই আগের বছরগুলিতে যা আমরা বারবার বপন করেছি তা কাটছি।

যদি আমরা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালবাসি এবং আমাদের ইচ্ছা তার সেবা করা, আমরা শিশুর স্বতন্ত্রতা, ব্যক্তিত্ব, ব্যর্থতা বা জীবনের পর্যায়গুলির প্রতি কোন মনোযোগ দেব না। যদি আমাদের ইচ্ছা হয় প্রভুকে খুশি করা এবং তাঁর পথে করা, এই বিষয়গুলি আমরা তাদের প্রতি কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাব তা নির্দেশ করবে না। প্রভুর একজন মন্ত্রী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত,আমাদের মেজাজ দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত নয়।

**গভীরে দেখি :** *আরো অধ্যায়ন করি*

একটু সময় নিন এবং সাবধানে **যাকোব ৩: ১৭-১৮** পড়ুন।এই সত্যগুলি আপনার সন্তানের সাথে আপনার যোগাযোগের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত ?

> **যাকোব ৩: ১৭-১৮**,"*কিন্তু যে জ্ঞান উপরহইতে আইসে, তাহা প্রথমে শুচি, পরে মান্তিপ্রিয়, ক্ষান্ত, সহজে অনুনীত, দয়া ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ, ভেদাভেদবিহীন ও নিস্কপট। আর যাহারা শান্তি-আচরণ করে, তাহাদের জন্য শান্তিতে ধার্মিকতা-ফলের বীজ বপন করা যায়।"*

---
---
---
---

আমার ছেলে নিক, তার জন্মের দিন তেকেই একজন দৃঢ় শক্তিশালি শিশু ছিল। আমার স্ত্রীর তাকে ডেলিভারি করা আমার এখনও মনে আছে। গর্ভাবস্থা এবং প্রসব এত কঠিন এবং ভীতিকর ছিল। এমনকি জন্মের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একগুঁয়ে! আমি তাকে কল্পনা করতে পারি সেখানে চিৎকার করে বলে," না, আমি বাইরে আসার জন্য প্রস্তুত নই!"

আমার স্ত্রী নয় ঘন্টার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তারপরে অবশেষে ডাক্তার কিছু ভীতিকর ফোর্সেপ তুলে নিলেন; আমি অবিলম্বে অস্থির হথে শুরু করলাম। তিনি সত্যই শক্তভাবে টানতে শুরু করেছিলেন, এবং যখন আমি ভাবছিলাম," আরে ডাক্তার, আপনি তার মাথা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন!" হঠাৎ শুনলাম,"পপল' এবং সেখানে নিকের মাথা ছিল। সেখানে চমৎকারের প্রয়োজন ছিল না; তিনি চিৎকার করে বেরিয়ে এলেন, শুরু থেকেই সবাইকে বলছিলেন," আমি নিয়ন্ত্রনে আছি এবং তোমাদের সবার উপরে রাগ করেছি।"

আমি তার নাভির নাড়ি কেটে দিলাম, তারপর নার্স তাকে তুলে নিল এবং পরে যা ঘটেছিলতা আমি কখনই ভুলব না, যখন সে তাকে স্কেলে রেখেছিল, আমার ছেলে তার বাহুতে চাপ দিয়েছিল, সে পিছনে বাঁকিয়ে উল্টে গিয়েছিল। নার্স চিৎকার করে বলেছিল,"ওহ আমার ঈশ্বর!" এবং লাফ দিয়ে পিছনে পড়েছিল। এটাই ছিল আমাদের বিপদে পড়ার প্রথম লক্ষন।

এক বছর বয়স থেকে তিনি ঘুমাতেন না। যদি তিনি সত্যিই অসুস্থ না হন, তবে তিনি দিনের বেলাও ঘুমাতেন না। সূর্য উঠার সাথেই সে উঠল। আমি জানতাম সে যেকোন মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন," আমি শাসন করতে যাচ্ছি এবং আমি যখন যা চাই তা করব।" এভাবেই ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি সত্যি একজন দৃঢ় ইচ্ছাশালী সন্তান।

হ্যাঁ, পিতামাতা একটি মন্ত্রনালয়। এটা সবসময় সহজ এবং সুবিধাজনক নয় এবং ক্লান্তিকর হতে পারে। কখনো পিতামাতাকে পাগলের প্রান্তে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু আমাদের সন্তানদের লালন পালন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ। প্রভূর প্রতি আমাদের আনুগত্য এবং আমরা যে পবিত্রতাগুলি তৈরী করি তা আশীর্বাদে পরিনত হবে।

একজন মন্ত্রী হওয়ার অর্থ হল আমাদের স্বাভাবিক স্বভাবের বাইরে যাওয়া-আমাদের দূর্বলতা, কুসংস্কার এবং স্বার্থপর প্রত্যাশা এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে কাজ করা।

- আমরা কিভাবে আমাদের সন্তানদের ভালবাসতে পারি যারা সবসময় ভালবাসা দেখায় না ?
- আমরা কিভাবে আমাদের নিজেদের মেজাজকে আমাদের বাচ্চাদের স্বভাবের সাথে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করি যখন তারা অবাধ্য হয়?
- আমরা কিভাবে আমাদের রূপান্তরের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিখুঁত পরিকল্পনা বিশ্বাস করি যখন তিনি আমাদের শিশুদের ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করছেন ?

খ্রিষ্টের কাছে পিতামাতার জমা ছাড়া, এটি একবারে অসম্ভব!

## আমাদের ভালবাসতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ

বাবা-মা সাবধান: **'যুদ্ধ চলছে"**! ঈশ্বর পারিবারিক ইউনিট ডিজাইন করেছেন এবং তার মহিমার জন্য এটি ব্যবহার করতে চান; শয়তান পরিবারগুলিকে ধ্বংসের লক্ষ্যে পরিণত কচ্ছে। পিতা মাতা হিসাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যুদ্ধের ময়দান বুঝতে পারি,এমন একটি জায়গা যেখানে শয়তান পিতামাতার রূপান্তর এবং ধার্মিক শিশুদের লালন পালন বন্ধ করতে চায়। আমরা ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, আমাদের আসল শত্রুর কৌশলের প্রতি সতর্ক থাকার পরিবর্তে এটি *'তারা'*(বাচ্চারা) *'আমাদের'*(পিতামাতার) বিরুদ্ধে।

বাইবেল  শিক্ষা দেয় যে আমাদের যুদ্ধ আধ্যাত্মিক, এবং আমাদের শত্রু শয়তান **(ইফিষীয় ৬: ১২),** আমাদের সন্তান বা আমাদের স্ত্রী নয়! আসুন আমরা চারটি সাধারণ কারন দেখি যে কেন বাবা-মা প্রেমময় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়:

১। ক্ষমার অযোগ্যতা: এমন কাউকে ক্ষমা না করা যা আপনার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ বা অন্যায় করেছে।

২। সংস্থাপন করা: শয়তান যে অনেক নেতিবাচক চিন্তার উৎস বুঝতে পারছি না ।

৩। নিপিড়ন: ধার্মিকতার মধ্যে আমাদের বৃদ্ধির অংশ হিসাবে পরীক্ষাগুলি (আমাদের সন্তানদের সাথে) দেখার চেয়ে আত্ম-দরদ বোধ করা।

৪। স্বার্থপরতা: আপনার পরিবারের মন্ত্রী (খ্রীস্টের দাস) না হয়ে দায়িত্ব এড়ানো।

## ক্ষমাহীনতা

আমরা যেভাবে ভালবাসতে ব্যর্থ হই তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হল ক্ষমাহীনতা। আমরা আমাদের অতীত থেকে আঘাত বা শূণ্যতা সঙরক্ষন করে এটি করি।

## সত্য নথি

**শূণ্যতা:** এমন কিছু বিষয় যা বাদ পড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুর কিছু বিকাশমূলক মানসিক চাহিদা আছে যা অবশ্যই সুশৃঙ্খল, যথাযথ শৃঙ্খলা সহ প্রেমময় কর্তৃত্বের মাধ্যমে লালন করা উচিত। যদি এই চাহিদাগুলি আপোস করা হয় এবং/ অথবা প্রদান করা না হয়,তাহলে শিশুর মধ্যে একটি শূন্যতা তৈরী হয়। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ বাবা-মা তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্বগুলি বা ভাল বা খারাপের জন্য তাদের প্রভাবের মাত্রা বোঝে না। অধিকাংশ শিশু কি অনুপস্থিত, শূন্যতা কি তা সনাক্ত করতে পারে না, কিন্তু তারা সহজভাবে এটিকে কিছু দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করবে। উদাহরণস্বরূপ, সত্যিকারের ভালবাসার অভাব এবং যথাযত শৃঙ্খলা একটি শিশুকে আসক্তি এবং/অথবা মানসিক এবং মানসিক সমস্যাগুলির জন্য দুর্বল করে তুলতে পারে যা ধ্বংসাত্মক আচরণের দিকে পরিচাণিত করে। যখন আপনি এই পাঠগুলিরমধ্য দিয়ে যান, আপনি বাইবেলের নির্দেশনা পাবেন যা *অনুসরণ* করলে আপনার সন্তানের সাথে একটি সুস্থ সম্পর্ক তৈরী করতে পারে এবং আপনার সন্তানের মধ্যে মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তিও হতে পারে।

## সত্য নথি

**ক্ষতি:** পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেমন ব্যখ্যা করা হয়েছে, পিতা-মাতা, প্রাক্তন স্ত্রী, সন্তান, বর্তমান স্বামী বা যে কারোর প্রতি তিক্ততা পোষন করে, ঈশ্বর আপনার জন্য যে চরিত্রের পরিবর্তন চান তা রোধ করে। তিক্ততা ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় যা আধ্যাত্মিকভাবে চলতে এবং বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন, এবং আমাদের অন্যদের কাছে দুষিত করে। ইব্রীয় ১২: ১৫ পদে বলে, " *পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দূষিত হয়।"*

মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য ঈশ্বর যেমন প্রাকৃতিক আইন তৈরী করেছেন, যেমন মহাকর্ষ, বাইবেলে ঈশ্বরের আধ্যত্মিক আইন রয়েছে যা সমস্ত মানবজাতি, বিশ্বাসী এবংঅবিশ্বাসীদের শাসন করার জন্য নকশা করা হয়েছে। আমরা এটি সম্পর্কে চিন্তা করি না, তবে সমস্ত শক্তি প্রতিদিন কাজ করে। এবং ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক আইনগুলি তার প্রকৃতিক আইনের মতই পরম এবং অ-আলোচনাযোগ্য। ঠিক যেমন আমরা মহাকর্ষকে বুঝি, সুতরাং দশ তলা ভবন থেকে নিশ্চই লাফ দেব না, যখন আমরা আধ্যাত্মিক নীতি অনুসরণ করি, তখন ধার্মিকতার পথে নিরাপত্তা থাকে, এবং আমরা ঈশ্বরের আশির্বাদগুলি তাঁর প্রতিশ্রুতির মধ্যে থাকার মাধ্যমে অনুভব করি।

**গভীরে দেখি/** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত শাস্ত্রের অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন এবং ঈশ্বর যে পরিণতিগুলি এনেছেন তা বর্ণনা করুন এবং (লিখুন)।

**রোমীয় ২:৮-৯ পদ,** " *কিন্তু যাহারা প্রতিযোগী, এবং সত্যের অবাধ্য ও অধার্মিকতার বাধ্য, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট বর্তিবে; প্রথমে যিহুদীর,পরে গ্রীকেরও উপরে, কদাচারী মনুষ্যমাত্রের প্রানের উপরে বর্তিবে।*

---

---

---

---

**ইব্রীয় ১২: ৫-৬ পদে,** " *আর তোমরা সেই আশ্বাস-বাক্য ভুলিয়া গিয়াছ, যাহা পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে,"হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসম তুচ্ছ করিও না, তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত হইলে ক্লান্ত হইও না।কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাসন করেন, যে কোন পুত্রকে গ্রহন করেন, তাহাকেই প্রহার করেন।"*

---

---

---

---

**গালাতীয় ৬: ৭ পদ.** " *তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে।"*

---

---

---

---

ক্ষমা ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক নিয়মগুলির মধ্যে একটি। আমি দেখেছি যে একজন বাবা-মা একটি শিশুকে ভালোবাসতে বা প্রেমের যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ উপায় হল সন্মিলিত-ক্ষমা। প্রয়শই, বাবা-মা এখনও তাদের নিজের শৈশবের নেতিবাচক অভিজ্ঞতায় ভুগছেন। তাদের সাথে অপ্রিয়, রাগী আচরণ করা হয়েছিল এবং এখনও তারা তিক্ততা বা আঘাতের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু মুক্তি পাওয়া যায়, যেমন **২য় করিন্থিয় ৫: ১৭ পদে,** " *ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নতুন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেইগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।"* আমাদের এই চমৎকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে একবার আমরা রক্ষা পেলে আমাদের জীবন নতুন হয়ে উঠবে। এর অর্থ নতুন ক্ষমতা, নতুন সম্ভবনা ধার্মিকতার জন্য এবং কোনভাবেই ইঙ্গিত দেয় না যে অতীতের বিষয়গুলি আর আমাদের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। চিত্তাকর্ষকভাবে বেড়ে ওঠা কাজ, এবং বাইবেলের নীতিগুলি প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া, সেই সাথে আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের স্বভাবের উপর নির্ভর করেই আমাদের শক্তি হবে।

আমি বাইবেলের নীতিগুলি বলি কারণ আমরা বিভিন্নভাবে আঘাতের মোকাবেলা করি। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রাকৃতিক আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া হল অতীতের আঘাতের স্মৃতি দমন করা, এবং এমন আচরণ করা যেগুলো কখনো ঘটেনি। আমরা সেই পুরানো প্রবাদটি অনুস্মরণ করার চেষ্টা করি যা বলে,"সময় সব ক্ষত সারায়।" কিন্তু বাইবেল শিক্ষা দেয় যে সুস্থ হতে হবে, আমাদের অবশ্যই ক্ষমা করতে হবে যারা আমাদের ক্ষুব্ধ করেছে; সত্যের মুখোমুখি হন এবং অন্যদের দোষ থেকে মুক্তি দেন। যখন আমরা ক্ষমা করি না,তখন আমাদের হৃদয়ে তিক্ততার একটি শিকড় বাস করে যা আমাদের কষ্ট দেয় এবং আমাদের ঘনিষ্টদের, যাদের আমাদের সন্তানরাও অপবিত্র করে! যখন পিতামাতা চিৎকার করে, বিচার করেন বা শৃঙ্খলা বজায় রাখেন না, এটি প্রায়শই ইঙ্গিত দেয় যে তাদের নিজের পিতামাতার সাথে ক্ষমা করার সমস্যা রয়েছে বা যদি তারা তাদের সন্তানদের সাথে কঠোরতার সাথে আচরণ করে, বা তারা যে অপব্যবহার করে প্রাপ্ত।

কারণ আমরা একটি পতিত জগতে বাস করি, আমরা পাপী যারা পাপীদের দ্বারা পিতামাতা ছিল। খ্রিষ্টের শরীরে অনেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যেসব বাড়ি থেকে মাদক ব্যবহার, অপব্যবহার, বিবাহ বিচ্ছেদ, প্রত্যাখ্যান, শ্লীলতাহানি এবং যথাযথ প্রেমময় শৃঙ্খলার অভাব ছিল সেখান থেকে ব্যাথা বা শূণ্যতা বহন করে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকে সাক্ষ্য দেবে যে শৈশবের আঘাতেই তাদের খ্রিষ্টের সন্ধানের কারণ করেছিল।

যখন আমরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হই, বিশেষ করে একজন অভিভাবক যার উপর আমাদের সাধারণ প্রভাব রয়েছে, তখন এটি বিভিন্ন নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক, এমনকি আসক্তিকর আচরণের সৃষ্টি করে। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক যাদের সাথে আমি কাজ করেছি তারা স্বীকার করেছে যে বয়সন্ধিকাল থেকেই তারা অস্বাস্থ্যকর সম্পর্কের সাথে জড়িত হয়েছিল। বেশিরভাগেরই ধারণা ছিল না কেন তারা এটি করছে, অথবা মূল কারণ কি।

আজ অনেক যুবক, যখন তারা বয়সন্ধিকালে পৌঁছেছে, প্রেম, স্নেহ এবং সঠিক পিতামাতার অভাবের কারণে সংগ্রাম করেছে: এটি শূণ্যতা এবং ব্যাথা সৃষ্টি করেছে, যা অনেকেই ওষুধ, পর্নোগ্রাফি অযৌক্তিক সম্পর্ক, অ্যানোরেক্সিয়া, বুলিমিয়া, অতিরিক্ত খাওয়া এবং অন্যান্য অনেক জাল "প্রতিষেধক" যা শয়তান প্রদান করে। প্রায়শই পরামর্শদাতারা খারাপ আচরণ এবং পছন্দগুলি সংশোধন করার দিকে মনোনিবেশ করেন, বরং ব্যাথা দূর করারজন্য ঈশ্বরের ক্ষমা করার বিধানের দিকে তাকানোর পরিবর্তে। এটি একটি খ্রিষ্টান হয়ে উঠতে পারে, এবং ধ্বংসাত্মক আচরণের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে, এখনও মূল কারণটি বুঝতে পারে না বা সমাধান করে না এবং দুর্গটি থাকতে দেয়।

যদি আপনি এই শিকারে আটকে থাকেন, খ্রিষ্টের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে অক্ষম হন, আপনার পিতামাতার পাপী, অপছন্দনীয় অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করেন তাহলে নিজেকে পরীক্ষা করুন এবং প্রভুকে আপনার অতীতের যন্ত্রনার মধ্যে কাজ করতে সাহায্য করার জন্য বলুন। এটি আমাদের আচরণের জন্য কাউকে দোষারোপ করা নয় বরং এই "দূর্গের" মধ্যে আমরা কেন আটকে আছি তা বোঝার জন্য।

সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের জীবনে অতীতের ব্যথা বা শূণ্যতার জন্য বাইবেলের প্রতিষেধক রয়েছে, এটি ঈশ্বরের বাক্যে পাওয়া যায়। প্রথমত,ক্ষমা করার অর্থ ছেড়ে দেওয়া বা দূরে পাঠানো; খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য কি করেছেন **(২করিন্থীয় ৫:২১)**। তিনি আমাদের মুক্ত করার জন্য মূল্য দিয়েছেন, এবং ক্রুশে আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন **(ইফিষীয় ১:৭)**। তিনি ফিরিয়া আমাদের প্রতি করুণা করিবেন; তিনি আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দিত করবেন; হাঁ,"*লোকদের সমস্ত পাপ সমুদ্রের অগাধ জলে নিক্ষেপ করিবে*" **(মীখা ৭:১৯);** এবং "*পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিক যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল দূরবর্তী করিয়াছেন*"**(গীতসংহিতা ১০৩:১২);** এবং সে বলে,"*আমি, আমিই আমার নিজের অনুরোধে তোমার অধর্ম সকল মার্জনা করি, তোমার পাপ সকল মনে রাখিব না*" **(যিশাইয় ৪৩:২৫; যিরমিয় ৩১:৩৪)**। তিনি একাকী আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের পাপ ধরে রাখেন। তিনি তাদের ধ্যান করেন না কারণ তিনি তাদের আর মনে রাখা পছন্দ করেন না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ (সবজান্তা); তিনি ভুলে যান না, কিন্তু তিনি আমাদের পাপ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা পছন্দ করেন - প্রকৃত ক্ষমা।

বাইবেল নির্দেশ দেয় যে আমরা অন্যদের ক্ষমা করি যেমন ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন। **কলসীয় ৩:১৩ পদ বলে**,"*পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকেও দোষ দেবার কারণ থাকে,তবে পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি কর।*"ক্ষমা করা একটি অপরিহার্য এবং অতএব, আমাদের ক্ষমা করার আদেশ রয়েছে। অভিযোগ মানে দোষারোপ করা বা অভিমান করা আমাদের মানসিক স্বভাব হল খারাপ স্মৃতি ধরে রাখা / বা খারাপ জিনিস ধরে রাখা ( যার অর্থ চেপে রাখা, দমন করা বা উপেক্ষা করা), এবং আমাদের পিতামাতার জন্য অজুহাত তৈরী করা: " আমি জানি তারা আমাকে ভালবাসত এবং তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল" অথবা " এটি এখন ভাল এবংএই পুরানো জিনিসগুলো এনে আমি নৌকা দোলাতে চাই না।" কিন্তু ক্ষমা করার মাধ্যমেই আমরা তা থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমাদের ক্ষমা করার মানদন্ড হল "*যেমন খ্রিষ্ট আপনাকে ক্ষমা করেছেন*", আমাদের কাষমা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই অপরাধকে ভুলে যাওয়ার সাগরে নিক্ষেপ করতে হবে। যদি তিক্ত চিন্তা ফিরে আসে, আমরা তাদের ধ্যান অস্বীকার করি,বরং তাদের ইতিমধ্যেই ক্ষমা করা হিসাবে বাদ দেই।

এই নীতিটি ঐতিহ্যগতভাবে প্রভুর প্রার্থনা নামে পরিচিত **( মথি ৬:৯-১৩)**। ১২ পদ বলে,"-----*আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।*" আমাদের প্রার্থনা করতে হবে," *প্রভু আমার পাপ ক্ষমা করুন যেমন আমি আমার বিরুদ্ধে পাপকারীদের ক্ষমা করি।*" প্রভুর সাথে যোগাযোগ করার সময় এই প্রার্থনা আমাদের জন্য একটি নমুনা প্রদান করে, এবং যীশুর পর্বতের উপদেশের শিক্ষার ঠিক মাঝখানে **(মথি ৫:৭)**। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে তার অনুগ্রহের জন্য এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করতে , আমাদের প্রতি দয়া ও সমবেদনা চাইছি, তখন আমাদের সাথে যারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাদের প্রতি দয়া ও সমবেদনা পাওয়ার একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হতে হবে।

## সত্য নথি

সাধারণত আমরা দুইভাবে আমরা পাপ বহন করি, পাপ হল,

**করনীয় কাজ:** যার মানে হল যে আমরা নিজের কর্তৃত্বের বাইরে কাজ করে পাপ করি। ঈশ্বর বলেন," না,এটা করো না", এবং আমাদের যাই হোক না কেন। উদাহরণ: ঈশ্বর বলেন,"চুরি করো না" **(ইফিষীয় ৪:২৮),** কিন্তু আমরা চুরি করি।

**বাদ দেওয়া:** যার মানে হল আমরা ঈশ্বরের দ্বারা সঠিক কাজ না করে পাপ করি, তিনি আমাদের কিছু করার আগে নির্দেশ দেন, এবং আমরা তা না করার সিদ্ধান্ত নেই বা অজ্ঞতার কারণে আমাদের সন্তানদের সাথে ভাল আচরণ করি না, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা না। আরেকটি উদাহরণ: ঈশ্বর ক্ষমা করতে বলেন, কিন্তু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

**দ্রষ্টব্যঃ** খ্রিষ্টানদের জন্য , পাপ সম্পর্কে অজ্ঞতা কোন অজুহাত নয়, তা পাপ হোক বা এর পাপ বর্জন। ঈশ্বর আমাদের তাঁর বাক্য দিয়েছেন যাতে আমরা জানতে পারি ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, বা কি না। এজন্যই তাঁর বাক্যে থাকা, খ্রিষ্টের মধ্যে থাকা এত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু যদি আমরা ক্ষমা না করা পছন্দ করি? প্রভুর প্রার্থনার পরের পদগুলো বলে, *"কারণ তোমরা **যদি** লোকের অপরাধ ক্ষমা কর,তবে তোমাদের স্বর্গীয়পিতা তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা **যদি** লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না"* **(মথি ৬:১৪-১৫)** ।এটি খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক নীতি এবং অনেক সময় এটি উপেক্ষা করা হয়। অনুগ্রহ করে "যদি" ধারাটি লক্ষ্য করা হয়, এর মানে হল ক্ষমা করার একটি শর্ত আছে, উভয় ইতিবাচক (১৪পদ) এবং নেতিবাচক (১৫ পদ)। ইতিবাচক হল যে "যদি" আমরা অন্যদের ক্ষমা করা পছন্দ করি,তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। এটি একটি প্রতিশ্রুতি। রোমীয় ৪:৭ পদ বলে,*"ধন্য তাহারা যাহাদের অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে,যাহাদের পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে।"* নেতিবাচক হল যে, **"যদি"** আমরা অন্যদের ক্ষমা না করা পছন্দ করি,তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না। এটিও একটি প্রতিশ্রুতি, কিন্তু এর অর্থ কী?

আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে এটি পরিত্রানের শর্ত নয়। এর অর্থ এই নয় যে " আপনি যদি অন্য কাউকে ক্ষমা করেন, ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন এবং রক্ষা করবেন; যদি আপনি না করেন , তাহলে তিনি তা করবেন না"। যীশু বিশ্বাসীদের কাছে তাঁর কাছে আসার কথা বলছেন এবং তাদের পাপ ক্ষমা করতে বলেছেন। যদি তারা না মানা বেছে নেয়, তাহলে তা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সহচরতা, ক্ষমতাবান অনুগ্রহ এবং নিজেদের ক্ষমা করার অনুভূতিতে প্রভাব ফেলবে। বাইবেল বলে,*"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক,সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন"* **(১ যোহন ১:৯)**। একবার আমরা স্বীকার করি এবঙ মানি আমরা সহভাগিতা পুনরুদ্ধার করি।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি ক্ষমাশীল হৃদয় ঈশ্বর এবং মানুষের সাথে আমাদের মেলামেশাকে বাধা দেয় ওশাস্তি আনে। ক্ষমাহীন দাসের অসম্মানজনক প্রতিক্রিয়া **( মথি ১৮: ২১-৩৫)** একটি উদাহরণ। একজন রাজা একজন চাকরকে ডেকেছিলেন এত বড় ঋন পরিশোধ করতে যা কার্যত অসম্ভব। ভৃত্য রাজার সামনে এল এবং করুণা ভিক্ষা করল। রাজার সমবেদনা ছিল এবং তাকে পুরো পরিমাণ ক্ষমা করে দিয়েছিল। তারপর সেই ভৃত্যটি অন্য ভৃত্যের নিকট তারপাওনা দাবি করে। এই ভৃত্য যখন অপেক্ষা করতে বলল, তখন প্রদত্ত ভৃত্য তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। রাজা যখন সব শুনল তখন তিনি অকৃতজ্ঞ চাকরটির উপর রেগে গেল এবং শাস্তির জন্য নির্যাতনকারীর কাছে পৌঁছে দিলেন যতক্ষন তিনি পাওনা অর্থ পরিশোধ না করেন। যীশু বলেছেন,*"আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন,যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরনের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে **ক্ষমা** না কর"* **(মথি ১৮:৩৫)**। যখন খ্রিষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন, তখন আমাদের অনাদায়ী ঋণ ক্ষমা করা হয়, তাই আমাদের অবশ্যই অন্যদের ঋন ক্ষমা করতে হবে বা শাস্তি অনুস্মরণ করবে।

কোন বাইবেলের ভিত্তি ছাড়া ক্ষমা সম্পর্কে বিশ্বাস আছে, কিন্তু আবেগের সাথে আরো সম্পর্কিত। যখন ঈশ্বর "ক্ষমা" সম্পর্কে কথা বলেন, তিনি আমাদের অনুভূতি স্বত্বেও ক্ষমা করার আদেশ দেন। অনুভূতিগুলো অস্থির এবং সত্যিকারের ক্ষমার দিকে পরিচালিত করবে না। আসুন এটির মুখোমুখি হই, পিতামাতার কাছে গিয়ে বলি যে ঈশ্বর আমাদের শৈশব থেকে কিছু ব্যথা এবং শূণ্যতা প্রকাশ করেছেন যা খুব কঠিন। যখন আপনি কারো দ্বারা আঘাত পেয়েছেন তখন মনে হতে পারে যে নেতিবাচক কিছু আপনার বর্তমান সম্পর্ককে বিপন্ন করবে। কিন্তু আপনার মনে রাখা দরকার , আপনি "অভিযোগ" নিয়ে যাচ্ছেন না,বরং ক্ষমাশীল হৃদয় (একটি উপহার) নিয়ে যাচ্ছেন। এটি প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে, কিন্তু আমাদের বাধ্য হতে হবে এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে।

নিচের পদগুলি পড়ুন।

> **লূক ১৪: ২৬-২৭ পদ,**"*যদি কেহ আমার নিকটে আইসে, আর আপন পিতা মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃগন ও ভগিনীগনকে এমন নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে , তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না। যে কেহ নিজের ক্রুশ বহন করে না ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আইসে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।*"

এখানে যীশু কি বলেছেন তা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘৃণা শব্দের অর্থ সহজ,"কম ভালোবাসা", আদেশ হল যীশুকে সবার ইপরে ভালবাসা। এই পদগুলি ঠিক এইরকম পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। যখন প্রভু প্রকাশ করেন যে আমাদের কাউকে ক্ষমা করতে হবে, তখন যীশুর সাথে আমাদের ভালবাসা পরীক্ষা করা হয়। যদি আমরা যীশুকে সবচেয়ে ভালবাসি তাহলে আমাদের মানসিক অনুভূতিগুলো কীভাবে সেই ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে তার জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্খার প্রতি বাধ্য হতে বাধা দেবে না। এটি একটি বিশ্বাসের সমস্যা।

ঈশ্বর বলেন না যে অপরাধী স্বীকার করবে, দায়িত্ব নেবে বা তাদের কাছে যাওয়ার পরে ক্ষমা চাইবে। অনেক সময় মানুষ এই প্রত্যাশা নিয়ে যায় যে অপরাধী ভুল স্বীকার করবে। কিন্তু তাদের থেকে এই আশা করা যায় না, তারা এখনো অন্ধ বা শক্ত হতে পারে। অপরাধী তর্ক করতে পারে বা তাদের কাজকে সমর্থন করতে পারে। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যীশুই শূণ্যস্থানগুলিকে সারিয়ে তুলবেন ,আপনার অপরাধী নয়। অপরাধীল কর্ম বা কথা আরোগ্য এনে দেয় না, ঈশ্বরের আনুগত্য এবং অনুগ্রহে আপনি আরোগ্য লাভ করেন। আমি দেখেছি অনেক মানুষ এই প্রক্রিয়ায় রক্ষা পেয়েছে এবং একটি পরিবার পুনর্মিলন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে।

ঈশ্বর বলেন যে একজন ব্যক্তির স্বভাব বা পরিস্থিতি স্বত্বেও, আমাদের কেবল ক্ষমা করতে হবে। **রোমীয় ১২:১৮ পদ** বলে,"*যদি সাধ্য হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে, মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।*" পুনর্মিলন করা,যতটা সম্ভব শান্তিতে বাস করা আমাদের দায়িত্ব।

আপনি এটি চিঠিতে, টেলিফোনে, ইমেইলের মাধ্যমে করতে পারেন বা ব্যক্তিগতভাবেও করতে পারেন।

ক্ষমা করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমা না করা আরো কঠিন। অন্যদের ক্ষমা করার প্রস্তুতি ইঙ্গিত দেয় যে আমরা সত্যই অনুতপ্ত হয়েছি এবং ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়েছি। ঈশ্বরের প্রতি ভাঙ্গা হৃদয় অন্যদের প্রতি কঠিন হতে পারে না। অহংকার,ভয় এবং ঈশ্বরকে কম ভালবাসার আসল কারণ হল আমরা অন্যদের ক্ষমা করব না। অনুতপ্ত হতে স্বীকার করা অধিকার হস্তান্তর করা ইঙ্গিত দেয যে প্রভুর পরিবর্তে আমাদের জীবন নিজেরাই পরিচালনা করছি। যদি ভয় এবং " যদি কি" আপনাকে নিয়ন্ত্রন করেছে, বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করুন যাতে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য করা যায়। **মথি ১৮:২১-৩৫ পদ** সতর্ক করে দেয় যে একটি ক্ষমাহীন হৃদয় আমাদের একটি আবেগে বদ্ধ রাখবে।

ক্ষমা ও পুনর্মিলন সম্পর্কে আরো জানার জন্য **পরিশিষ্ট ত দেখুন।**

**কর্ম পরিকল্পনা - ২**

যদি আপনার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হয় তবে কাউকে ক্ষমা করার জন্য আপনার পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি লিখুন।

---

---

---

---

---

আপনি কখন এটি সম্পন্ন করবেন তার জন্য এখানে তারিখ নির্ধারণ করুন। তারিখ: ----------

---

**৫ম সপ্তাহ : ৪র্থ দিন**

২। প্রতিষ্ঠা করা

আরেকটি সাধারণ কারণ যা আমরা আমাদের সন্তানদের ভালবাসতে ব্যর্থ হই তা হল শয়তান বা ভূতদের দ্বারা বিরোধিতা।

**ইফিষীয় ৬:১১ পদ বলে,"***ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান করো, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাড়াইতে পার।***"**

সত্য নথি

**ফুসলানো:** মেথিডিয়া (গ্রিক), যা ইংরেজী শব্দ যা নৈপুন্য,চতুরতা এবং প্রতারণা নির্দেশ করে। এই শব্দটি প্রায়শই একটি বন্য প্রাণীর জন্য ব্যবহৃত হত যা চালাকি করে ডালপাল ও অপ্রত্যাশিতভাবে তার শিকারকে ছুড়ে ফেলে। শয়তানের মন্দ পরিকল্পনা চুরি ও প্রতারণার চারপাশে নির্মিত (৬)।

সময় শুরুর আগে থেকেই শত্রু আশেপাশে ছিল; মনে রাখবেন তিনি প্রথম পরিবারকে (আদম ও হবা) পাপ করতে প্ররোচনা করেছিল এবং এটি কাজ করেছিল **(আদিঃ ৩: ১-৭)**। তার পরিকল্পনা বদলায়নি; শত্রু আমাদের আক্রমন করার উপায় তৈরী করেছে এবং বাড়িতে বিভ্রান্তি, বিভেদ এবং বিভাজন আনছে। আমি কি এই সব প্রতিষ্ঠা করেছি। তিনি ব্যর্থতার জন্য " প্রতিষ্ঠা করা"ব্যবসা করেছেন।

**গভীরে দেখি /** *আরও অধ্যায়ন করি*

নিম্নলিখিত শাস্ত্রপদটি পড়ুন এবং আপনার নিজের ভাষায় বলুন আমরা কোন ধরনের যুদ্ধ করছি, এবং আমাদের এটি সম্পর্কে কী করা উচিত।

**ইফিষীয় ৬: ১২-১৩,"***কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত,কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগনের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে। এইজন্য তোমরা ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা গ্রহন কর, যেন সেই কুদিন প্রতিরোধ করিতে এবং সকলই সম্পন্ন করিয়া দাড়াইয়া থাকিতে পারো।"*

---

৬। জন ম্যাক আর্থার, এফেশন্স (শিকাগো : মুডি প্রেস, ১৯৯৬), ৩৩৮।

---
---
---
---
---
---
---

ক্রমাগত সচেতন থাকুন যে আপনি যুদ্ধের মধ্যে আছেন, এবং আপনার হৃদয় এবং মন যুদ্ধক্ষেত্র। ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে আমাদের মনে আসা প্রতিটি চিন্তাকে আমাদের অবশ্যই মূল্য দিতে হবে, "---- *এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রিষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি*" (২করিন্থীয় ১০:৫)। বন্দীকে আনা মানে বন্দীকে বশীভূত করা এবং তাকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এই প্রেক্ষাপটে, এটি আমাদের অধার্মিক চিন্তাকে ধারণ করছে এবং তাদেরকে খ্রিষ্টের ও তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্য করেছে। শয়তান আমাদের ঘৃণা করে এবং আমাদের বাচ্চাদেরও ঘৃণা করে এবং শেষ কাজটি যা তিনি করতে চান তা হল সফলভাবে আমাদের শিশুদের কাছে খ্রিষ্টের প্রতিনিধিত্ব করা।

শয়তান চায় আমরা খারাপ ও কঠোর হই, এবং আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত প্রভাবকে তার মন্দ ইচ্ছার জন্য ব্যবহার করি। যখন একজন খ্রিষ্টান পুরুষ বা মহিলা খ্রিষ্টকে বাড়িতে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং তাদের বাচ্চাদের প্রতি অবজ্ঞা দেখায়, তখন তারা তাদের শয়তানের হাতে ঠেলে দেওয়ার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। দুঃখের বিষয়, অনেক খ্রিষ্টান এটা বুঝতে না পেরে এমনটা করছে।

আমাদের যা করতে হবে তা হল আমাদের চিন্তাভাবনার মাঝে ঈশ্বরের হৃদয় খুজে বের করা এবং তাঁর কাছে যা নেই তা হত্যা করা। যখন আমরা খ্রিষ্টান হই , বাইবেল বলে,"*আমাদের খ্রিষ্টের মন আছে*"(১করিন্থীয় ২:১৬), অন্য কথায়, এখন আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা বাস করে ( রোমীয় ৮:৯) যা বাক্যের মাধ্যমে আমাদের পথ দেখায়।

## আত্ম-পরীক্ষা - ৭

সুতারাং, প্রতিদিন বাক্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

---
---
---
---
---

**মনে রাখবেন** এটি: আমাদের মন তিনটি উৎস থেকে চিন্তা গ্রহণ করে। প্রথম উৎস হল আমাদের নিজস্ব আত্মা বা মানসিকতা। এগুলি আমাদের নিজস্ব চাহিদা, অনুভূতি, মতামত ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা, আমরা জানি কখন আমাদের চিন্তাধারা আমাদের নিজেদের আত্মা থেকে উদ্ভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ," আমি আমার দৃঢ় ইচ্ছাশালী সন্তানের সাথে মোকাবেলা করতে পছন্দ করি না" " আমি আমার নিজের সময় পেতে চাই", "আমি-------", আপনি শূণ্যস্থান পূরণ করুন। এগুলো আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও অনুভূতি । বাইবেল স্পষ্টভাবে বলে যে আমাদের মনকে পরিবর্তন করতে হবে **( রোমীয় ১২:২),**নতুন করতে হবে **(ইফিঃ ৪:২৩),** ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রদর্শিত হতে হবে, কারণ এটি "হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ বিচারক" **(ইব্রীয় ৪:১২)**।

আমাদের মন ও পবিত্র আত্মার চিন্তা বা বার্তা গৃহন করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য **১ করিন্থীয় ২: ১২** তে আমাদের শিক্ষা দেয় যে ,"*কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।"*

যখন আমরা খ্রিষ্টের সাথে একটি স্থায়ী সম্পর্কের মধ্যে চলি, তিনি আমাদের হৃদয়কে তাঁর বাক্যের সত্য দ্বারা পূর্ণ করেন। যখন আমরা তাঁর ধার্মিকতার উপর ধ্যান করি, আমাদের মন পবিত্র আত্মার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবঙ আমরা প্রজ্ঞা নির্দেশ এবং উৎসাহের বাক্য শুনি। আমরা জানতে পারি কখন আমরা পবিত্র আত্মার কাছে থেকে কোন চিন্তা পেয়েছি কারণ এটি *শাস্ত্রীয়,সত্য, সংশোধন এবং প্রভুর কাছে আমাদের টেনে আনে এবং কখনোই তাঁর বাক্যের বিপরীত নয়।* ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলতে চান এবং তাঁর বাক্য এবং পবিত্র আত্মার মন্ত্রনালয় দ্বারা কথা বলবেন।

অবশেষে, আমাদের মন শয়তানদের কাছ তেকে চিন্তা গ্রহন করে। এমনকি যারা বিশ্বাসীরা প্রভুকে ভালবাসেন তারা আধ্যাত্মিক নিপীড়ন অনুভব করতে পারেন, তাদের মনে পৈশাচিক চিন্তাভাবনাগুলি বিস্ফোরন ঘটায়। পিতর একটি নিখুঁত উদাহরণ।

> **মথি ১৬: ২২-২৩ পদ,**"*ইহাতে পিতর তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন,বলিলেন, প্রভু, ইহা আপনা হইতে দূরে থাকুক,ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও,শয়তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ;কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের,তাহাই তুমি ভাবিতেছ।"*

অনুগ্রহ করে লক্ষ করুন যে যীশু পিতরকে ধমক দিয়েছিলেন কারন তিনি "*ঈশ্বরের বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগী ছিলেন না*।" পিতর যীশুকে ক্রুশে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে এই চিন্তাগুলি শয়তানের কাছ থেকে এসেছে এবং অবিলম্বে মোকাবেলা করা দরকার।

আমরা জানি যে একটি চিন্তাধারার পৈশাচিক উৎপত্তি হয় যখন এটি নিম্নলিখিত একটি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে:

এখনই প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন যে এই বিভাগগুলির মধ্যে কোনটি আপনার চিন্তা জীবনকে প্রভাবিত করছে কিনা।

## আত্ম - পরীক্ষা - ৮

**১। মিথ্যা**

"…. শয়তান.....সত্যের মধ্যে দাঁড়ায় না কারণ তার মধ্রে কোন সত্য নেই। যখনই সে মিথ্যা কথা বলে, সে তার নিজের {প্রকৃতি} থেকে কথা বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যার জনক"। **(যোহন ৮:৪৪ NASB)**

তোমার কাছে কি উদ্ঘাটিত হয়েছিল ?

---
---
---
---
---

**২। নিন্দা, বা নিজেদের এবং/বা অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ**

**"**----শত্রু এবং শয়তান----আমাদের ভাইদের দোষী,তাদের নিক্ষেপ করা হইছে, যে তাদের ঈশ্বর ও রাতের আগে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে" **(প্রকাশিত বাক্য ১২: ৯, ১০ NASB)**।

তোমার কাছে কি উদ্ঘাটিত হয়েছিল?

---
---
---
---

**৩। পাপের প্রলোভন**

"*তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও,তবে বল, যেন এই পাথরগুলি রুটি হইয়া যায়"***(মথি ৪:৩ NASB)**।

তোমার কাছে কি উদ্ঘাটিত হয়েছিল ?

---
---
---
---

যখন আমরা মিথ্যা চিন্তা (বাইবেলের সত্যের বিরোধিতা), নিন্দা, বা ঈশ্বর এবং অন্যদের বিরুদ্ধে পাপ এর আমন্ত্রনের সাথে প্রলুব্ধ হই, তখন নিশ্চিত যে আমরা আধ্যাত্মিক যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা দুষ্টের জ্বলন্ত তাপ এড়াতে পারি না (ইফিষীয় ৬:১৬ দেখুন); যাইহোক আমরা সেই চিন্তাভাবনাগুলি দিয়ে আমরা কী তা নিয়ন্ত্রন করতে পারি। আবার, ঈশ্বর বলেন যে আমাদের মনের মধ্যে আসা প্রতিটি চিন্তা গ্রহন করতে হবে। যদি কোন চিন্তা পরীক্ষায় উত্তীর্ন না হয় , ঈশ্বর বলেন আমাদের অবিলম্বে আমাদের মন থেকে তা নির্মূল করতে হবে।

প্রতিটি চিন্তাকে বন্দী করে তোলা একটি শৃঙ্খলা যা ক্রমাগত অনুশীলন করতে হবে। আপনি প্রলোভনের উপর কাজ করার আগে আপনার মনে কল্পনা করা হয়েছে; অতএব, আপনি অবশ্যই, যদি আপনি পবিত্রতা অনুস্মরন করেছেন, এই শৃঙ্খলা অনুশীলন করুন। নিম্নলিখিত শাস্ত্রে ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নজরতালিকা দিয়েছেন।

> **ফিলিপিয় ৪:৮ পদ,**"*অবশেষে, হে ভ্রাতৃগন, যাহা যাহা **সত্য,** যাহা যাহা **আদরনীয়,** যাহা যাহা **ন্যায্য,** যাহা যাহা **বিশুদ্ধ,** যাহা যাহা **প্রীতিজনক** , যাহা যাহা **সুখ্যাতি যুক্ত,** যে কোন **সদগুন** ও যে কোন **কীর্তি হউক,** সেই সকল আলোচনা কর।"*

যদি আমরা এই যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং *সক্রিয়ভাবে* যুদ্ধ না করি, তাহলে এটি আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে শত্রুর আসার সুয়োগ হবে। মনে রেখ; শত্রু সর্বদা ষড়যন্ত্র করে, আমাদের পিতা - মাতা হিসাবে পতনের জন্য কিছু পদ্ধতি খুঁজে বের করার চক্রান্ত করে।

নিচের গল্পটি এই সত্যটি তুলে ধরে। আপনি যখন পড়েন, তখন যেখানে আপনার অধার্মিক চিন্তা আসে সেটি মনে রাখুন বা সেখানে চিহ্ন দিউন, শত্রু কীভাবে কাজ করছে। আমরা একটি পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া, বা প্রেমে সাড়া দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য অধ্যয়ন করেছি। মনে রাখবেন সাড়া দেওয়া চিন্তা করে (প্রথমে চিন্তা করুন), আত্মনিয়ন্ত্রন (পবিত্র আত্মার প্রতি আমাদের ইচ্ছা প্রণয়ন), সময়, এবং অনুভূতি বা আবেগ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। প্রতিক্রিয়া অথবা সাড়া দেওয়ার সময়, লিখে রাখার চেষ্টা করুন।

কয়েক বছর আগে, আমি নিককে একটি জুনিয়র হাই ইয়ুথ গ্রুপ থেকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম, আমি তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছেছিলাম এবং চার্চের পার্কিং লটে অপেক্ষা করছিলাম। সেখানে আমার একজন পুরানো বন্ধুও তার ছেলেকে নেওয়ার জন্য এসেছিল। আমাকে দেখে তিনি তার গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে আমার জানালার দিকে দৌড়ে এসেছিলেন।

> *"আরে ক্রেইগ, তুমি কি শুনেছ কি হয়েছে ? বাচ্চাদের একটি দল, তোমার ছেলে এবং আমার ছেলে সহ যুবক যুবতী ছেলেমেয়েদের একটি দল আজ রাতে রাস্তায় নেমে একটি মেয়ের বাড়িতে বাস্কেটবল খেলবে। দেখ, যখন আমার ছেলে এখানে আসবে, আমি কি সত্যিই তাকে এটা করতে দেব!"*

যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে তিনি এই তথ্য পেলেন, তিনি আমাকে বলতে গেলেন যে তার স্ত্রীর বন্ধু, যে বাড়ির পাশের বাসায় ছেলেমেয়েরা বাস্কেটবল খেলছিল, তার ছেলেকে দেখে তার স্ত্রীকে ডেকেছিল। সে আরও বলছিল,

> *"আপনি কি আমাদের বাচ্চাদের বিশ্বাস করতে পারেন ? আমি আমার মন্ডলীর একজন সাধারণ পালক। আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে এটা আমার জন্য কতটা বিব্রতকর ? পুরো গীর্জা জানবে! সে সত্যিই কি এর জন্য অর্থ প্রদান করবে!"*

এখন, আমি বহু বছর আগে এই লোককে পরামর্শ দিয়েছিলাম, এবং তাকে প্রভুর কাছে নিয়ে যাব। লোকটি তার গাড়ির কাছে ফিরে যাওয়ার আগেই আমি বুঝেছিলাম, আর আমার মাথায় এই চিন্তাগুলো আসছিল:

> *" ঈশ্বর, আমি একজন পালক। এই লোকটি আমার সম্পর্কে কি ভাবছে ? আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে নিক এই কাজ করবে। আমার সম্মানের কি হবে ? সে কি মনে করে যে সে ছিনতাই করে পালিয়ে যেতে পারে ? সে মনে করে আমি খুঁজে বের করবে না ? এটাই কি! যখন সে এখানে আসবে, আমি কি তাকে তা করতে দেব !"*

শয়তান আমার মনকে বিচার, মন্দ অভিযোগ এবং প্রলোভন দিয়ে বিষ্ফরিত করছিল। আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে সত্য জানতাম না, কেবল একটি বিচলিত বাবার কাছ থেকে শুনেছি। আমি এটা জানার আগে, আমার ছেলের বিরুদ্ধে শয়তানের অভিযোগের সাথে একমত ছিলাম, এবং আমি আমার ছেলেকে এটা দিতে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। এই লোকাট আমার সম্পর্কে যা ভেবেছিল তা নিয়ে আমার নিজের গর্বিত উদ্বেগগুলি আমার রাগকে বাড়িয়ে তুলছিল। আমার দৈহিক প্রকৃতি ক্ষেত্রের একটি দিন ছিল! এই পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল, এবং শয়তান এটিকে পুঁজি করার চেষ্টা করছিল। শয়তান আমাকে প্রস্তুত করছিল! তিনি আমার মুখের মধ্যে হুক ঝুলাচ্ছিলেন, আমি যেন ওটা গ্রহন করি এবং তিনি আমাকে তার চিন্তার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

তাঁর অনুগ্রহ এবং করুণার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। পবিত্র আত্মা আমার নিজের যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল:

> *"ক্রেইগ, আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন আপনাকে কতগুলি গীর্জা থেকে যুব দলেরা বের করে দিয়েছিল ? যখন তোমার ১৩ বছর বয়স ছিল তখন কোন কোন জিনিষগুলি করেছিলে ? যখন আপনার নিকের মত বয়স ছিল, তখন আপনি কি কোন যুব দলে গিয়েছিলেন ?"*

আমি কিছু সময় নিয়েছিলাম এবং এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য শক্তি এবং প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করছিলাম।

ঠিকই নিক শেষ পর্যন্ত এসে গাড়ীর কাছে পৌছে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি তার বন্ধুকে সাথে নিয়ে পৌছে দিতে পারি কি না। আমি সম্মতি প্রকাশ করেছিলাম, এই বলে যে, আমি যেন অন্য ছেলের সামনে তার মুখোমুখি না হই। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে নিক আমাকে বলল।

> *" বাবা, আজ রাতে কি হয়েছে তা তোমাকে বলতে হবে। আমরা যুব দলে যাইনি কারন তারা গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান করছিল এবং নেতা বলেছিল যে আমরা না চাইলে আমাদের থাকার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের পিতা-মাতাদের ফোন করা দরকার ছিল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে একজন রাস্তায় দাড়িয়ে বলেছিল আমরা যদি চাই তাদের বাড়ীতে বাস্কেটবল খেলতে পারি, তাই আমরা করেছি।*

আমি বোবা হয়ে গেলাম, যদি আমি না জানতাম কি হয়েছিল, তারপর উত্তর দিলাম,

> *"তুমি জানো, নিক, আমরা এর আগে কখনো এমনটি করিনি। পরের বার তুমি যেখানে থাকার কথা সেখানে না থাকার সিদ্ধান্ত নিলে, আমরা একটি ফোন কল চাই। তোমার মা এবং আমাকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দাও। তোমার কাছে এখনো সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই।"*

তিনি আমাকে কোন অজুহাত দেননি, কিন্তু সম্মত হন যে তিনি পরের বার কল করবেন। ঠিকাছে। এটা শেষ হয়েছে। তিনি পরের বার কল করতে শিখেছিল, এবং আমার চিন্তাভাবনাকে খ্রিষ্টের কাছে বন্দী করে আনতে আমার আরেকটি বিজয় হয়েছিল।

পরের দিন,যুবসমাজের বাচ্চাদের একজন মা আমার স্ত্রীকে ডেকেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন যে তার মেয়ে এই দলের অন্যতম বাচ্চা যারা বাস্কেটবল খেলতে চলে গেছে। তার মেয়ে তাকে বলেছিল যে তারা যখন গির্জায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল কিভাবে তারা তাদের পিতামাতার কাছে মিথ্যা বলবে। নিক তাদের বলল,

> *"মিথ্যা বলো না বন্ধুরা। তুমি কেন মিথ্যা বলবে ? শুধু সত্য বলো। আমাদের বাবা মা যেভাবেই হোক খুঁজে পাবে!"*

আমি কেবল কল্পনা করতে পারি যদি আমি শয়তানকে বিজয়ী হতে দিতাম, রাগের সাথে আমার ছেলের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলঅম এবং তার বন্ধুদের সামনে তাকে বিব্রত করেছিলাম, আমার ছেলে কিভাবে অন্য ছেলেদের সত্য বলতে উৎসাহিত করেছিল তা জানার পর আমার কেমন লেগেছিল। এটি কিভাবে কাজ করে। শয়তান আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের মাঝে যেতে পছন্দ করে, মিথ্যা, নিন্দা এবং প্রলোভন যা আমাদের বাড়ির মাঝে ভাগ সৃষ্টি করে। বাবা-মা, যখন আমরা আমাদের চিন্তাকে বন্দী করে আনতে বাধ্য নই, তখন আমরা শয়তানের নিপীড়নের দরজা খুলে দিতে পারি।

## আত্ম-পরীক্ষা - ৯

একটু সময় নিন এবং আপনি প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে যা শিখেছেন তা চিন্তা করুন, শয়তান আমাদের মনকে আক্রমন করে। আপনার সন্তানদের ব্যাপারে শত্রুরা আপনার উপর যেসব মিথ্যা বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গুলি করেছে তা কি ?

---
---
---
---
---

## ৫ম সপ্তাহ: ৫ম দিন

৩। অত্যাচার

আরেকটি সাধারণ কারণ যা আমরা আমাদের বাচ্চাদের ভালবাসতে ব্যর্থ হই তা হল তাড়না, বা বিরোধিতা। মথি ৫:৪৩-৪৫ আমাদের বলে কিভাবে বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে :

> *আপনি শুনেছেন যে বরা হয়েছিল,"আপনি আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসেন এবং আপনার শত্রুকে ঘৃণা করবেন" কিন্তু আমি আপনাকে বলি আপনার শত্রুদের* ***ভালবাসুন*** *, যারা আপনাকে অভিশাপ দেয় তাদের* ***আশীর্বাদ*** *করুন, তাদের জন্য* ***মঙ্গল কর*** *যারা আপনাকে ঘৃণা করে,* ***প্রার্থনা করুন*** *এবং তোমাকে পীড়ন কর, যাতে তুমি স্বর্গে তোমার পিতার পুত্র হতে পার।*

আমাদের শত্রুদের জন্য ভালবাসা, আশীর্বাদ, ভাল করা এবং প্রার্থনা করার সাথে পিতামাতার কি সম্পর্ক? আপনি যেমন দেখবেন, এই পদে যে নীতিমালা দেওয়া আছে তার সবই আমাদের শিশুদের প্রতি আমাদের মানসিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের বাচ্চারা শত্রু। আমরা অনুভব করি যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের বিরক্ত করার জন্য তাদের পথ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারা থাকলেও, ঈশ্বর আমাদের বলেন কিভাবে তাদের প্রতি সাড়া দিতে হবে। হিতোপদেশ স্বীকার করে যে, শিশুরা আমাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে," *একটি বোকা ছেলে তার মায়ের জন্য দুঃখের কারণ"*(১০:১); *"হীনবুদ্ধিপুত্র আপন পিতার মনস্তাপস্বরূপ, আর সে আপন জননীর শোক জন্মায়"*(১৭:২৫); *"হীনবুদ্ধির জন্মদাতা আপনার খেদ জন্মায়; মূর্খের পিতা আনন্দ পায় না"*(১৭:২১)। "বালকের হৃদয়ে অজ্ঞানতা বাঁধা থাকে,কিন্তু শাসন-দন্ড তাহা তাড়াইয়া দিবে"**(হিতোপদেশ ২২:১৫)**। তাই আমাদের উচিত সময়ে সময়ে বিরোধিতা করা, যা আমাদের সন্তানদের বড় করার সময় তাড়নার মত মনে হয়।

**সত্য নথি**

**নিপীড়ন** - আঘাত, দুঃখ বা কষ্ট দেওয়ার পদ্ধতি অনুস্মরণ করা; নিপীড়ন করা; ভোগান্তির কারণ হতে নিষ্ঠুরতার সাথে প্রতিষ্ঠা করা।

নিপীড়নের এই অনুভূতিটি তখন আসে যখন আমাদের শিশুরা আমাদের চ্যালেঞ্জ করে, আমাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষনে সাড়া দিতে অস্বীকার করে, আমাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অথবা আমাদের ভালবাসাকে প্রতিহত করে। তারা প্রায়শই এমন আচরণ করে যে আমরা তাদের শত্রু। স্বাভাবিকভাবে বেশিরভাগ মা বাবা এটি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহন করে এবং সময়ের সাথে নিরুৎসাহিত করে তাদের হৃদয়কে শক্ত করতে পারেন। প্রেমে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে তারা নেতিবাচক অনুভূতি বা মনোভাব দ্বারা প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর মথি ৫:৪৩-৪৫ পদে এর নীতিগুলি অনুস্মরন করে এই পাপপূর্ণ প্রতিক্রিয়াগুলো কাটিয়ে ওঠার একটি উপায় দেন। এই নির্দেশাবলীর প্রতিটি আদেশ চালিয়ে যেতে হবে। শত্রুরা এমন মানুষ যার আশেপাশে আপনি থাকতে চান না।

## কর্ম পরিকল্পনা - ৩

প্রত্যেকের অধীনে এটি করার জন্য আপনার ব্যক্তিগত প্রতিশ্যুতি লিখুন:

১। *"আপনার শত্রুদের **ভালবাসুন"**।* এখানে ভালবাসা আগাপে (গ্রিক), এবং যেমন আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ধরনের প্রেম মূলত আবেগের পরিবর্তে ইচ্ছার। শত্রুকে ভালবাসার মত কেই সত্যিই " অনুভব করে না"। এজন লেখক বলেছেন,"এটি প্রাকৃতিক স্নেহের সমান নয় কারণ যারা আপনাকে ঘৃণা করে এবং ক্ষতি করে তাদের ভালবাসা স্বাভাবিক নয়। এটি একটি অতিপ্রাকৃত অনুগ্রহ এটি কেবল তারাই প্রকাশ করতে পারে যাদের ঐশ্বারক জীবন আছে" ।(৭)। এটি শুধুমাত্র আসতে পারে খ্রিষ্টে স্থায়ী আপনার দৃঢ় ভিত্তির মাধ্যমে।

---

---

---

---

২।**"আশীর্বাদ** করুন তাদের যারা আপনাকে অভিশাপ দেয়।" আশীর্বাদ হল একটি উপহার দেওয়ার ধারনা, এবং কোন উপহার ভালবাসার চেয়ে ভাল হতে পারে। অভিশাপ এমন একটি শব্দ যা আঘাত দেয়। আমরা শব্দগুলিকে প্রতিক্রিয়া দেখাতে রাগে ফিরে যেতে পারি না, কিন্তু আমাদের অবশ্যই ভালবাসায় সাড়া দিতে হবে। আমরা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের মাধ্যমে এগিয়ে গেলে আমরা আপনাকে প্রেমে শৃঙ্খলার জন্য সরঞ্জাম দেওয়া হবে।

---

---

---

---

৩। তাদের জন্য **মঙ্গল কর** যারা আপনাকে ঘৃণা করে**,** এমন সময় আসতে পারে যখন আপনার সন্তান আপনাকে বলবে," আমি আপনাকে ঘৃণা করি", বা আপনি যখন শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, বা তারা যা করতে চায় তাকে "না" বলার সময় তার মুখোমুখি হন। আবার আপনি অবশ্যই লাঠিপেটা করবেন না, কিন্তু "ভাল করার" জন্য একটি উপায় দেখুন এবং প্রার্থনা করুন। সাড়া দিচ্ছে ভালবাসায় একটু সময় লাগতে পারে, কিন্তু দেখায় যে আপনার আত্মনিয়ন্ত্রন আছে এবং আপনি ঈশ্বরের গৌরব করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

---

৭.উইলিয়াম ম্যাকডোনাল্ড এবং আর্থার ফারস্টাড, বিশ্বাসীর বাইবেল ভাষ্য: পুরাতন এবং নতুন নিয়ম (ন্যাশভিল: টমাস নেলসন,১৯৯৭),১২২৩।

ভালবাসায় একটু সময় লাগতে পারে, কিন্তু দেখায় যে আপনার আত্মনিয়ন্ত্রন আছে এবং আপনি ঈশ্বরের গৌরব করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

---
---
---
---

৪। " যারা তাদের ব্যাবহার করে এবং আপনাকে নিপিড়ন করে তাদের জন্য **প্রার্থনা করুন**।" অপব্যাবহার, অপমান বা মিথ্যা অভিযোগ করার অনুভূতি আছে। আমাদের শিশুদের মধ্যে এই অন্ধকার দিকটি বেরিয়ে আসতে দেখাশোনা করতে বেশী সময় লাগে না। যীশু প্রার্থনা করার আদেশ দেন কারন অনেক সময় এটি আমাদের শেষ কাজ হবে। প্রার্থনা কেন ? এখানে তিনটি কারণ আছে: ১) প্রার্থনা মানে আপনি ঈশ্বরের কাছে আপনার এবং আপনার এবং আপনার সন্তানদের পরিবর্তন করতে বলছেন, যাতে তিনি তাদের চোখ খুলে দেন এবং তাদের মধ্যে বাধ্যতা হতে বাধ্য করেন। ২) প্রার্থনার অর্থ হল আপনি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল এবং আপনার নিজের জন্য শক্তি এবং প্রজ্ঞা নয়, কিন্তু আপনি পরিস্থিতির জন্য তাঁর প্রজ্ঞা চাইছেন **(যাকোব ১:৫-৮ পদ)**।

৩) প্রার্থনা আপনার হৃদয় পরিবর্তন করে। আগাপে প্রেমের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার সর্বোত্তম উপায় হল প্রার্থনায় প্রভুর সামনে একটি শিশুকে নিয়ে আসা। এবং যেহেতু এটি প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা অবিরত একটি আদেশ, ঈশ্বর ধীরে ধীরে আপনার হৃদয়কে নরম করে দেন যাতে আপনি তাদের মতো তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন।

---
---
---
---

এখন প্রার্থনাটি করুন,

*প্রিয় প্রভু, আপনি আমাকে যে সব সন্তান দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি জানে যে আপনি তাদের তৈরী করেছেন এবং এগুলি আপনার কাছ থেকে একটি উপহার। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি কিভাবে আপনি তাদের ভালোবাসেন তা জানতে আমাকে সাহায্য করুন এমনকি যখন আমার এটি পছন্দ হয় না। প্রভু, আমান সন্তানরা যে প্রতিপক্ষের প্রতি আসবে তার প্রতি ১ম করিন্থীয় প্রেমের সাথে সাড়া দেওয়ার জন্য আপনার শক্তি এবং আপনার প্রজ্ঞার প্রয়োজন। কিভাবে তাদের আশির্বাদ করতে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যাবহার করতে সাহায্য করুন; আমার হৃদয় পরিবর্তন এবং প্রভু, আমাকে আমার সন্তানদের জন্য প্রতিদিন এবং এমনকি মিনিটের জন্য প্রার্থনা করার একটি হৃদয় দিন। আমি প্রার্থনা করি যে আপনি আমার সন্তানদের ভিতর থেকে বদলে দেবেন, যাতে তারা আপনার বাক্যের প্রতি বাধ্য হতে চায় এবং আমি তাদের বাইবেলীয়ভাবে নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে আলিঙ্গন করবে। যীশুর নামে, আমেন।*

একজন অভিভাবক হিসাবে, একজন মন্ত্রী হিসাবে, এই ভাবেই ঈশ্বর চান যে আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি সাড়া দেই।

***১ম পিতর ২: ২০-২১ পদ,*** *" বস্তুতঃ পাপ করিয়া চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইলে যদি তোমরা সহ্য কর, তবে তাহাতে সুখ্যাতি কি ? কিন্তু সদাচরন করিয়া দুঃখভোগ করিলে যদি সহ্য কর, তবে তাহাই ত ঈশ্বরের নিকট সাধুবাদের বিষয়। কারন তোমরা ইহারই নিমিত্ত আহূত হইয়াছ; কেননা খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য দুঃখভোগ করিলেন, এই বিষয়ে তোমাদের জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর;।*

ঈশ্বর বলেন যে, আমরা ধন্য যখন আমরা খ্রীষ্টের জন্য, অথবা খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের আনুগত্যের জন্য নির্যতীত হই। আমরা ঈশ্বরের দ্বারা হস্তান্তরিত কর্তা আমাদের বাণী এবং কর্মের মাধ্যমে (আমাদের কর্ম) দ্বারা আমাদের সন্তানদের কাছে তাঁর বার্তা এবং পরিকল্পনা বহন করার জন্য অর্পিত। পিতামাতার কষ্ট অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; মাঝে মাঝে, এটা কঠিন, কিন্তু বাক্য আমাদের বলে; " এটা ভাল, যদি যদি এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, মন্দ কাজ করার চেয়ে ভাল করার জন্য কষ্ট করা।" (১ম পিতর ৩: ১৭ পদ)। ঈশ্বর আমাদের আশির্বাদ করবেন যেহেতু আমরা তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল এবং বিশ্বস্ত থাকব। **আমরা কর্মচারী, আমাদের সন্তানদের কাছে তাঁর বার্তা বহন করার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা অর্পিত।**

সত্য নথি

**কর্মচারী** - তত্ত্বধায়ক ; ম্যানেজার ; যিনি একজন অভিভাবক, প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করেন।

পৌল আমাদের কিছু উৎসাহজনক বাক্য দেন যেন নিজেদের মনোযোগকে দূরে রাখতে পারি এর পরিবর্তে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার দিকে মনোনিবেশ করি।

*১ম থিষলনিকীয় ২:৪ পদ, কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদিগকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিয়া আমাদের উপরে সুসমাচারের ভার রাখিয়াছেন, তেমনি কথা কহিতেছি; মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন , তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়াই কহিতেছি।"*

আমাদের পরিবারের উপর, ঈশ্বরের কর্মচারী হিসাবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে প্রতিদিন আমাদের হৃদয় এবং উদ্দেশ্য পরীক্ষা করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য ভাল পিতা-মাতা হওয়া বা এমনকি ভাল সন্তানদের লালন-পালনে সফল হওয়া নয়, বরং (ঈশ্বরকে খুশি করা)। যে হেতু তিনি আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করেন, ঈশ্বর যা তিনি দেখেন আমাদের কাছে তা প্রকাশ করার জন্য বিশ্বস্ত।

৪। স্বার্থপরতা

অবশেষে, আমরা ভালবাসতে ব্যর্থ হওয়ার আরএকটি সাধারণ কারণ হল স্বার্থপরতা। আবার, **১ম করিন্থীয় ১৩:৫ পদে** আমাদের বলে যে প্রেম " তার নিজের জন্য খোজে না।" কিন্তু যেহেতু আমরা পাপী, আমরা স্বভাবতই স্বার্থপর এবং আমরা শর্তসাপেক্ষে ভালোবাসি।
আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা কতটা স্বার্থপর এবং শর্তাধীন, যতক্ষণ না আমাদের সন্তানেরা হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসে এবং আমরা তাদের বড় করতে শুরু করি। যদি তারা আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী না বাস করে, তাহলে আমরা কি করি ? " ওহ, এটাই; আপনি এখন লাইনটে অতিক্রম করেছেন, বন্ধু।" আপনি প্রতিক্রিয়া জানান।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের বলছেন যে আমরা অবশ্যই আমাদের সন্তানদের উপর স্বার্থপর প্রত্যাশা রাখবো না। যদিও আমাদের সন্তানেরা শুনতে চায় না এবং তারা প্রশিক্ষিত হতে চায় না, আমাদের রাগ এবং স্বার্থপরতা ছাড়াই আমরা তাদের প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই তা আমাদের বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রশিক্ষন দিতে হবে। সম্ভবত আপনার প্রথম সন্তান একটি চমৎকার, সহজ, আনন্দদায়ক সন্তান ছিল। তারপরে আপনি যা বিশ্বাস করেন তা হল তাসমানিয়ান শয়তান, এবং আপনি দুজনের তুলনা করতে এত সময় ব্যায় করেন। " কেন তুমি শুধু তোমার বোনের মতো হতে পারো না ? মনে রাখবেন, একজন অন্যটির মতো হবে না। আমরা আমাদের সন্তানদের উপর স্বার্থপর দাবি করতে পারি না।

শাস্ত্র আমাদের বলে যে ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করেন; তিনি আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করেন এবং দেখান আমরা কতটা শর্তাধীন এবং স্বার্থপর। *"কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদিগকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিয়া আমাদের উপর সুসমাচারের ভার রাখিয়াছেন,তেমনি কথা কহিতেছি;মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া কহিতেছি"* ***(১থিষলনীকীয় ২:৪)।*** আমাদের কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই ঈশ্বরকে খুশি করতে হবে; যখন পরীক্ষা আসে আমাদের অবশ্যই নিঃস্বার্থ হতে হবে এবং ভালবাসা প্রসারিত করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলার ক্ষেত্রে অন্যদের (আমাদের বাচ্চাদের) ভালবাসা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেল বলে,*"যেহেতু সমস্ত ব্যবস্থা এই একটি বচনে পূর্ণ হইয়াছে, যথা," তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে" **(গালাতীয় ৫:১৪)।*** এবং *"তোমরা কাহারও কিছু ধারিও না, কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও,কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে"* **(রোমীয় ১৩:৮)**। এটি হওয়ার জন্য, নিজেকে খ্রিষ্টের কাছে জমা দিতে হবে, এজন্য তিনি বলেছেন,*"কেহ যদি আমার পশ্চাতে আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক"* **(লূক ৯:২৩)**। নিজেকে অস্বীকার করা এবং নিজের ক্রুশ গ্রহন করার অর্থ হল আমাদের স্বার্থপর ভালবাসার প্রত্যাশা এবং তাঁর পথের জন্য জীবন যাপন করা যেভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের বড় করছি।

যেভাবে ধাতু শুদ্ধ হয় সেভাবে স্বার্থপরতা আমাদের থেকে নির্মূল করা হয়। ধাতু বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য , এটি অবশ্যই বিশাল চৌবাচ্চায় স্থাপন করা উচিত যার নিচে বিস্তৃত তাপ রয়েছে। ভিতরের ধাতু লাল গরম হয়ে গেলে, ধাতুমল নামক সব ধরনের কালো জিনিস ভূপৃষ্ঠে আসতে শুরু করে । ধাতুমল হল ধাতুর ভিতরের অবিত্রতা, যা পরে এটিকে বিশুদ্ধ করার জন্য উপরের দিকে ছিঁড়ে ফেলানো হয়।

ঈশ্বর স্পষ্টভাবে তার লোক ইস্রায়েলের সাথে এটি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন,*"আর তোমার প্রতি আপন হস্ত ফিরাইব,ক্ষার দ্বারা তোমার খাদ উড়াইয়া দিব ও তোমার সমস্ত সীসা দূর করিব"* **(যিশাইয় ১:২৫);** এবং *"তিনি রৌপ্য পরিস্কারক ও শুচিকারক হইয়া বসিবেন, তিনি লেবির সন্তানদিগকে শুচি করিবেন এবং স্বর্নের ও রৌপ্যের ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন; তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ধার্মিকতায় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবে" **(মালাখি ৩:৩)।*** লক্ষ্য করুন যে শুদ্ধ করার শেষ ফলাফল ইতিবাচক, এটি আমাদের প্রভুকে ধার্মিকতা প্রদানের ক্ষমতা দেয়।

ঈশ্বর আমাদের সাথে একই কাজ করেন। তিনি আমাদের জীবনে এমন পরিস্থিতি নিয়ে আসেন যা "আমাদের উত্তপ্ত করে" এবং অনুমান করে যে ভূপৃষ্ঠে কি আসে ? আমাদের অবিত্রতা। যদি আমরা মনে করতে ব্যর্থ হই যে ঈশ্বর আমাদের পরিবর্তন করেছেন **(রোমীয় ১২:২),** এবং আমাদের সন্তানদের ব্যবহার করে আমাদের স্বার্থপরহৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করে, তাহলে আমরা আমাদের পাপ কর্মের জন্য আমাদের শিশুদের দায়ী করব। ঈশ্বর আপনারহৃদয়কে মোকাবেলা করতে চান,কারণ *"অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক,তাহার রোগ অপ্রতিকার্য, কে তাহা জানিতে পারে ? আমি সদাপ্রভুর অন্তঃকরনের অনুসন্ধান করি, আমি মর্মের পরীক্ষা করি* **(যিরমিয় ৯-১০ এ)**। ঈশ্বর আমাদের ভিতর থেকে পরিবর্তন করতে চান যাতে আমরা এটিকে বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ ও প্রতিফলিত করতে পারি।

ঈশ্বর যেহেতু আমাদের পিতা-মাতা হিসাবে বেছে নিয়েছেন সেহেতু তিনি আমাদের অপরাধ সকল জানেন। এটা জেনে ভাল লাগছে যে তিনি আমাদের বাছাই করার জন্য আমাদের বাচ্চাদের কাছে ক্ষমা চাইছেন না। পিতা-মাতা হিসাবে আমরা যখন ব্যর্থ হই তখন আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে বাধ্য। আমাদের প্রভুর কাছে যেতে হবে এবং বলতে হবে,"ঈশ্বর, আমি দুঃখিত। আমি এটি উড়িয়ে দিয়েছি", তারপর সেই পুত্র বা কন্যাকে বলুন,"প্রিয় আপনি যা করেছিলেন তা ভুল ছিল, মা-বাবা যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা ভুল ছিল। আমাদের ক্ষমা করুন।" আমরা যিশুকে ভুলভাবে উপস্থাপনের জন্য দায়িত্ব গ্রহন করি এবং ক্ষমা চাই। আমার বন্ধু, অভিনয় করছে ভালবাসার। এভাবেই মনের দন্দ বন্ধ হয়ে যায় এবং আমরা রূপান্তরিত হই। যদি আমরা এই দুইটি কাজ না করি, তাহলে এটি একটি বড় চামচ নিয়ে আবর্জনা নাড়ানোর মত, যা পুনরায় হওয়ার জন্য সঠিক নিশ্চয়তা।

আমি আগে আপনার সাথে ভাগ করেছি, ঈশ্বর আমার ছেলে নিকোলাসকে পাঠিয়েছিলেন আমি কতটা স্বার্তপর, খারাপ, রাগী তা প্রকাশ করার জন্য। এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা ছিল যখন আমি নিকের দিকে তাকাতে পেরেছিলাম, যখন সে ভুল করেছিল এবং আমার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং শান্তভাবে বলেছিল," দারিদ্য পছন্দ!" কোন আবেগ ছাড়া। এটা মহান ছিল- ঈশ্বরের প্রশংসা করুন! তিনি নিজেকে সত্য বলে প্রকাশ করেছিলেন। আমি এটি কামনা করেছি এবং এর জন্য প্রার্থনা করেছি। এবার আমি আমার ব্যর্থতার দায় নিতে শুরু করলাম এবং আমার মধ্যে ঈশ্বরের রূপান্তর লক্ষ্য করলাম। আমাকে শিখতে হয়েছিল কীভাবে ঈশ্বর আমার পাপ প্রকাশ করতে এবং ক্ষমা চেয়ে আমার কাছে ঈশ্বরের অনুশাসন মেনে চলার জন্য ব্যবহার করছেন।

আমার ছেলে তার চোখের সামনে তার বাবার পরিবর্তন দেখেছে। হ্যাঁ,এটি হতে সময় লেগেছে। এটি রাতারাতি ঘটেনি। আজ নিকোলাসের ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভয় আছে কারণ সে তার বাবার রূপান্তর দেখেছেন। এটি শিষ্যত্বের অন্যতম উদাহরণ যা আপনি এবং আমি আমাদের বাচ্চাদের দিতে পারি।

ঈশ্বর আমাদের শুদ্ধ করেছেন। তিনি আমাদের উত্তপ্ত করেছেন এবং আমাদের কুৎসিত ও স্বার্তপর অবস্থা প্রকাশ করেছেন। আমরা এই প্রক্রিয়া থেকে পালাতে পারি না; আমাদের অবশ্যই এটি গ্রহন করতে এবং রূপান্তরের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে।

## আত্ম-পরীক্ষা - ১০

আপনার বাচ্চাদের সাথে "উত্তপ্ত মুহূর্ত" কি এবং তারা আপনার সম্পর্কে কি প্রকাশ করছে ? সেগুলি নিচে লিখুন এবং প্রার্থনায় প্রভুর কাছে নিয়ে যান।

---
---
---
---

যদি, আপনার সন্তানদের যথাযথভাবে ভালবাসার বিষয়ে এই উপাদানটি পড়ার পর, আপনি দেখেছেন যেউন্নাত করার সুযোগ আছে, আপনার প্রথম পদক্ষেপ অবশ্যই প্রভুর কাছে স্বীকার করতে হবে," আমার সাহায্য দরকার। আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে পরিবর্তিত হতে হবে,ঈশ্বর। আমি ভুল বর্ননা করেছি আপনাকে দ্বারা----------(আপনি শূণ্যস্থান পূরণ করুন)। আমি দুঃখিত।"

তারপরে, আপনার বাচ্চাদের ভালবসার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি লিখুন। প্রভু কি জিনিস আপনার মনে এনেছিলেন? উপরন্তু আমি আপনাকে একটি সময় প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করি যখন আপনি আপনার সন্তানদের ক্ষমা করতে বলবেন। আমাদের সন্তানদের ভালবাসা সফল অভিভাবকত্বের জন্য অপরিহার্য; আমরা অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিতে পারি না।

## পরিশিষ্ট চ
## একক পিতামাতার জন্য প্রয়োজনীয়

পরিবারের জন্য ঈশ্বরের মূল পরিকল্পনা ছিল বিবাহের সম্পর্কের প্রেম এবং প্রতিশ্রুতিতে পুরুষ এবং মহিলাকে একত্রিত করা। তারপর তিনি শিশুদের উপহার দিয়ে তাদের ভালবাসা এবং প্রতিশ্রুতি আশীর্বাদ করবেন। তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঘনিষ্ঠতা, ভালবাসা এবং বশ্যতাপূর্ণ পরিবেশে, পিতামাতারা তাদের সন্তানদেরকে ঈশ্বরের পথে ভালবাসবে এবং প্রশিক্ষন দেবে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে বিাহ সম্পর্কেল ফল ঈশ্বরীয় বংশধর হবে।

> **মালাখি ২: ১৪-১৫ পদ,"***তথাপি তোমরা বলিতেছ,ইহার কারণ কি ? কারণ এই, সদাপ্রভু তোমার যৌবনকালীন স্ত্রীর ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হইয়াছেন ; ফলতঃ তুমি তাহারপ্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, যদিও সে তোমার সখী ও তোমার নিয়মের স্ত্রী। তিনি কি একমাত্রকে গড়েন নাই ? তাঁহার ত আত্মার অবশিষ্টাংশ ছিল। আর একমাত্র কেন ? তিনি ঈশ্বরীয় বংশের চেষ্টা করেতেছিলেন। অতএব তোমার আপন আপন আত্মার বিষয়ে সাবধান হও, এবং কেহ আপন যৌবনকালীন স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করুক।*

যখন পুরুঘ এবং মহিলা তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে ফিরে যায় এবং এদেন উদ্দানে পাপ করে, তখন ঈশ্বরের সাথে তাদের ঘনিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়, তাদের বাগান থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং পরিবারের জন্য ঈশ্বরের মূল পরিকল্পনা প্রভাবিত হয়। পতনের ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ দেখা দেয়, যা আজও নারী ও পুরুষের সম্পর্ক এবং বিবাহকে আধিপত্য ও ধ্বংস করে চলেছে। উপরন্ত, বিবাহ থেকে বংশধর তাদের পিতামাতার পাপ প্রকৃতির উত্তরাধীকারসূত্রে, এবং পরিণতির মত ভোগে। একক পিতামাতার পরিবার, মৃত্যু, বিবাহবিচ্ছেদ এবং অবিবাহিত মায়েদের জন্মের ফলই মানুষের পতনের পরিণতি ছিল।

> **মথি ১৯: ৮ পদ;** " *তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া মোশী তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এইরূপ হয় নাই।*

শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ প্রথম একক পিতামাতা পরিবার ছিল হাগার. আব্রাহাম এবং সারার (আব্রাহাম এবং সারা) মিশরীয় দাসী এবং তার পুত্র, ইসমাইল। সারাই সন্তান ধারণ করতে অক্ষম ছিলেন, তাই তিনি তার স্বামীকে হাগারের সাথে একটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সারাই পরে তার মন পরিবর্তন করে এবং হাজেরা ও তার ছেলেকে বিরক্ত করে। দুইবার হাজেরা ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত কথপোকথন করেছিলেন।

ঈশ্বরের সাথে হাগারের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল তার পুত্রের জন্মের আগে। সারার দ্বারা কঠোর আচরণ পাওয়ার পরে। তিনি মরুভূমিতে পালিয়ে যান। ঈশ্বর সেখানে তার সাথে দেখা করলেন এবং তাকে নিশ্চিত করলেন যে তিনি তার কষ্ট শুনেছেন। তারপর তিনি তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং তাকে তার ছেলের নাম ইসমাইল রাখার নির্দেশ দেন, যার অর্থ ঈশ্বর শোনেন।

ঈশ্বরের সাথে তার দ্বিতীয় দেখা হয়েছিল কয়েক বছর পরে যখন তিনি এবং ইসমাইল, আব্রাহামের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। নিশ্চিত যে সে এবং তার ছেলে শীঘ্রই মারা যাবে, সে তার কণ্ঠস্বর তুলে কেঁদে উঠেছিল। ঈশ্বর এই একক পিতামাতার কাছে আবার প্রমান করলেন যে তিনিই ঈশ্বর যিনি শোনেন। ঈশ্বর তাকে স্বান্তনা দিয়েছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন তার এবং তার পরিবারের ইচ্ছার জন্য চোখ খুলে দিয়েছিলেন।

> গীতসংহিতা ১০: ১৭-১৮ পদ, "*হে সদাপ্রভু, তুমি নম্রদের আকাঙ্খা শুনিয়াছ; তুমি তাহাদের চিত্ত সুস্থির করিবে, তুমি কর্ণপাত করিবে; পিতৃহীনের ও উপদ্রুত লোকদের বিচার করিবার জন্য,যেন মৃত্তিকাজাত মর্ত্য আর দুর্দান্ত না থাকে।*"

আদিপুস্তক ১৬:১-১৬ এবং ২১:৯-২১ - এ হাগার এবং ইসমাইলের বিবরণ পড়ুন। এই পরিবারটি কয়েক হাজার বছর আগে বসবাস করার পর থেকে আমাদের সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু একক পিতামাতারা আজ একই সংগ্রাম, চাহিদা, অনুভূতি এবং আবেগ ভাগ করে নেয়। যদিও এই বাইবেলের বিবরণ একজন মহিলার উপর কেন্দ্র করে, অবিবাহিত পিতা এবং মাতারা একই ভাবে তাদের সন্তানদের জন্য প্রত্যাখ্যান, একাকীত্ব এবং ভয়ের পাশাপাশি আর্থিক সঙ্কটের আঘাত সম্পর্কে জানেন। নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো বিবেচনা করুন যেগুলো আমরা শুনে থাকি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে হাগারের অভিজ্ঞতা থেকে শিখি।

- প্রভুর দেবদূত (পুরাতন নিয়মের যীশু খ্রীষ্টের একটি নমুনা) হাগারকে মরূভূমিতে খুঁজে পেয়েছিলেন।
- প্রভুর দেবদূত তার কষ্টের মাঝে তাকে পথ দেখিয়েছিলেন।
- তিনি তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
- তিনি তার ভবিষ্যৎ এবং তার ছেলের ভবিষ্যতের জন্য তাকে আশা দিয়েছিলেন।
- হাগার বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন,এলরোই,ঈশ্বর যিনি দেখেন।
- ঈশ্বর তার ছেলের কান্না শুনেছেন।
- ঈশ্বর হাগারকে তার ছেলের কল্যানের কথা বলেছিলেন।
- ঈশ্বর হাগারকে তার ছেলেকে উৎসর্গ করতে এবং ছেলের হাত ধরে রাখতে আদেশ করেছিলেন।
- ঈশ্বর তাঁর বিধান দেখার জন্য হাগারের চোখ খুলে দিয়েছিলেন।
- ঈশ্বর ইসমাইলের সাথে ছিলেন।

এই গল্প থেকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি শিখি তা হল ঈশ্বর দেখেন, শোনেন, যত্ন নেন এবং একক পিতামাতার পরিবারে মধ্যস্থতা করার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি এই ঘরের শিশুদের ভালোবাসেন, যে শিশুরা মৃত্যু, বিবাহবিচ্ছেদ বা পরিত্যাগের মাধ্যমে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে যাদেরকে ঈশ্বর তাদের ভালোপবাসা ও প্রশিক্ষণের জন্য ডেকেছিলেন। আমরা শিখি যে ঈশ্বর শুধু শোনেন না, তিনি আরোগ্যও করেন। ঈশ্বর আপনার এবং আপনার সন্তানদের কাছে তাঁর বিশ্বস্ততা এবং শক্তি প্রদর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনাকে হাগার হিসাবে সাড়া দিতে হবে, বিশ্বাস এবং আনুগত্যের সঙ্গে।

## একক পিতামাতা পরিবারের জন্য নীতিমালা

**১। প্রভুর কাছথেকে আপনার প্রতিদিনের শক্তি এবং নির্দেশনা গ্রহন করুন।**

একক পিতামাতাদের অবশ্যই প্রভুর সাথে প্রতিদিন সময় কাটাতে হবে। যদি আমাদের ব্যস্ত জীবনধারা খ্রীষ্টের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতাকে অগ্রাহ্য করে, আমরা শীঘ্রই নিজেদেরকে শক্তিহীন এবং আমাদের পরিস্থিতিতে অভিভূত দেখতে পাব।

আমাদের প্রতিদিন ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রজ্ঞা, আশা এবং নির্দেশনা প্রয়োজন। পিতামাতাদের অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, তাদের সন্তানদের দেখাতে হবে যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বরীয় জীবনযাপন করা কেমন লাগে!

গীতসংহীতা ১০:১৪ পদ," *....অনাথ তোমারই উপরে ভার সমর্পন করে; তুমিই পিতৃহীনের সহায়"* ।

২। **আপনার সন্তানকে অন্য পিতামাতার সাথে সম্পর্ক রাখতে উত্সাহিত করুন।**
এমনকি যদি অন্য অভিভাবক একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাইবেলের পদ্ধতিতে তাদের ভূমিকা পালন না করেন, আপনার সন্তানদের সেই পিতামাতার সাথে একটি সম্পর্ক থাকা দরকার। আপনার সন্তানের শারিরীক বা মানষিক সুস্থতার সাথে কখনোই আপস করবেন না। আপনার সন্তানের বৃদ্ধি এবং পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে তারা অন্য পিতামাতার সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে তাদের নিজস্ব পছন্দমত করবে।

৩। **অন্য অভিভাবকদের সাথে একতা বাড়ানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করুন।**
যদি সম্ভব হয়, আপনার নিয়ম এবং শৃঙ্খলার পদ্ধতিতে সম্মত হন। এটি হওয়ার জন্য, পিতামাতাদের অবশ্যই সমস্ত স্বার্থপরতা এবং ক্ষমাহীনতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। একটি শিশুর জন্য জীবনে খুব চাপ এবং বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠতে পারে যখন নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে বারবার যেতে হয়। যখন পিতামাতা একসাথে কাজ করতে সক্ষম হন, তখন এটি এই বিভ্রান্তির কিছুটা দূর করতে সাহায্য করে। যখন শিশুরা তাদের বাবা-মাকে একসাথে কাজ করতে দেখে, তখন এটা তাদের জন্য আশীর্বাদ। কিছু ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় না। আপনার সন্তান বা নিজেকে কখনোই মানসিক বা শারিরীকভাবে বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর পরিস্থিতিতে ফেলবেন না।

**রোমীয় ১২: ১৮ পদ,"***যদি সাধ্য হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে,মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।"* (NAU)

৪। **অন্য পিতামাতার সাথে দেখা করার জন্য আপনার সন্তানের ইচ্ছাকে গ্রহন করুন।**
আপনার সন্তানদের তাদের অন্য পিতামাতার সাথে সময় কাটাচ্ছে বলে আপনি নিজেকে অভিভূত হতে দেবেন না। আপনার মনোভাব, আচরণ, সমস্যার জন্য মনে জায়গা গড়ে উঠতে পারে। এই পরিবর্তন শিশুদের জন্য যথেষ্ট কঠিন। আপনার পক্ষথেকে একটি খারাপ মনভাব বিভ্রান্তি যোগ করতে দেবেন না। আপনার সন্তান যখন অন্য পিতামাতার সাথে দেখা করার পরে বাড়িতে আসে তখন তাদের প্রতি সংবেদনশীল হোন, যাদি তারা ভাল সময় পায় তবে শুনতে এবং আনন্দ প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হন। প্রয়োজনে তাদের মনে করিয়ে দিন যে তারা বাড়িতে যে নিয়মে আছে সেটি উন্নতমানের।

৫। **নিজেকে এবং আপনার সন্তানদের নিয়ে একটি বাইবেল শিক্ষা মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করুন।**
যদিও কোন বাস্তবে গির্জা নেই, আপনার এবং আপনার সন্তানদের জন্য একটি বাস্তব ও নিখুঁত গীর্জা আছে। ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে এ বিষয়ে উপদেশ দেয়,

**ইব্রীয় ১০:২৫ পদ,"***এবং আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি- যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস- বরং পরস্পরকে চেতনা দেই; আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন অধিক এই বিষয়ে তৎপর হই।* (NASB)

**গীতসংহীতা ৯২: ১৩ পদ,**"*যাহারা সদাপ্রভুর বাটীতে রোপিত, তাহারা আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে উৎফুল্ল হইবে*"।

গীর্জা ঈশ্বরের পরিবার, আপনার সন্তানদের ঈশ্বরের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভালবাসা, স্থিতিশীলতা, পরামর্শ এবং পিতামাতার প্রয়োজন। একক-পিতামাতার পরিবারের বাচ্চাদের দেখতে হবে কিভাবে দুই-অভিভাবক পরিবার কাজ করে এবং তাদের আদর্শ ভূমিকা আছে।

**গীতসংহীতা ৬৮:৫-৬ পদ,**"*ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচার কর্তা। ঈশ্বর সঙ্গীহীনদিগকে পরিবার মধ্যে বাস করান।" তিনি বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া কুশলে রাখেন; কিন্তু বিদ্রোহীরা দগ্ধ ভূমিতে বাস করে।*

**যাকোব ১: ২৭ পদ,**"*ক্লেশাপন্ন পিতৃমাতৃহীনদের ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করা, এবং সংসার হইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করাই পিতা ঈশ্বরের কাছে শুচি ও বিমল ধর্ম।*"

৬। **অন্যান্য খ্রিস্টান পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব, এবং আনন্দ অনুসরণ করুন।**
বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে, অনেক বাবা-মা মনে করেন যে তারা যুগল দম্পতিদের সঙ্গে খাপ খায় না। যদিও তারা পিতামাতা, তারাও মনে করে না যে তারা এককদের সাথে মানানসই। ফলাফল একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা হতে পারে। যদি পিতা মাতারা একাকী এবং বিচ্ছিন্ন হন, তাহলে তাদের সন্তানরা তাদের উদাহরণ অনুসরণ করবে। বর্ধিত পরিবার, আপনাদের সন্তানদের স্কুল কার্যক্রম, সেই সাথে আপনার গির্জার মাধ্যমে সহভাগীতা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগের সুবিধা নিন।

**১ম: যোহন ১: ৭ পদ,**"*কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি,তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যিশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে*"।

৭। **প্রয়োজন দেখা দিলে,ঈশ্বরীয় পরামর্শের অনুসন্ধান করুন।**
আপনি যদি মনে করেন, যে আপনার সন্তানদের জীবনে এমন সমস্যা এবং পরিস্থিতি রয়েছে যেগুলির জন্য অবিলম্বে মনোযোগ এবং সমাধাণের প্রয়োজন, তাহলে আপনি, আপনার পালক বা যোগ্য খ্রিষ্টান পরামর্শদাতার কাছ থেকে বাইবেলের পরামর্শ চাইতে পারেন।

**হিতোপদেশ ১১: ১৪ পদ,**"*সুমন্ত্রণার অভাবে প্রজালোক পতিত হয়, কিন্তু মন্ত্রী-বাহুল্যে জয় নিশ্চিত হয়।*"

**হিতোপদেশ ১২: ১৫ পদ,**" *অজ্ঞানের পথ তাহার নিজের দৃষ্টিতে সরল; কিন্তু যে জ্ঞানবান, সে পরামর্শ শুনে।*"

## পরিশিষ্ট ঝ- কার্যপত্র

কার্যকরী শ্রবন স্ব-মূল্যায়ন

**বাড়ীতে অনুশীলন**

আপনার শোনার অভ্যাস সম্পর্কে আরো সচেতন হতে সাহায্য করার কার্যকরী শ্রবন স্ব-মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করুন। ভেবেচিন্তে এবং সৎভাবে প্রতিটির উত্তর দেন।

**জ্ঞান এবং মনোভাব যোগাযোগ করুন।**

| # | তুমি কি----- | বেশিরভাগ সময় | বারবার | মাঝেমাঝে | কখনইনা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ---আপনি যখন তার সাথে সম্মত হন না বা শুনতে চান না তখন আপনার সন্তানকে বোঝান? | | | | |
| ২ | ----আপনি যদি সত্যই আগ্রহী না হন তবে কি বলা হচ্ছে তাতে মনোনিবেশ করান? | | | | |
| ৩ | ---ধারনা করুনআপনি কি জানেন যে আপনার সন্তান কি বলতে চাচ্ছে এবং শোনা থেকে বিরত থাকেন ? | | | | |
| ৪ | --- আপনার নিজের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করুন, আপনার সন্তান কি বলছেন? | | | | |
| ৫ | --- আপনার সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গিও সাথে সংযুক্ত এমন, যদি এটি আপনার থেকে পৃথক হয়? | | | | |
| ৬ | --- এগুলি তুচ্ছ মনে হলেও কিছু শেখার জন্য উন্মুক্ত? | | | | |
| ৭ | --- শব্দগুলি যখন আপনার পরিচিত না হওয়ার উপায়ে ব্যবহার করা হয় তখন কি অর্থ বোঝায়? | | | | |
| ৮ | ---আপনার সন্তান এখনও কথা বলার সময় আপনার মাথায় কি রাগ তৈরী করে? | | | | |
| ৯ | --- শ্রবনের রূপ দেন যখন আপনি থাকবেন না ? | | | | |

| # | তুমি কি | বেশির ভাগ সময় | বারবার | মাঝে মাঝে | কখনই না |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | --- যখন আপনার সন্তান কথা বলে আপনি কি তখন দিবাস্বপ্ন দেখেন ? | | | | |
| ১১ | --- মূল ধারনা গুলোর জন্য অনুসন্ধান করুন, কেবল তথ্য নয়? | | | | |
| ১২ | --- আপনি বুঝতে পেরেছেন যে শব্দগুলি সর্বদা ভিন্ন লোকের কাছে একই জিনিস বোঝায় না? | | | | |
| ১৩ | --- আপনার সন্তান পুরো কথাটি কি আপনি শুনতে চান না এড়িয়ে চলেন? | | | | |
| ১৪ | ---আপনার সন্তান যখন কথা বলছেন তখন তাকে দেখুন? | | | | |
| ১৫ | --- আপনার সন্তান চেহারা কেমন তার চেয়ে তার কথার প্রতি মনোনিবেশ করুন? | | | | |
| ১৬ | ---জানেন আপনি কোন শব্দ বা বাক্য তার কাছে বিরক্তি জনক বা উৎসাহিত? | | | | |
| ১৭ | --- আপনার যোগাযোগের মাধ্যমে আপনি কি অর্জন করতে চান তা সর্ম্পকে চিন্তা ভাবনা করুন? | | | | |

**জ্ঞান এবং মনোভাব যোগাযোগ করুন।**

| # | তুমি কি | বেশির ভাগ সময় | বারবার | মাঝে মাঝে | কখনই না |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৮ | --- পরিকল্পনা বলতে আপনি কি সব চেয়ে ভাল সময় বোঝান? | | | | |
| ১৯ | --- আপনি কি বলবেন আপনার স্ত্রী কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে সে সর্ম্পকে ভাবুন? | | | | |
| ২০ | --- যোগাযোগের সর্বত্তম উপায় বিবেচনা করুন (লিখিত, কথিত এবং সময়)? | | | | |
| ২১ | ---আপনার সন্তানের সাথে কথা বলার সময় আপনার স্ত্রীর মানসিক অবস্থার বিষয়ে যত্নশীল হোন(যদি সে চাপে থাকে, দুঃখি হয়, শত্রু হয়, চিন্তিত হয়, আগ্রহী না হয়, রেগে যায় ইত্যাদি)? | | | | |
| ২২ | --- আপনার যোগাযোগের সাথে আপনার সন্তানের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য করুন? | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৩ | ---ধরে নিন যে আপনার সন্তান কি জানেন যে আপনি কি যোগাযোগ করছেন বা কার সাথে যোগাযোগ করছেন? | | | | |
| ২৪ | --- আপনার সন্তানকেকে প্রতিরক্ষামূলক না হয়ে শ্রদ্ধার সাথে আপনার প্রতি নেতিবাচক অনুভুতি ছড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিন? | | | | |
| ২৫ | ---আপনার শ্রবন দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত প্রচেষ্টা করবেন? | | | | |
| ২৬ | ---আপনি যখন মনে রাখতে সাহায্য করবেন তখন নোটগুলি গ্রহন করবেন? | | | | |
| ২৭ | ---পরিপার্শ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে ছড়িয়ে পড়তে শুনুন? | | | | |
| ২৮ | --- বিচার বা সমালোচনা না করে আপনার সন্তানের কথা শুনুন? | | | | |
| ২৯ | ---আপনার নির্দেশাবলী এবং বার্তাগুলি সর্ম্পকে নিশ্চিত হোন যে আপনি সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছেন? | | | | |
| ৩০ | ---পূর্বসূরিত অনুমান এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আপনার সন্তান কাছে প্রকাশ করুন? | | | | |

**কার্যকর তালিকাভুক্ত স্বমূল্যায়ন হিসাব সূচকটি কার্যকর**

প্রতিটি বিষয়ে আপনি যে পরীক্ষা করছেন সেটিকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন সংখ্যাটিকে বৃত্ত করুন

**কার্যকর শ্রবন স্বমূল্যয়ন**

| # | বেশির ভাগ সময় | বারবার | মাঝে মাঝে | কখনই না |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ২ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ৩ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৪ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ৬ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ৭ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ৮ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৯ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১১ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ১২ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ১৩ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১৪ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ১৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ১৬ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ১৭ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ১৮ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ১৯ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২০ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২১ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২২ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২৩ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ২৪ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২৫ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২৬ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২৭ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২৮ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ২৯ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| ৩০ | ৪ | ৩ | ২ | ১ |
| মোট | | | | |

**সর্বমোট----------**

**( পরের পৃষ্ঠায় আপনার স্কোর পরীক্ষা করুন)**

| | |
|---|---|
| **১১০-১২০ : চমৎকার শ্রোতা** | ---------- |
| **৯৯-১০৯ : গড় শ্রোতার উপরে** | ---------- |
| **৮৮-৯৮ : গড় শ্রোতা** | ---------- |
| **৭৭-৮৭ : নিখুঁত শ্রোতা** | ---------- |
| **<৭৭ : দরিদ্র শ্রোতা** | ---------- |

**পরিশিষ্ট ঞ - কার্যপত্র**

## প্রেমময় যোগাযোগের অভ্যাসগুলি উন্নত করা

**অনুশীলন**

**(স্বতস্ফুর্তভাবে পর্যালোচনা করুন এবং দম্পত্তি হিসাবে আলোচনা করুন)**

---

*কার্যকর শ্রবন স্ব-মূল্যায়ন* সম্পন্ন করার পরে এবং আপনার মোট স্কোর হিসাব করার পরে আপনার যে বিষয়গুলি পরিবর্তন করতে হবে তা অগ্রাধিকারের সাথে তালিকাভুক্ত করুন। পর্যালোচনা এবং দম্পতি হিসাবে আলোচনা করুন।

১. ----------
২. ----------
৩. ----------
৪. ----------
৫. ----------
৬. ----------
৭. ----------

এখন প্রেম কি এবং কি নয় তা পর্যালোচনা করুন: আপনার অনুশীলন বইয়ের **৩ সপ্তাহ:৪র্থ দিন- ৪র্থ সপ্তাহে** এবং আপনি নিজের বাড়িতে যে বাইবেলের যোগাযোগের অভ্যাস অনুশীলন করেছেন তা অগ্রাধীকার অনুসারে তালিকা করুন যেন এগুলি পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং শক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।

১. ----------
২. ----------
৩. ----------
৪. ----------
৫. ----------
৬. ----------
৭. ----------
৮. ----------
৯. ----------
১০. ----------

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আপনি আপনার বাচ্চাদের প্রেমময় যোগাযোগের সম্পর্ক প্রদর্শন করছেন না, তবে দৃঢ় শক্তিশালী ভাবে সুপারিশ করে যে আপনি পুর্নমিলনের জন্য নিচের পদক্ষেপ অনুস্মরন করুন।

১. প্রভুর কাছে এটি স্বীকার করুন এবং তাঁর সন্তানের প্রতি ভালবাসার কথা না বলার জন্য আপনাকে ক্ষমা করতে বলুন।

**১ম যোহন ১: ৯ পদ,"** *যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অর্ধামিকতা হইতে শূচি করিবেন।"*

২. ঈশ্বরকে আপনার সন্তানদের প্রতি নতুন ভালবাসা আপনার হৃদয় পূর্ন করতে বলুন।

**রোমীয় ৫ : ৫ পদ,"***আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতু আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।"*

৩. আপনার সন্তানের কাছে যান এবং একটি বয়সের উপযুক্ত স্বীকারোক্তি তৈরী করুন। উদাহরনস্বরুপ, "আমি আপনাকে ভালবাসি, তবে আমি জানি যে আমি আমার কথাটির সাথে আপনাকে সেই ভালবাসা দেখাইনি। আমি খুব অর্ধৈয্য হয়েছি এবং আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার মা বাবা হতে পেরে আমি খুব আনন্দিত এবং আমি আপনাদের ভালবাসি।

৪. আপনার সন্তানের সাথে প্রার্থনা করুন।

এই ক্ষেত্রগুলি পরিবর্তন করতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা যা পিতা মাতা হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি পূর্ণের শক্তির জন্য প্রভুর কাছে শক্তি চেয়ে প্রার্থনা লিখুন।

---
---
---
---
---
---
---
---
---

## পরিশিষ্ট ট - কার্যপত্র

### কথায় না বলে, আপনার সন্তানকে "ভালবাসি" বলার উপায়

**(বিবাহিত হলে, দম্পতি হিসাবে পর্যালোচনা এবং আলোচনা করুন)**

১. তাদের খেলাধুলার অনুষ্ঠান, সঙ্গীত পরিবেশন, স্কুলের নাটক ইত্যাদিতে যোগ দিন।

২. আপনার সন্তানকে একটি নতুন দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাকে বিশ্বাস করার সুযোগ খুঁজুন।

৩. রবিবার দুপুরে পারিবারিক বনভোজন পালন করুন।

৪. বৃষ্টিতে হাঁটুন এবং একসাথে নর্দমায় ঝাঁপ দিন।

৫. আপনার সমস্ত মনোযোগ দিয়ে আপনার সন্তানের কথা শুনুন।

৬. একসাথে বসুন এবং এবং আপনার সন্তানের প্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখুন।

৭. একটি হ্রদ, পুকুর বা নদীতে একসাথে পাথর সংগ্রহ থেকে বিরত।

৮. বলুন, "আমি তোমার জন্য গর্ব করি"।

৯. আপনার কিশোরী বাইরে বেড়াতে আসার পর, অগ্নিকুন্ডের কাছে একসাথে পপকর্ন খান।

১০. আপনার নিজের পিতামাতার সম্পর্কে আপনি যে জিনিসগুলি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেন সে সম্পর্কে আপনার সন্তানকে বলুন।

১১. একটি পারিবারিক  জল- বেলুন লড়াই করুন (প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আপনাকে ছাড়া)।

১২.  একসাথে একটি সন্ধ্যায় হাঁটুন।

১৩. আপনার সন্তানকে আপনার বন্ধুর কাছে তাদের সম্পর্কে বড়াই করতে দিন।

১৪. শুধু কারণে আপনার সন্তানকে আলিঙ্গন করুন।

১৫. একটি সাক্ষাৎকার স্থগিত করুন এবং পরিবর্তে, এমন কিছু করুন যেটাতে আপনার সন্তান আনন্দ পায়।

১৬. এতদিন স্কুলে যাওয়া বন্ধ থেকে আপনার সন্তানকে অবাক করিয়ে দিন এবং একসাথে সময় কাটান।

১৭. আপনার মেয়েকে বলুন যে সে সুন্দরী।

১৮. আপনার ছেলেকে বলুন যে সে খুব সুদর্শন।

১৯. যখন আপনার ছেলে অথবা মেয়ে কোন ভুল করে তাদের অনুগ্রহ করুন।

২০. প্রতিদিন আপনার সন্তানদের সঙ্গে প্রার্থনা করুন।

২১. আপনার সন্তানদের মতামত জানতে চাওয়ার উপযুক্ত সুযোগ নিন।

২২. আপনার সন্তানের অনন্য ব্যাক্তত্বের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করুন।

২৩. তাদের প্রতি আপনার ভালবাসা প্রকাশ করে একটি ফর্দ্দ লিখুন।

২৪. তাদের পছন্দ খাবার বা বিস্কুট কিনুন।

২৫. পপকর্ণ তৈরী করুন এবং একসাথে একটি পুরানো সিনেমা উপভোগ করুন।

২৬. তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটি রেষ্টুরেন্টে সকালের নাস্তা অথবা রাতের খাবার খাওয়াতে নিয়ে যান।

২৭. একটি শখ গ্রহণ করুন যা তারা বিশেষভাবে করতে পছন্দ করে।

২৮. একসাখে একটি নতুন শখ শুরু করুন।

## **পরিশিষ্ট দ**
## পিতামাতার অঙ্গীকারপত্র

প্রিয় পিতা-মাতা,

আপনি এই পাঠগুলি শুরু করার সাথে সাথে, আপনাকে উতসাহিত করতে চাই যে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন যখন আপনি আপনার পরিবারের জন্য তাঁর নির্দেশনা এবং জ্ঞানের সন্ধান করবেন।

**ইব্রীয় ১১:৬,**"----*যাহারা তাঁহার অন্বেষন করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা।"*

আমি আপনাকে অনুশীলন বইটি শেষ করার জন্য একটি গুরুতর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য মোকাবেলা জানাতে চাই। যদি ঈশ্বর আপনাকে শুরু করতে পরিচালিত করেন তবে জেনে রাখুন যে তিনি আপনাকে শেষ করতে চান। নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি পড়ার পরে, অনুগ্রহ করে নিচে স্বাক্ষর এবং তারিখ দিন।

আমি আমার পরিবারের জন্য প্রভুর ইচ্ছা এবং নির্দেশনা চাইতে , প্রতিটি অভিভাবকত্বের ক্লাসে যোগ দিতে, আমার নির্ধারিত বাড়ীর কাজ সম্পূর্ণ করতে এবং ক্লাসের অন্যান্য পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

---------- ----------

*পিতার স্বাক্ষর* *তারিখ*

---------- ----------

*মাতার স্বাক্ষর* *তারিখ*

## পরিশিষ্ট ন

# বাক্য ও শর্তাবলীর শব্দকোষ

**মেনেচলা:** মানে "স্থির থাকা, কোনও জায়গায় থাকা চালিয়ে যাওয়া, প্রদায়ক না হয়ে সহ্য করা"

**জবাবদিহিতা** - মানে একটি হিসাবে দেওয়ার সাপেক্ষে, জবাবদিহি করা, একজনের আচরণ ব্যাখ্যা করে এমন একটি বিবৃতি।

**উপদেশ-** (ইফি.৬:৪) *নথেশিয়া* (গ্রিক),সতর্কতা, উপদেশ,উৎসাহ বা পুন-প্রমানের যে কোন শব্দ যা সঠিক আচরণের দিকে পরিচালিত করে। এটি বোঝার মাধ্যমে কারো উপর সংশোধনমূলক প্রভাব রাখার ধারণা।

**স্নেহের সাথে আকাঙ্খা -(১থিষকল.২:৮ক)** গ্রিক শব্দ,অনুদিত স্নেহ (হোমইরোমাই; (শুধুমাত্র এখানে নতুন নিয়মে ব্যবহৃত) অর্থ আবেগের সাথে এবং আন্তরিকভাবে কারো জন্য আকাংখা করা এবং মায়ের ভালবাসার সাথে যুক্ত হওয়া, এখানে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য করা হয়েছে একটি স্নেহ এত গভীর এবং বাধ্যতামূলক যা অতুলনীয়। মৃত শিশুদের সমাধিতে প্রাচীন শিলালিপিতে কখনো কখনো এই শব্দটি ছিল যখন বাবা মা খুব শীঘ্রই চলে যাওয়া সন্তানের জন্য তাদের দুঃখের আকাঙ্খা বর্ননা করতে চেয়েছিলেন।

**অনুমোদন-** মানে ক্রমাগত পরীক্ষা করা, আপনার কাজ অনুমোদনের আগে পরীক্ষা করুন।

**অহংকারী বা গর্বিত:** আত্মাভীমানি; বোধ করা বা আত্ম-গুরুতাব প্রদর্শন করা, অন্যদেরকে উপেক্ষা করা। গর্বিত: নিজেকে উচ্চ পদমর্যাদা দেওয়া বা তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যহীন খেতাব দেওয়া।

**মনোভাব** - হল একটি ভঙ্গি বা অবস্থান; একটি অনুভূতি, মতামত বা মেজাজ।

**সব কিছু বহন করা :** বহন করা, স্টেগো(গ্রীক) অর্থ লুকিয়ে রাখা, গোপন করা। ভালোবাসা অন্যের ত্রুটিগুলি আড়াল করে, বা এগুলি ঢেকে দেয়। জাহাজটি জল থেকে উঠানো অথবা বৃষ্টিকে ঢেকে রাখার মত সাম্প্রতিকতা বজায় রাখে।

**আচরণ** - অন্যদিকে, এটি হল "আচরণ বা আচরণের পদ্ধতি।"

**বিশ্বাসকরা:** এটি পিস্তেও (গ্রীক), এবং এর অর্থ বিশ্বাস রাখা, বা কোন কিছুতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হওয়া। এটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রত্যাশিত আশার মনোভাব রয়েছে।

**নির্দোষ**- মানে ত্রুটিহীন, সমালোচকদের যাচাই-বাছাই করতে সক্ষম। আপনি যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যের সাথে এগিয়ে যান, আপনি খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হন এবং আপনার ঈশ্বরীয় আচরণ অন্যদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

**দাম্ভিকতা:** নিজেকে নিয়ে বা নিজের সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি নিয়ে গর্বের সাথে কথা বলা; অহংকার করা।

**তাদের তুলে আনুন** - (ইফি.৬:৪) *একট্রিফো* (গ্রীক), পুষ্টি, পালন, খাওয়ান। বাচ্চাদের মত পরিপক্কতা, লালন - পালন, প্রশিক্ষণ বা শিক্ষিত করার জ্ঞান।

**অভিযুক্ত, অনুনয়, অনুরোধ**- মার্টিরওমিনয় (গ্রিক), "সত্যের বিবরণ" বোঝায় এবং সম্ভবত একজন পিতার আরো নির্দেশমূলক কার্যাবলী বোঝানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। একজন ভালো বাবা উৎসাহ এবং নির্দেশনা দেন। পৌল প্রভুতে তার আধ্যাত্মিক সন্তানদের উপর ছড়ান্ত কর্তৃত্ব দাবি করেননি, তদের জন্য তিনি যা চান তা পান। এটি পৌলের নিজস্ব ইচ্ছা ছিল না কিন্তু স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা ছিল, যা তার কাজ এবং তিনি চার্চকে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা উভয়ই নিয়ন্ত্রন করে।

**শাস্তি বা শৃঙ্খলা**- একই গ্রীক শব্দ যা ইফিষীয় ৬: ৪ (পাইডিয়া) এ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ সংশোধন বা প্রশিক্ষণ। অন্য কথায়, প্রতিটি অপরাধের জন্য একটি পরিণতি আছে; কিছু ধরনের প্রশিক্ষণ/সংশোধন অনুসরণ করা হবে।

**ঠকানো**- ( তোমাকে বন্দী করে নেওয়া এন এ এস বি, কল.২:৮) মানে লুণ্ঠন বা যখন যুদ্ধে লুণ্ঠন করা হয়। এই ক্ষেত্রে এটি বিশ্বাসীদের সম্পূর্ণ সম্পদ লুণ্ঠন করা যা তারা খ্রিষ্টের মধ্যে আছে যেমন বাক্যটি প্রকাশ করেছে, এবং হস্তক্ষেপও তার শক্তি।

**যোগাযোগ** - যোগাযোগের কাজ হল চিন্তা, বার্তা বা তথ্যের আদান প্রদান।

**স্বীকার করুন**- ঈশ্বরের সাথে একমত হয়ে আপনি যে ইচ্ছাকৃতভাবে যা করছেন তা একটি পাপ।

**নিয়ন্ত্রন**- ক্ষমতা প্রয়োগ করা, আধিপত্য বা শাসন করা, সংযত করা, একটি নিয়ন্ত্রক শক্তি।

**মুখোমুখি:** (হিব্রু) পানিয়াম,মুখের আক্ষরিক অর্থ আছে (আদিপুস্তক ৪৩:৩১; ১রাজাবলি ১৯:১৩), কিন্তু এর অর্থ হল একজন ব্যক্তির মেজাজ বা মনোভাবের প্রতিফলন, যেমন প্রতিবাদী (যিরমিয় ৫:৩); নির্মম (২ বিবরনী ২৮:৫০); আনন্দিত (ইয়োব ২৯:২৪); অপমানিত (২ শমূয়েল ১৯:৫); আতঙ্কিত (যিশাইয় ১৩:৮)। ধর্মগ্রন্থ আমাদেরকে একটি খারাপ মুখের উদাহরণ দেয় (মথি ৬:১৬); এবং একটি ভাল (গীতসংহিতা ৪:৬)।

**অবজ্ঞা**- হল যখন একটি শিশু শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যা তাদের অপরিপক্কতার বোকামি অনুস্মরণ করে।

**অপবিত্র**- মানে দূষিত করা, অপবিত্র করা; বা দূর্নীতিগ্রস্থ।

**ভক্তিপূর্ণ**- পবিত্র, ধার্মিক, পবিত্র ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত। এটি খ্রিষ্টের সাথে আপনার স্থায়ী সম্পর্ককে বর্ননা করে। আপনি যখন ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হন, তখন সেই সম্পর্কটি একটি পবিত্র জীবনের উৎস এবং নিম্নলিখিত দুটি আচরণ সাধারণত অনুস্মরণ করে।

**অধ্যাবসায়ের সাথে** - অধ্যাবসায়ীভাবে মনোযোগী; একটি বিষয় বা সাধনা প্রয়োগে অবিচল এবং আন্তরীক; সতর্ক মনোযোগ এবং প্রচেষ্টার সাথে বিচার করা হয়েছে; অসতর্ক বা অবহেলা নয়।

**শিষ্য-**(ক্রিয়া) ঈশ্বরের বাক্য এবং নৈতিকতা এবং মূল্যবোধকে আমাদের শিশুদের হৃদয়ে উদাহরণ ও নির্দেশের মাধ্যমে স্থাপন করা, তাদের প্রার্থনা শেখানো এবং কিভাবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় (আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষন)।

**শিষ্য-**(বিশেষ্য) গ্রিক, গণিত, একজন ছাত্র কিন্তু এর অর্থ অনেক কিছু। এটি একজন অনুসারী যিনি তাকে দেওয়া নির্দেশ গ্রহন করে এবং এটিকে তার আচরণের নিয়মে পরিণত করেন । ক্লাসিক গ্রিক ভাষায় ম্যাথেটিসকে আমরা শিক্ষার্থী বলে ডাকি যিনি কেবল শিক্ষকের কাছ থেকে তথ্যই শিখেন না, তার মনোভাব এবং দর্শনের মত অন্যান্য বিষয়ও শিখেন। এই ম্যাথেটসকে আমরা ছাত্রসঙ্গী বলতে পারি, যিনি শুধু বক্তৃতা শোনার জন্য ক্লাসে বসেন না, বরং যিনি জীবন শেখার পাশাপাশি ঘটনাগুলি শিখতে শিক্ষককে অনুস্মরণ করেন এবং ধীরে ধীরে চরিত্রটি গ্রহন করেন।

**শিষ্য করন/শিষ্যত্ব** - *শিষ্যত্ব হল একটি ইচ্ছাকৃত সম্পর্ক যেখানে আমরা খ্রীষ্টে পরিপক্কতার দিকে বেড়ে ওঠার জন্য প্রেমে একে অপরকে উত্সাহিত করতে, সজ্জিত করতে এবং মোকাবেলা করার জন্য অন্য শিষ্যদের পাশাপাশি হাঁটি, এর মধ্যে রয়েছে শিষ্যকে অন্যদের শেখানোর জন্য সজ্জিত করা।*

**শিষ্যত্ব/প্রত্যক্ষ-** নির্দেশনা- শিষ্যত্ব হল সেই সময় যেটা আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভক্তিমূলক (বাইবেল অধ্যয়ন) করার জন্য আলাদা করে রাখেন । এটি একটি পরিকল্পিত কার্যকলাপ যা পরিবারকে জড়িত করে।

**শিষ্যত্ব/পরোক্ষ-** নির্দেশনা- শিষ্যত্ব ঘটে যখন ঈশ্বর একটি তথ্যগত, বা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির অপরিকল্পিত আলোচনার জন্য একটি সুযোগ উপস্থাপন করেন। এর মানে হল যে একজন অভিভাবক মনোযোগ দিচ্ছেন, সেই সুযোগগুলি দেখছেন।

**শৃঙ্খলা-** (ইফি.৬:৪) একজন পরিপক্ক প্রাপ্তবয়স্কের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য স্থাপন করা, যা **ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা** এবং **আত্মনিয়ন্ত্রণ**, আমাদের শিশুদের মধ্যে(প্রশিক্ষণ আচরণ)।

**নিরুৎসাহিতঃ** এথুমিও (গ্রীত), একটি খুব অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ শব্দ। এই শব্দের মূল হল থুমাস, যার অর্থ হিংসাত্মক গতি বা মনের আবেগ, যেমন রাগ বা ক্রোধ। শব্দের সামনে "এ" (আলফা) রেখে, এটি একটি নেতিবাচক হয়ে যায়, যার অর্থ "ছাড়া"। সুতরাং এর অর্থ আবেগ ছাড়া, হতাশ, মনের মধ্যে অস্থির, এবং সাহস হারানোর ইঙ্গিত দেয়।

**সংশোধন-** ওকোডম(গ্রীক) এর অর্থ আত্মিক লাভ বা অন্য কারো উন্নতির জন্য গঠন করা এবং একটি বাড়ি বা কাঠামো তৈরীর ইঙ্গিতও ব্যাবহৃত হয়।

**উৎসাহিত করা বা সান্ত্বনা-** অনুপ্রাণিত করা, সমর্থন করা;কষ্ট বা চিন্তার সময়ে সান্ত্বা দেয় প্রফুল্ল করার জন্য এবং সঠিক আচরণকে অনুপ্রাণিত করার জন্য নকশা। এই ধরনের পিতার প্রভাব আমাদের শিশুদের মধ্যে সঠিক আচরণ অণুপ্রাণিত করতে পারে না । অবশ্যই এর অর্থ হল আমাদের নিজেদের মরতে হবে এবং কোমল প্রেমে পরতে হবে।

**সব কিছু সহ্য করুন-** সহ্য করা, হুপোমেনো (গ্রীক) এর অর্থ সহ্য করা, কষ্টের বোঝা হিসাবে ভোগ সহ্য করা। এছাড়াও রোগী স্বীকৃতি পান,( যখন এটি আর সহ্য করতে পারে না বা আশা করতে পারে না।

**হিংসা-** এটি অন্যের শ্রেষ্টত্ব বা সৌভাগ্যের দৃষ্টিতে অসন্তুষ্টি বা অস্থিরতা, কিছুটা ঘৃনা এবং সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আকাঙ্খার সাথে; বিদ্বেষপূর্ণ হতাশা।

**উপদেশ -** প্যারাক্লিও, (গ্রিক), কারো পক্ষে ডাকা, সাহায্য করা, উৎসাহিত করা, উপদেশ দেওয়া বা কেউকে কিছু করার পরামর্শ দেওয়া। আমাদের সন্তানদের পাশাপাশি আমাদের আসতে হবে এবং তাদের প্রভুর জিনিস বাড়াতে তাদের সাহায্য করতে হবে।

**বিশ্বাস-** *পিস্তিও (গ্রিক)*, মানে বিশ্বাস করা, ভরসা করা; বিশেষ করে দৃঢ়ভাবে কিছু হিসাবে রাজি করা । এটি কেবল একটি মানসিক সম্মতি দেওয়ার চেয়ে বেশি নয়, এর অর্থ যা বিশ্বাস করা হয় তারউপর কাজ করা।

**মুর্খতা**- মানে বোঝার অভাব, বুদ্ধিহীন, যুক্তিহীন, হাস্যকর, বিচারের অভাব।

**ত্যাগ-** শব্দের অর্থ অস্বিকার করা। এই বাক্যটি প্রতিদিন আমাদেরকে ঈশ্বরের অগ্রাধীকার বাক্য হিসাবে সারিবদ্ধ করতে বলেছে, যা তাঁর ইচ্ছা আমাদের উপরে রাখে।

**কোমল:** আপাতদৃষ্টিতে, উপযুক্ত বলে বোঝায়; তাই ন্যায়সঙ্গত, ন্যায্য, মধ্যপন্থী, সহনশীল, আইনের চিঠির উপর জোর না দিয়ে; এটি সেই বিবেচ্যতা প্রকাশ করে যা মানবিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে একটি মামলার সত্যতা দেখায়।

**সত্যতা**- শব্দটি, আধিপত্য (গ্রীক), এর অর্থ এমন একটি যা পরীক্ষা করা হয়েছে। এটি সমস্ত ধাতব অপসারনের প্রক্রিয়াধীন ধাতুগুলির বর্ননা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

**লালন-** (কোমল যত্ন,এন এ এস ১ থিষকল.২:৭গ)- মনোযোগ দেওয়া, পরিচর্যা করা, তাপ দ্বারা নরম রাখা, পাখিদের মত উষ্ণ রাখা যেমন তারা বাচ্চাদের পালক দিয়ে ডেকে রাখে (২ বিবরণ ২২:৬)। কোমল ভালবাসা, যত্নের সাথে লালন পালন করা।

**গৌরব** - সম্মান করা, সম্মানিত করা বা সম্মানিত স্থানে রেখে তাকে সম্মান দেওয়া।

**পরিণতি-** যা একটি নিয়ম ভঙ্গ করার ফলে অনুসরণ করে। অন্য কথায়, যখন আপনার একটি নিয়ম থাকে তখন সেই নিয়মটি ভঙ্গ করার জন্য যার একটি সংশোধনমূলক ফলাফল থাকতে হবে।

**প্রধান-** প্রধান বা নেতৃত্বের ব্যক্তি যার কাছে অন্যরা অধস্তন।ব্যক্তির রূপকভাবে, অর্থাৎ প্রধান, যার কাছে অন্যরা অধস্তন, যেমন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কযুক্ত; খ্রিষ্টের সাথে মন্ডলীর সম্পর্ক, যা তার দেহ এবং এর সদস্য তাঁর সদস্য ( ১ করিঃ ১২:২৭; ইফিঃ ১:২২; ৪:১৫; ৫:২৩; কলঃ ১:১৮; ২:১০, ১৯) ; খ্রিষ্টের ব্যাপারে ঈশ্বরের সম্পর্ক (১ করিঃ ১১:৩)। কলঃ ২:১০ এবং ইফিঃ ১:২২ পদে, ঈশ্বর খ্রিষ্টের প্রধান হিসাবে মনোনীত।

**হৃদয় :** *লেবার* (হিব্রু শব্দ) অর্থ হৃদয়, মন, অন্তস্থ ব্যাক্তি। এই শব্দের প্রাথমিক ব্যাবহার অন্তঃস্থ ব্যাক্তির সম্পূর্ন স্বভাব বর্ননা করে । *"কর্দিয়া"* গ্রীক শব্দ, অর্থ হ'ল বাসনা, অনুভুতি, স্নেহ, আবেগ, আবেগের আসন, অর্থাৎ হৃদয় বা মন ।

**ক্ষতিঃ** পিতা-মাতা, প্রাক্তন স্ত্রী, সন্তান, বর্তমান স্বামী বা যে কারোর প্রতি তিক্ততা পোষন করে, ঈশ্বর আপনার জন্য যে চরিত্রের পরিবর্তন চান তা রোধ করে। তিক্ততা ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় যা আধ্যাত্মিকভাবে চলতে এবং বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন, এবং আমাদের অন্যদের কাছে দুষিত করে। ইব্রীয় ১২: ১৫ পদে বলে, " *.....পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দূষিত হয়।"*

**ভন্ড-** এমন কেউ যে ভুয়া কাজ করে বা নকল;একজন মানুষ যিনি অনুমান করেন, কথা বলেন বা অভিনয় করেন একটি নকল চরিত্রের অধীনে।

**প্রদান-** এই ক্রিয়াটিতে কিছু ভাগ করার ধারণা রয়েছে , যা ইতিমধ্যেই অংশে ধরে রেখেছে।

**সততা-** এখানে হৃদয়ের একতা নির্দেশ করে, দ্বিমুখী নয়- যে তার ইচ্ছা অনুযায়ী চলে এবং ঈশ্বরের ধার্মিকতার উদাহরণ দেয়।

**ন্যায়পরায়ণ-** মানে সততা ও সততার সাথে চরিত্র ও আচরণের ন্যায়পরায়নতা, ঈশ্বর যা খুশি করেন সেই অনুসারে জীবনযাপন করতে চান। আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য জানেন, আপনি সঠিক এবং ভূল বিচার করতে সক্ষম।

**দয়াঃ** চেরিতোস (গ্রীক) ভালো করতে , কঠোর , তিক্ষ্ণ, তিক্ত বা নিষ্ঠুর বিপরীতে কোমল, করুনাময়, সহানুভুতিশীল, করুনাময় এবং ভালোস্বভাব যুক্ত বলে বোঝায়। শব্দটি নৈতিক উৎকর্ষতার ধারণাও প্রকাশ করে।

**জ্ঞান :** জ্ঞান এপিগনসিস ( গ্রীক), যার অর্থ জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ন অংশগ্রহন এবং পরে প্রয়োগ।

**দীর্ঘস্থায়ী বা ধৈর্য্য :** দীর্ঘ মেয়াদী হওয়া, তাড়াহুড়ো রাগের বিপরিতে,এর পরিবর্তে এটি মানুষের প্রতি বোঝার এবং ধৈর্য ধারন করে এর জন্য আমাদের পরিস্থিতি অবলম্বন করাও দরকার, বিশ্বাস না হারানো বা হাল ছেড়ে দেওয়া নয়।

**ভালবাসা-** *আগাপে (গ্রীক),* ঈশ্বরের হৃদয় অযোগ্য পাপীদের প্রতিক্রিয়া, অপরিসীম ভালবাসা (আগাপে) হচ্ছে ঈশ্বরের প্রেমের অত্মা তাঁর প্রেমের বস্তুর সুবিধার জন্য আত্মত্যাগের উদ্দেশ্যে চালিত। ঈশ্বরের অপরিহার্য্য গুন যা অন্যের কর্মের বিষয়ে বিবেচনা করে অন্যের পক্ষে সর্বোআগ্রহ অর্জন করে এটি ঈশ্বরের সাথে জড়িত যা তিনি জানেন তা করা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। তেমন দরকার নয় মানুষ যেটা আশা করে। এটা ভালবাসার জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে।

**ভালবাসা-** *ফিলিও (গ্রীক),* মানব আত্মার প্রতিক্রিয়া যা এটির কাছে আনন্দ দায়ক বলে মনে করে। ফিলিও মনে হয় নির্মম ভাবে সতন্ত্র সম্মানের উচ্চ সম্মানের এবং কোমলতার কথা বলে এবং আরও বেশী সংবেদনশীল। ফিলিও হ'ল বন্ধুত্বের ভালবাসা! সেই ভালবাসার ধারনা থেকে একজন যে আনন্দ লাভ করে তার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

**শিষ্য তৈরী করুন** - (ক্রিয়া) গ্রীক, ম্যাথেটিউ, শিষ্য তৈরী করা (মথি ২৮:১৯; প্রেরিত ১৪:২১); শিষ্য বানানোর উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়া (মথি ১৩: ৫২)। এটি "ধর্মান্তরীত করা" এর মতই নয়, যদিও এটি অবশ্যই উহ্য। "শিষ্য তৈরী করুন" শব্দাট এই সত্যটির উপর কিছুটা বেশী চাপ দেয় যে, কীভাবে যীশুকে অনুসরণ করতে হবে, কীভাবে যীশুর প্রভুত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে সে সম্পর্কে নতুন বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিযে মন, সেইসাথে হৃদয় এবং ইচ্ছাকে অবশ্যই ঈশ্বরের জন্য জয়ী হতে হবে। করুনাময় সেবা তাঁর মিশন গ্রহন, এটি শিক্ষকের ছাত্র হিসাবে যীশুর সাথে লোকদের সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসা এবং তাদের নিজেদের উপর তাঁর নির্দেশের জোয়ালকে অধিকারের (মথি ১১:২৯), তাঁর কথাগুলিকে সত্য হিসাবে গ্রহন করা এবং যা সঠিক সেই হিসাবে তাঁর ইচ্ছাকে বশ্যতা স্বীকার করাও জড়িত।"

**হেরফের করা** - মানে নিয়ন্ত্রিত করা বা কৌশলী, অন্যায্য এবং কপট উপায়ে, বিশেষ করে নিজের সুবিধার জন্য খেলা।

**ধ্যান:** বাইবেলের কথায় এটা নিরব অনুশীলন ছিল না। এর অর্থ হাহাকার, উচ্চস্বরে বা গর্জনকারী আওয়াজ গুলি যেমন অর্ধেক পড়া বা নিজের সাথে কথোপকথন করা, পাঠের সাথে নিজের মিসক্রিয়া করা যাতে এটি আপনার মন ভিজবে বা বুঝ আসবে। পানিতে / জলে চা ব্যাগ যেমন তরলকে সঞ্চারিত করে, তেমনি শাস্ত্রের উপর ধ্যান করা আমাদের মনকে ছড়িয়ে দেয়।

**মন্ত্রী** – (বিশেষ্য) কোন চাকর বা ওয়েটার, যে তত্ত্বাবধান করেন, পরিচালনা করেন।

**মন্ত্রী** – (ক্রিয়া) সামঞ্জস্য করা, নিয়ন্ত্রন ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা, পরিবেশন করা, অন্যের সেবা প্রদান, শ্রমের জন্য প্রভুর দাস হওয়া।

**নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ-** খ্রিস্টানদের জন্য, নৈতিকতা ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক এবং ভুল দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। মূল্যবোধ হল সেই নীতিগুলি, বা কর্মগুলি যা আপনি অনুস্মরণ করেন, যার অর্থ হল আপনার আচরণ দেখায় যে আপনি কোনটিকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন।

**অন্যায়ে আনন্দিত হবেন না:** এর অর্থ হল আপনি যখন কাউকে পাপ করতে দেখেন বা ভুল করেন, তখন আপনি তাতে সন্তুষ্ট হবেন না বরং তার প্রতি প্রতিরোধমূলক হন।

**সেবিকা** - ( ১ থিষ.২:৭খ) স্তন্যপান করা, দুধ খাওয়ানো, পুষ্টি, প্রশিক্ষন, এমন কিছু যা পুষ্ট করে এবং পুষ্টি সরবরাহ করে, লালন পালন করে বা অন্য কিছুর উন্নতি করে।

**নিখুঁতভাবে প্রশিক্ষিত**- *কাতারটিজো* (গ্রীক), মানে হল একটি জিনিসকে তার উপযুক্ত অবস্থায় রাখা, প্রতিষ্ঠা করা, সজ্জিত করা যাতে এটির কোন অংশে ঘাটতি না হয়।

**সঠিক/পরিপক্ক** - (ইফি. ৪:১৩) *টেলিওস* (গ্রীক), যার অর্থ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য; সমাপ্ত, যা শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে, মেয়াদ, সীমা; তাই, সম্পূর্ণ, পূর্ণ, কিছুই না চাওয়া।

**নিপীড়ন** - আঘাত, দুঃখ বা কষ্ট দেওয়ার পদ্ধতি অনুস্মরণ করা; নিপীড়ন করা; ভোগান্তির কারণ হতে নিষ্ঠুরতার সাথে প্রতিষ্ঠা করা।

**ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা:** নিজের যত্ন নেওয়ার ক্ষমতা; আপনি যে জিনিসগুলি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন বা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অনুসরণ করতে, অন্য কেউ আপনাকে মালিকানা গ্রহণ, দায়বদ্ধ হওয়া এবং আনার ক্রিয়াকলাপের জন্য দায় স্বীকার করার জন্য অনুরোধ না করে।

**শক্তি** - *ডুনামিস* (গ্রীক), যা গতিশীল শক্তি হিসাবে অনুবাদ করে, বা শুধুমাত্র ঈশ্বর যা করতে পারেন তা করার ক্ষমতা।

**শাস্তি** - অনুপ্রানিত করার জন্য একটি পরিমাপিত পরিমান ব্যথা, বা শাস্তির প্রবণতা। শাস্তি সামগ্রিক শৃঙ্খলা পরিকল্পনার অংশ, কিন্তু এটি একটি সংশোধনমূলক ফলাফল থেকে ভিন্ন। শাস্তি একটি শিশুকে পিতামাতার কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এবং সংশোধনমূলক পরিণতি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে।

**উদ্দেশ্য** - একটি উদ্দেশ্য, বা পছন্দসই, ফলাফল বা লক্ষ্য।

**প্রতিক্রিয়া:** অভিধানটি শব্দটির সংঙ্গা দেয়  উদ্দীপক বা উদ্দিপনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করা,বিরোধী হয়ে কাজ করা ।

**দেহরূপে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা** - একটি খ্রিস্টান হিসাবে পাপী পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তার পুরানো পতনের প্রকৃতির অভ্যাস হিসাবে বা পবিত্র আত্মার শক্তি এবং প্রজ্ঞার চেয়ে নিজের শক্তি এবং বোঝার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

**তিরষ্কার** - মানে দোষী সাব্যস্ত করা, ভুল প্রমান করা।

**সত্যে আনন্দিত** -  এর অর্থ হ'ল আপনি প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন বা আপনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে সত্যে আনন্দ করতে পারবেন।

**অনুতপ্ত**- *সমাধান করতে; একজনের পাপের জন্য অনুশোচনার ফলে একজনের জীবন সংশোধন করা; ঈশ্বরের সামনে কেউ যা করছে বা বাদ দিয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ঘুরে ঘুরে অন্য দিকে যেতে; একজনের মন, ইচ্ছা এবং জীবন পরিবর্তন করতে, যার ফলে আচরণের পরিবর্তন করতে, যার ফলে আচরণের পরিবর্তন হয়; জিনিসগুলি অন্যভাবে করতে।*

**প্রতিশোধ** - মানে "অপমানের বিনিময়ে আঘাত করা।"
**আঘাত** - সকলকিছু এবং যেকোন দুঃখকষ্টের অন্তর্ভুক্ত, যা ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের জন্য আদেশ করেন, যা সর্বদা তাদের ভালোর জন্য কলাকৌশল করা হয়া এছাড়াও এটি পরীক্ষা এবং ক্লেশের সম্পূর্ণ পরিসীমা অন্তর্ভুক্ত করে, যা তিনি নির্দ্দিষ্টভাবে নির্দেশ করেন এবং যা পাপকে ধ্বংস করতে এবং বিশ্বাসকে লালন করার জন্য কাজ করে।
**স্ব-অনুসন্ধান**- মানে আমাদের নিজস্ব উপায়ে জিনিস করা, আমাদের ব্যবহার করা বা পছন্দের ক্ষেত্রে এই বিশ্বের প্রজ্ঞা।

**বন্ধ করুন** - মানে বন্ধু, ফোন, রেডিও, কম্পিউটার, খেলা বা আইপেড ছাড়াই ঘরের সীমাবদ্ধতা।

**প্রতিক্রিয়া-** অভিধান অনুসারে," আমরা যখন কারও প্রতি ইতিবাচক বা অনুকূলভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই,"(৭)।
আমরা যখন প্রতিক্রিয়াশীল হই তখন গবেষকগন আমাদের বলে যে আমরা গ্রহনযোগ্য উপায়,প্ররোচনামূলক,বা ইতি বাচক আচরন করছি, যা প্রেমের প্রতিক্রিয়ার বিপরীত।

**প্রেমে সাড়া দেওয়া-** একজন খ্রীষ্টিয়ানের ভালোবাসায় সাড়া দেওয়ার অর্থ হল পবিত্র আত্মার আভ্যন্তরিন পথ নির্দেশনায়, ভালোবাসায়, প্রজ্ঞা এবং শক্তি দিয়ে একটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দেওয়া ।

**পুরস্কার-** একটি মহান মূল্যবান মূল্য।

**যথাযতভাবে বিভাজন:** আপনার যেমন, কাঠের কাজ, রাজমিস্ত্রী বা কাপড়ের টুকরা কেটে একসাথে করে সোজা সেলাইয়ের জন্য ধারনা রয়েছে।

**অভদ্র**- রুক্ষতা দ্বারা চিহ্নিত; কঠোর, মারাত্মক,কুরুচিপূর্ণ, অভদ্র, বা পদ্ধতিতে বা ক্রিয়াকলাপ।

**শাসন-** শাসন, পরিচালনা, নেতৃত্ব, রাখাল এবং নির্দেশনা। অর্থাৎ এর অর্থ হল কোন কিছুর যত্ন নেওয়া, পরিশ্রমী হওয়া, অনুশীলন করা।

**প্রথমে সন্ধান করুন:** একটি আদেশ যা শুরু হয় কখনও থামবে না (মথি ৬:৩৩)।

**আপনার মনকে সন্ধান করুন এবং স্থাপন করুন:** প্রয়োজনীয় কাজগুলি, কাজটি নির্দেশ করে যে একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়। "সন্ধান" অর্থ সন্ধান এবং অনুসন্ধানের চেষ্টা করা। "আপনার মন স্থির করুন" ইচ্ছার, স্নেহ ও বিবেকের গভীরতায় (কল.৩:১-২)।

**আপনার নিজের উপায়ে অনুসন্ধান করুন:** এই ব্যাক্তি তার ক্রিয়াকলাপ বা উপায়গুলি কীভাবে অন্যকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ ছাড়াই, নিজের স্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ততার অনুস্মরন করে। এই ব্যাক্তি গ্রহন করতে রাজি নয়, যার মধ্যে ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন বা তাদের পত্নী থেকে নির্দেশ রয়েছে।

**আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-**মানসিক,শারিরীক এবং আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা; ক্ষমতা সর্বদা সর্বনিম্ন প্রতিরোধের পথ উৎপন্ন করে।

**পাপের কর্মভার-** যার অর্থ আমরা আমাদের নিজস্ব কর্তৃত্বের বাইরে কাজ করে পাপ করিঅ ঈশ্বর বলেন না এটা করবেন না, এবং আমরা যাইহোক এটা করি। উদাহরণ: ঈশ্বর বলেছেন চুরি করো না (ইফি. ৪:২৮), কিন্তু আমরা চুরি করি।

**পাপ বাদ দিন-** যার অর্থ হল আমরা ঈশ্বরের দ্বারা যা সঠিক তা না পাপ করি, তিনি আমাদের কিছু করার আদেশ দেন, এবং আমরা তা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বা, অজ্ঞতার কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের সাথে আমরা যা ভাল মনে করি সে অনুযায়ী আচরণ করি, না করি। ঈশ্বরের ইচ্ছা।আরেকটি উদাহরণ: ঈশ্বর ক্ষমা করতে বলেছেন, কিন্তু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

**কর্মচারী** - তত্ত্বধায়ক ; ম্যানেজার ; যিনি একজন অভিভাবক, প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করেন।

**অধ্যায়নঃ** এই শব্দটি একটি আবশ্যক ক্রিয়া, যার অর্থ এটি করা এবং করা চালিয়ে যাওয়ার আদেশ। শব্দটি একটি উদ্যোগী অধ্যাবসায়কে বোঝায়, পরিশ্রমী হওয়া, নিজের চেষ্টা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা , লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী ও আন্তরীক হতে।

**বিনয়ী-** হেপোটাসো (গ্রিক), অর্থ দেওয়া বা সহযোগীতা করা, দায়িত্ব গ্রহন করা এবং বোঝা বহন করার একটি স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব।

**মন্দ চিন্তা করে না-** লজিজোমাই(গ্রীক), একাউন্টিং বা হিসাব শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জিনিসগুলিকে নিজের মনে রাখে, গননা করা বা সংযোজন করা হয়, নিজেকে গননার সাথে দখলদারি করতে হয়।

**প্রশিক্ষণ :** মূল হিব্রুতে চাণক, যার অর্থ ঐশ্বরিক সেবার জন্য উৎসর্গ করা বা আলাদ রাখা।

**প্রশিক্ষন -** পাইডিয়া (গ্রীক), মানে শাস্তি দেওয়া, পাপী সন্তান এবং পুরুষেরাও অন্তর্ভুক্ত কারণ সমস্ত কার্যকারী নির্দেশনা, অনুশাসন ও সংশোধন ... যেভাবে প্রভু অনুমোদন করেছেন।

**প্রশিক্ষণ -** ইচ্ছামতো বৃদ্ধি পেতে; তৈরী করা বা প্রস্তুত করা বা দক্ষ করা।

**প্রতিটি ভাল কাজের জন্য পুরোপুরি সজ্জিত-** এটি আমাদের উভয়েরই ইচ্ছা বোঝার এবং তাঁর আনুগত্যেরমধ্যে দিয়ে অনুস্মরন করার ক্ষমতা দেওয়া, তাঁর বাক্যে বাইবেলের নীতিগুলি অনুস্মরন করা ঈশ্বরের ইচ্ছা।

**রুপান্তর-** একটি *মেটামোরফো* (গ্রীক) রুপক যাথেকে আমরা আমাদের ইংরেজি শব্দ রুপান্তরিত শব্দটি পাই: সম্পূর্ন ভিন্ন ভিন্ন কিছুতে রুপান্তরিত করার জন্য, একটি শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতিতে পরিনত হওয়ার মত।

**শূণ্যতাঃ** এমন কিছু বিষয় যা বাদ পড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুর কিছু বিকাশমূলক মানসিক চাহিদা আছে যা অবশ্যই সুশৃঙ্খল, যথাযথ শৃঙ্খলা সহ প্রেমময় কর্তৃত্বের মাধ্যমে লালন করা উচিত। যদি এই চাহিদাগুলি আপোস করা হয় এবং/ অথবা প্রদান করা না হয়,তাহলে শিশুর মধ্যে একটি শূন্যতা তৈরী হয়। এটি প্রায়শই ঘটে কারণ বাবা-মা তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্বগুলি বা ভাল বা খারাপের জন্য তাদের প্রভাবের মাত্রা বোঝে না। অধিকাংশ শিশু কি অনুপস্থিত, শূন্যতা কি তা সনাক্ত করতে পারে না, কিন্তু তারা সহজভাবে এটিকে কিছু দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করবে। উদাহরণস্বরূপ, সত্যিকারের ভালবাসার অভাব এবং যথাযত শৃঙ্খলা একটি শিশুকে আসক্তি এবং/অথবা মানসিক এবং মানসিক সমস্যাগুলির জন্য দুর্বল করে তুলতে পারে যা ধ্বংসাত্মক আচরণের দিকে পরিচাণিত করে। যখন আপনি এই পাঠগুলিরমধ্য দিয়ে যান, আপনি বাইবেলের নির্দেশনা পাবেন যা *অনুসরণ* করলে আপনার সন্তানের সাথে একটি সুস্থ সম্পর্ক তৈরী করতে পারে এবং আপনার সন্তানের মধ্যে মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তিও হতে পারে

**ফুসলানোঃ** মেথিডিয়া (গ্রিক), যা ইংরেজী শব্দ যা নৈপুন্য,চতুরতা এবং প্রতারণা নির্দেশ করে। এই শব্দটি প্রায়শই একটি বন্য প্রাণীর জন্য ব্যবহৃত হত যা চালাকি করে ডালপাল ও অপ্রত্যাশিতভাবে তার শিকারকে ছুড়ে ফেলে। শয়তানের মন্দ পরিকল্পনা চুরি ও প্রতারণার চারপাশে নির্মিত।

## পরিশিষ্ট প
## ক্ষমা ও পুনর্মিলনের জন্য বাইবেলের নীতিমালা

**ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব।**

**সার্বভৌম** শব্দের অর্থ - *সর্বোচ্চ ক্ষমতা, সীমাহীন প্রজ্ঞা এবং পরম কর্তৃত্বের অধিকারী।*

> **দানিয়েল ৪:৩৫,***"আর পৃথিবী নিবাসীগণ সকলে অবস্তবৎ গণ্য; তিনি স্বর্গীয় বাহীনির ও পৃথিবী-নিবাসীদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কার্য করেন; এবং এমন কেহ নাই যে ,তাহার হস্ত থামাইয়া দিবে , কিংবা তাহাকে বলিবে, তুমি কি করিতেছো ?"*

> **গীতসংহিতা ১৩৯:১-৪,** *" হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছো, আমাকে জ্ঞাত হইয়াছো। তুমিই আমার উপবেশন ও আমার উত্থান জানিতেছো,তুমি দূর হইতে আমার সংকল্প বুঝিতেছো। তুমি আমার পথ ও আমার সয়ন তদন্ত করিতেছো, আমার সমস্ত পথ ভালো রুপে জানো। য়খন আমার জিহবাতে একটি কথাও নাই, দেখ, সদাপ্রভু, তুমি উহা সমস্তই জানিতেছো।*

গীতসংহিতা ১৩৯: ১-১৮ শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে নিবিড় ভাবে জানেন, আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং চিন্তা ভাবনা আমাদের জানার পূর্বে তাঁর জানা ছিলো। ঈশ্বরের কাছে আপনার হৃদয় খোলার আগে, যীশুকে প্রভু ও ত্রানকর্তা হিসাবে গ্রহন করার মাধ্যমে, তিনি জানতেন যে আপনি তার কাছে আসবেন কি না এবং আপনাকে স্বাধীন ইচ্ছা হিসাবে উপহার দিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে কারো বিনাশ হোক এবং বেছে নিন যে সমস্ত তার অনুস্মরন করবে। কিন্ত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা দান করেন।

ঈশ্বর মানব জাতিকে ভালো মন্দ বাছাই করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অতএব, এটি এখন বাস্তবতা যে খ্রীষ্টে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য বেছে নেওয়া সকলেই এখনো একটি পাপময় বিশ্বে বাস করে এবং তাদের চারপাশের মন্দকে স্পর্শ করে। ঈশ্বর তার সন্তানদের সমস্ত সমস্যা ও মন্দ থেকে রক্ষা করেন, লোকেরা কেবলমাত্র একটি সহজ জীবনের নিশ্চয়তা লাভের জন্য তাঁর কাছে ফিরে আসতে প্ররোচিত হবে। আসলে, এটি খুব যুক্তিসংগত যে ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে কাজের ও জীবনের বিষয়ে স্বর্গে যে ঐতিহাসিক চরম পরিক্ষা শুরু হয়েছিলো।

শয়তান উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিল,

> **ইয়োব ১: ৯-১১,**" *ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে, তুমি তাহার চারিদিকে ,তাহার বাটির চারিদিকে ও তাহার সর্বস্বের চারিদিকে কি বেড়া দাও নাই? তুমি তাহার হস্তের কার্য আর্শিবাদ যুক্ত করিয়াছো,এবং তাহার পশু, ধন দেশময় ব্যাপিয়াছে। কিন্ত তুমি একবার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব স্পর্শ করো, তবে সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে।"*

ঈশ্বর শয়তানকে তার সম্পত্তি , তার সন্তান এবং অবশেষে তার সাস্থ্যের ক্ষতি করার মধ্য দিয়ে ইয়োবের উপর মন্দ আনার অনুমতি দিয়েছিলেন।ঈশ্বর একজন প্রেমময় পিতা এবং তিনি আমাদের জীবনে মন্দ আনেন না; তবে , তাঁর উদ্দেশ্য এবং আমাদের চুড়ান্ত ভালোর জন্য, তিনি আমাদেরকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করতে দেন। কাজেই দুঃখকষ্টের ফলাফলটি ছিলো ঈশ্বরের সাথে পালকের বিশ্বাস এবং ঘনিষ্ঠতা।

ইয়োব বুঝতে পারেননি যে ঈশ্বর কেনো তাকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে দিয়েছিলেন (ঈশ্বর ঘোষনা করলেন যে তিনি কাজের মধ্যে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন ইয়োব ২:৩ ) তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কেনো?" বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ইয়োব এই প্রশ্নটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, সরাসরি সন্তোষজনক উত্তর চেয়েছে কিন্ত কাজের শক্তি তাঁর গৌরবকে মনোনিবেশ করে যা সৃষ্টিতে প্রদর্শিত হয় । ঈশ্বরের মাহাত্ম্য গভীর ভাবে বোঝার মাধ্যমে কাজে সন্তষ্ট ছিলো।

- **আপনি আমাকে কি সেখানোর চেষ্টা করছেন ?**

- **এই দুঃখের সময় আমার জন্য আপনার ইচ্ছা কি ?**

**যাকোব ১:১৩-১৪,** *"ঈশ্বর মন্দ দ্বারা প্রলোভিত হতে পারে না এবং তিনি নিজে কাউকে প্রলোভিত করেন না। কিন্ত প্রত্যেকে যখন প্রলুব্ধ হয় তখন তাকে তার নিজের অভিলাস দ্বারা প্রলুব্ধ হতে হয় এবং প্রলুব্ধ করে ।" (এন এ এস বি)*

**ইয়োব ৪২:১-৬,**"*পরে ইয়োব সদাপ্রভুকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমি জানি তুমি সকলই করিতে পার; কোন সঙ্কল্প তোমার অসাধ্য নয়.....। পূর্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল...." (এন এ এস বি)*

- **সত্য হচ্ছে, আপনার জীবনের কোন অংশটি ঈশ্বরের শক্তি, প্রজ্ঞা বা কর্তৃত্বের বাইরে ?**

---

---

- **কোন দিন বা পরিস্থিতি আপনাকে স্পর্শ করেছে যে ঈশ্বর আগে জানেন না ?**

---

---

**ইফিষীয় ১:১১,**"*তার মধ্যে আমরাও মনোনিত হয়েছিলাম, তার পরিকল্পনার পূর্বেই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত করা হয়েছিলো যিনি তাঁর ইচ্ছার উদ্দেশ্য অনুসারে সমস্ত কিছু করেন।"*

- **জীবনের হতাশা, অসুবিধা, কষ্ট এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে আপনার কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত ?**

আমরা আমাদের পিতামাতাদের প্রতি তিক্ততা পোষন করতে পারি, যারা আমাদেরকে হতাশ করেছিলেন, পত্নী যিনি আমাদেরকে বিতাড়িত করেছেন, বন্ধুরা যারা আমাদের ব্যর্থ  করেছে, মাতাল চালক যিনি প্রিয়জনকে হত্যা করেছেন অথবা আমরা সার্বভৌম ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে পারি।

আমরা যখন খ্রীষ্টের কাছে আসি, আমরা আমাদের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈশ্বরেরে উপর নির্ভর করি, খ্রীষ্টই একা আমাদের পরীক্ষাগুলির মধ্যে এবং উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের সান্তনা ও শক্তিশালী করতে পারেন, এবং মন্দকে বের করে ভালোর দিকে আনতে পারেন। কেবলমাত্র আমাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের  মধ্যদিয়েই ঈশ্বর আমাদের শান্তি দিতে এবং ভালো করতে পারেন, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রশংসা , সম্মান এবং গৌরব বয়ে আনতে পারেন।

নিম্নলিখিত  অংশটি পড়ুন এবং এখানে এটি আপনাকে কী বলছে তা লিখুন।

> **১পিতর ১: ৩-৭,** *"ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনি নিজ বিপুল দয়া অনুসারে মৃতগনের মধ্য হইতে যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশ্যার নিমিত্ত আমাদিগকে পুনর্জন্ম দিয়াছেন অক্ষয়, বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই দায়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে; এবং ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও পরিত্রানের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছ,  যে পরিত্রাণ শেষকালে প্রকাশিত হইবারজন্য প্রস্তুত আছে। ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছ, যদিও অবকাশমতে অল্পকাল নানাবিধপরীক্ষায় দুঃখার্ত হইতেছ, যেন, যে সুবর্ন নশ্বর হইলেও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও মহামূল্য, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা, গৌরব ও সমাদরজনক হইয়া প্রত্যক্ষ হয়।" (এন এ এস বি)*

---

---

---

## পরীক্ষা  এবং  দুর্দশা

ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেয়, যে পরীক্ষাগুলি এবং আধ্যাত্মিকতা খ্রিষ্টিয় জীবনের অংশ।

> **যোহন- ১৬:৩৩ পদ,** *"এই সমস্ত তোমাদিগকে বলিলাম, যেন তোমরা আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ, কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।"*

সংশোধনকারী যেমন অপরিশোধিত স্বর্ণকে আগুনে স্থাপন করে এবং ত্বকে পরিবর্তন আনার জন্য তাপকে পরিচালনা করে,তেমনি ঈশ্বর তার প্রিয় সন্তানদের দূর্দশা গুলির পরিমার্জন করতে এবং আমাদের মুক্তিদাতা, যীশু খ্রীষ্টের ভাবমূর্তিতে রুপান্তরিত করতে দেন।

> **মালাখি ৩:২,** *"তিনি রৌপ্যপরিষ্কারক ও সূচি কারক হইয়া বসিলেন, তিনি লেবির সন্তান দিগকে সূচি করিবেন, এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন, তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ধার্মিকতায় নৈবেদ্য উৎস্বর্গ করিবে।"*

আমরা যদি ঈশ্বরের মঙ্গল ও উদ্দেশ্য সর্ম্পকে নিজেকে বিশ্বাস করি তবে আমাদের হৃদয় যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা, আশা এবং আত্ববিশ্বাসের সাথে আবদ্ধ হয়ে উঠবে। অন্যেরা তখন আমাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতার কাজ দেখতে পাবে।

***রোমীয় ৮:২৯-৩০,*** *"আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে যাহারা তাঁহার সংকল্প অনুসারে আহুত তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে। কারন তিনি যাহা দিগকে পূর্বে জানিলেন তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরুপ হইবার জন্য পূর্বে নিরুপনও করিলেন, যেনো ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথম জাত হন।"*

ঈশ্বর এ কথা বলেননি যে কিছু কিছু কাজ একসঙ্গে ভালোর জন্যই করা হয়, কিন্ত সব কিছুই, মূল কথা হলো বিশ্বাস; যদি আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি গুলিকে বিশ্বাস করতে এবং আমাদের সমস্ত পরীক্ষার ও দূর্দশা গুলিতে তাকে বিশ্বাস করতে বেছেনি, তাহলে আমরা বিজয়ী হবো এবং ঈশ্বরের গৌরব হবে।

**২য় করিন্থীয় ২:১৪**,*"আর ধন্য ঈশ্বর, তিনি সর্বদা আমাদিগকে লইয়া খ্রীষ্টের বিজয়-যাত্রা করেন, এবং তাহার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুগন্ধ আমাদের দ্বারা সর্ব স্থানে প্রকাশ করেন ।"*

- আপনার জীবনে অন্যরা যে যন্ত্রনা দিয়েছিলো তা দিয়ে আপনি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে রাজি ?

- আপনি কি ঈশ্বরকে পরিক্ষার মাধ্যমে আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করার অনুমতি দিতে রাজি আছেন ?

"....যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে " এর অর্থ হল যারা তাঁকে প্রভু হিসেবে গ্রহন করেছে এবং তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিয়ে তাঁকে বিশ্বাস করেছে; তাঁর নির্দেশাবলী, তাঁর বানী, কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে এবং জীবনের পরীক্ষার মোকাবেলা করতে হবে।

- আপনি আপনার জীবনে ব্যথা এবং পরীক্ষার মোকাবেলা করার সময় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে রাজি হন?

*"যীশু মসীহ বলেছেন এমন সময় আছে যখন ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে অন্ধকার তুলতে পারবেন না, কিন্ত তার উপর ভরসা করুন, ঈশ্বর এক অসম্পূর্ন বন্ধুর মত উপস্থিত হবেন, কিন্ত তিনি তা নন; তিনি অপ্রাকৃত পিতার মত উপস্হিত হবেন, কিন্ত তিনি তা নন; তিনি উপস্থিত হবেন অন্যায় বিচারকের মত, তবে তিনি তাও নন;সমস্ত কিছুর পিছনে ঈশ্বরের মনের ধারনা শক্তিশালী এবং মনে রাখুন ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি এর পিছনে না থাকে, তবে বিশেষ ভাবে কিছুই হয় না, সুতরাং আপনি ঈশ্বরের প্রতি নিখুত আস্তা রাখতে পারেন।"*

**মাই আটমোস্ট ফর হিজ হাইয়েস্ট ওসভাল্ড চেম্বার**

---

## ক্ষমা না করার মূল্য

*ক্ষমা শব্দটির অর্থ আক্ষরিক অর্পন করা*। যখন কোন ঋন ক্ষমা করা হয়, তখন প্রদানের অধিকারগুলি দেওয়া হয়। যদি কেউ আমাকে আঘাত করে এবং আমি তাদের ক্ষমা করে দেই তবে যে আমার প্রতি অন্যায় করেছিলেন তার প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্তি বজায় রাখার স্বাধীনতা ছেড়ে দিই। এটি করার ফলে অনেকগুলি দূর্গ ভেঙে যায় যা সংবেদনশীল এবং মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করা এবং অন্যকে ক্ষমা না করা মানে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া, তাঁর কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া। এই ভাবে, আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে এবং প্রতিশোধ নিতে পারি *এমন কোনও অধিকার আমরা ছেড়ে দিই*।

যখন আমরা ক্ষমা দিতে অস্বিকার করি, যখন আমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তার জন্য অর্থ দাবি করার অধিকার বজায় রাখি, কারন এর জন্য মূল্য দিতে হবে। অবিশ্বাস্যতা, যা অন্য কোনও ব্যক্তি আমাদের প্রতি অন্যায় করছে বলে বিশ্বাস করার সময় আমরা অপরাধ ছাড়তে ইচ্ছুক না হওয়ার ফলস্বরুপ নেতিবাচক সংবেদনশীল অবস্হার র্সষ্টি হয়। সর্বাধিক সাধারণ হ'ল বিরক্তি, যার অর্থ আবার অনুভব করা। **অসন্তুষ্টি অতীতের বেদনাতে আঁকড়ে থাকে।** এগুলি বারবার উপভোগ করে। ক্ষোভ, স্ক্যান বাছাইএর মত, আমাদের ক্ষত নিরাময়ে বাধা দেয়।

**ইব্রীয় ১২:১৫,"***পাছে তিক্ততার কোন মূল অংকুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দূষিত হয়।"(এন এ এস বি)*

- ইব্রীয় ১২: ১৫, তে আমরা শিখলাম যে তিক্ততা একটি গভীর শেকড়ের মতো যা মানুষের হৃদয়ে ধারন করে, যা তখন বৃদ্ধি পায় এবং ফল দেয়; তবে অন্যকে পুষ্ট করার পরিবর্তে এই তিক্ত ফলটি আমাদের এবং অন্যদেরকেও অশুচি করে।

- বেশিরভাগ লোকেরা উদারতা, অসন্তুষ্টি বা তিক্ততার আশ্রয় নিতে স্বীকৃতি দেয় বা তাতক্ষনিকভাবে স্বীকার করে না , কারন আঘাতের পরে তারা কেবল এটি একটি যৌক্তিক আবেগ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। তারা তাদের অবস্হাটিকে ন্যয়সঙ্গত হিসাবে দেখেন এবং অন্যদের তাদের অভিযোগ শোনার জন্য, বা তাদের প্রতি সহানুভুতি দেখানোর জন্য চেষ্টা করে। ইফিষীয় ৪: ৩১ পদে শিক্ষা দেয় যে কোন ব্যক্তির জীবনে অবিশ্বাস্য প্রমান থাকবে যে বিরহের তিক্ত গাছটি তাদের হৃদয়ে বাড়ছে।

**ইফিষীয় ৪:৩১**,*"সমস্ত তিক্ততা এবং ক্রোধ, ক্রোধ এবং কোলাহল এবং অপবাদ, সমস্ত তালিকা সহ আপনার কাছ থেকে দুরে থাকুক"।*

**ক্রোধ** -একটি শক্তিশালি, প্রতিহিংসা পূর্ণ ক্রোধ বা ক্রোধের উদ্দীপনা প্রতিশোধ প্রার্থনা করে।

**রাগ-** হতাশার সাথে জীবনের চ্যালেঞ্জ গুলিতে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে মনের একটি অবস্থা ।

**দুষ্ট কথা বলা**- নির্দোশ কথা, কারো বিরুদ্ধে মৌখিক নির্যাতন, হট্টগোল/অপবাদ খারাপ প্রতিবেদন, বিমুখ করা, অপমান এবং মান হানী দ্বারা কারো সুনাম ক্ষত করা।

**বিদ্বেশ–** ঘৃন্য অনুভুতি যা আমরা আমাদের হৃদয়ে লালন করি। আর একটি দুর্ভোগ দেখার এবং / অথবা নিজেকে সেই ব্যক্তি থেকে আলাদা করার আকাঙ্খা, পূর্নমিলনের দিকে কাজ করতে চান না।

নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন,*"এগুলির মধ্যে কোনটি আমার জীবনে প্রচলিত আছে ?"*

অহংকার-স্ব-ধার্মিকতা * আত্ম-করুনা * মানসিক অস্থিরতা * উদ্বেগ, টান এবং চাপ * স্বাস্থ্য সমস্যা * খাওয়ার ব্যধি * আত্মবিশ্বাসের একটি অস্বাস্থ্যকর অনুভুতি * সর্ম্পকের প্রতি আস্তার অভাব) * যৌন কর্মহীনতা * বিচারিত অন্যের সমালোচনা * সমালোচনায় অতি সংবেদনশীল এবং সহজে ক্ষতিগ্রস্থ * শান্তি ও আনন্দের অনুপস্থিতি * যীশুর সঙ্গ ভেঙ্গে ফেলা , * মিলন বন্ধনে স্বামী হিসাবে নেতৃত্ব দিতে ভয় পায় * স্ত্রী হিসাবে অনুসরন করতে ভয় পায়।

**ক্ষমা করবেন কেনো?**

সংঘবদ্ধতা থেকে সৃষ্ট সংবেদনশীল এবং সামাজিক ধংসাত্মক এর পাশাপাশি, আমরা ক্ষমা করতে বাধ্য কারন;

ঈশ্বর এটি নির্দেশ করেছেন

ঈশ্বরের আনুগত্য ঐচ্ছিক নয়। আমরা কখন তার আজ্ঞা গুলি পালন করবো আর কখন তা করবো না তা স্থির করার ফলে ফলহীন, অকার্যকর এবং আধ্যাত্মিক ভাবে ফলহীন জীবনের দিকে যায়।

> **লূক ৬:৩৫-৩৬,**"*কিন্তু তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, তাহাদের ভাল করিও, এবং কখনও নিরাশনা হইয়া ধার দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহাপুরস্কার হইবে, এবং তোমরা পরাৎপরের সন্তান হইবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞদের ও দুষ্টদেদর প্রতিও কৃপাবান।তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও।*"

> **মার্ক ১১:২৫,**" *আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও।*"

ক্ষমার মধ্যে, আমরা যীশু খ্রীষ্টের মত পরিবারের মধ্যে সহ্য করি।

আসলে, খ্রীষ্টান শব্দটির অর্থ ছোট, খ্রীষ্ট। খ্রীষ্টান হিসাবে এই পাপময় বিশ্বে খ্রীষ্টের নাম বহন করার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে। খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং দোষীদের জন্য ক্ষমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো, তাঁর প্রতিচ্ছবি বহন করতে আমাদের অবশ্যই অন্যকে ক্ষমা করতে রাজি থাকতে হবে, যেমন তিনি আমাদের ক্ষমা করেছেন।আমাদের অবশ্যই , যদি তাঁর নাম ধারণ করতে চাই, যারা আমাদের অসন্তুষ্ট করেছে তাদের ক্ষমা করুন!

> **লূক ২৩:৩৪,**"*তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।*"

> **১ম যোহন ২: ৬,**"যে বলে আমি তাঁহাতে থাকি, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ চলিতেন, সেও তদ্রুপ চলে।" *(এন এ এস বি)*

দোষ, যন্ত্রনা এবং অনেক দৃঢ়তার চক্রকে ভাঙ্গার একটি একমাত্র উপায়

ক্ষমা উপায় বের করে দেয়; নিরাময় করার একটি প্রতিষেধক এটি! এটি দোষ এবং ন্যায্যতার সমস্ত প্রশ্নের নিস্পত্তি করে না, প্রায়শই এই প্রশ্নগুলিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যায়। এটি একটি সম্পর্ককে আবার শুরু করার নতুন করে অনুমতি দেয়, যদি প্রযোজ্য হয়।

এই সত্যটি জোসেফের জীবনে প্রদর্শিত হয়, আদিপুস্তক অধ্যায় ৩৭-৪৫। তার ভাইদের দ্বারা বিশ্বাসসঘাতকতা এবং দাসত্বের কাছে বিক্রি করে, তিনি তিক্ততার মূলকে তার জীবনে ধরে রাখতে দিয়েছিলেন। বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে, যখন পরিবারটি পুনরায় একত্রিত হয়েছিল, তখন জোসেফ ক্ষমা করার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর জীবনে যে নিরাময় কাজ করেছিলেন, তার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তার ছেলের নাম রেখেছিলেন।

**আদি পুস্তক ৪১: ৫১-৫২ পদ** আমরা পড়ি

*"যোসেফ তার প্রথম ছেলের নাম রাখলেন মনঃশি, কারন তিনি বলেছিলেন, " পিতা ঈশ্বর আমাকে আমার বাবার সমস্ত পরিবারের সমস্ত কষ্ট ভূলে গেছেন।"* (এন এ এস বি)

*"তিনি দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম রাখলেন, " " কারন, " তিনি বলেছিলেন, " আমার ঈশ্বর আমাকে আমার কষ্টের দেশে ফলবান করেছেন"।* (এন এ এস বি)

এই অংশে, ভূলে যাওয়া মানে স্মরন করা বন্ধ করা নয়, বরং তার অর্থ চলে যাওয়া বা আঘাতের কারনে আপনার বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রন করতে দেওয়া বন্ধ করা। যোসেফের ফলপ্রসুতা সরাসরি ঈশ্বরেরে সার্বভৌমত্বের উপর তাঁর বিশ্বাস্স্হাপন এবং অন্যকে ক্ষমা করার সাথে সম্পর্কিত ছিল। মনে রাখবেন বিরক্তি মানে আবার অনুভূতি। বার বার তার অনুভূতিতে আঘাতটি বাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, জোসেফ তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনার তদারককারী হিসাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে বেছে নিয়েছিলেন।

*ক্ষমা হীনতা অতীতে আমাদের বন্দী এবং একটি ফলবান জীবনের সম্ভবনাকে বাধাগ্রস্ত করে রাখে ।*

মিশরে যোষেফের বছর কালে, তিনি ঈশ্বরকে তার নিজের ভাইদের দ্বারা ভেঙ্গে যাওয়া হৃদয় নিরাময় করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে, যখন সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো , তখন তিনি তার ভাইদের প্রতি প্রেম , ক্ষমা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তার নিরাময়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। যোষেফ তাদের সাথে আদিপুস্তক ৪৫-তে কথা বলেছেন;

**"এখন নিজেকে দুঃখি বা বিরক্ত করোনা, কারন তুমি আমাকে এখানে বিক্রি করেছো, কারন জীবন্ত ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে আগে পাঠিয়েছিলেন....এবং এক মহান উদ্ধার দ্বারা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে.... তিনি তার সমস্ত ভাইকে চুম্বন করেছিলেন এবং কাঁদলেন; তাদের উপর এবং পরে তার ভাইয়েরা তার সাথে কথা বলেছিলো।**

কোনও দোষারোপ করা হয়নি এবং কোন ব্যখ্যা দাবি করা হয়নি, কেবল দয়া ও ক্ষমার আওয়াজ। যোষেফ এবং তার ভাইদের পুনরায় একত্রিত হয়ে নতুন সর্ম্পক শুরু করার জন্য পথটি পরিষ্কার করা হয়েছিলো।

- ক্ষমা সহজেই শত্রুতাকে কঠোর ভাবে দমন করে

**ইফিষীয় ২:৭ পদ,"***...খ্রিষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার মধুরভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন।"*(এন এ এস বি)

যোষেফের ভাইয়েরা তাদের দুঃখকে তাদের কবরে নিয়ে যেত যদি তারা যোষেফের কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ না পায়। ক্ষমা, অযোগ্য এবং অর্জিত, দড়ি কাটতে পারে এবং অপরাধবোধের অত্যাচারী বোঝাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

যীশু যদি পাপিদের জন্য দয়া ও ক্ষমা না বাড়িয়ে দিতেন তবে আমরা সকলে চিরকালের জন্য অপরাধ বোধের জঞ্জালে থাকতাম। তিনি আমাদের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা আমাদের তাঁর সাথে পুনর্মিলন করা সম্ভব করেছিলো।

==========

## পুনর্মিলন

পুনর্মিলন হ'ল বন্ধুত্ব বা সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার করা, পার্থক্য নিষ্পত্তি করা বা সমাধান করা। এটা শত্রুতা দূরীকরন , ঝগড়া কাটানোর উপর সেতু তৈরী করে। মিলন থেকে বোঝা যায় যে,একমত হওয়া দলগুলি পূর্বে বৈরী ছিল এবং একে অপরের থেকে পৃথক ছিল।

**দ্রষ্টব্যঃ** এমন পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে পূনর্মিলন প্রয়োজন হয় না বা এমন কি দরকারও লাগে না যেমন:

- একটি আবেগ গত বা শারীরিক ভাবে আপত্তিজনক বাবা-মা বা প্রাক্তন স্ত্রীর ক্ষেত্রে।
- একটি অগোছালো ব্যক্তি যে আপনাকে বা প্রিয়জনকে আঘাত করে: ধর্ষণকারী, এবং মাতাল যে আপনার প্রিয়জনকে আঘাত করেছে বা হত্যা করেছে, শিক্ষক বা প্রশিক্ষক যিনি আপনাকে মৌখিক ভাবে আহত করেছে ,ইত্যাদি।

আমাদের জীবনে পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের জন্য পুনর্মিলন খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের তাৎক্ষনিক পারিবারিক কার্যক্রমের বাইরে আমাদের সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সম্মানজনক সীমানা এবং একটি সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

> **ইফিষীয় ৪:৩১-৩২ পদ,***"সর্বপ্রকার কটু কাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ নিন্দা এবং সর্বপ্রকার হিংসা তোমাদের হইতে দূরীকৃত হউক। তোমরা পরস্পর মধুর স্বভাব ও করুনা চিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীস্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।"*(এন এ এস বি)

শাস্ত্র আমাদের নির্দেশ দেয় " সমস্ত তিক্ততা ছেড়ে দিন.....আপনার কাছ থেকে দূরে থাকুক.... সদয় হোন.... কোমল হৃদয়যুক্ত, ক্ষমাশীল ...." এটি আমাদের পথ দেখান এবং এই প্রতিটি প্রশ্নের নির্দেশ দেয়।

- আমরা কি ভাবে তিক্ততা দূরে রাখবো ?
- আমরা যাকে অসন্তুষ্ট করেছি তার সাথে কি ভাবে মিলন করবো ?
- আমরা অন্যকে যে আঘাত করেছি তা কি ভাবে ঠিক করবো ?
- যে আমাদের অসন্তুষ্ট করেছে তাকে আমরা কি ভাবে ক্ষমা করবো ?
- কি ভাবে আমরা কোন ভূল কাজ সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব অনুভূতি পরিবর্তন করতে পারি ?

আপনার যদি ক্ষমা করা প্রয়োজন হয়

প্রয়োজনের একটি কাজ হিসাবে, আপনাকে অবশ্যই;

***১.ঈশ্বরের কাছে আপনার পাপ স্বীকার করুন এবং তাঁর কাছে আপনাকে ক্ষমা করার জন্য এবং তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা আপনার হৃদয়কে তাঁর ভালবাসায় পূর্ণ করতে বলুন।***

**গীত সংগীতা ৩২: ১, ৩-৫,***"ধন্য সেই, যাহার অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে।*
*আমি যখন চুপ করিয়াছিলাম, আমার অস্তি সকল ক্ষয় পাইতেছিল, কারন আমি সমস্ত দিন আর্তনাদ করিতেছিলাম। কারন দিবা রাত্র আমার উপরে তোমার হস্ত ভারি ছিল, আমার সরসতা গ্রীষ্মকালের শুষ্কতায় পরিনত হইয়াছিল। আমি তোমার কাছে আমার পাপ স্বীকার করিলাম, আমার অপরাধ গোপণ করিলাম না, আমি কহিলাম, আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ অধর্ম স্বীকার করিব। তাহাতে তুমি আমার পাপের অপরাধ মোচন করিলে"।*

**১ম যোহন ১:৯ পদ,***"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি; তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদেরপাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।"*

**গীত সংগীতা ১০৩: ১২ পদ,***"পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তেমনি দূরবর্তী করিয়াছেন"।*

- আপনাকে ক্ষমা করতে এবং তাঁর বাধ্য হওয়ার জন্য আপনাকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর পবিত্র আত্মায় পূর্ন করতে তাঁকে অনুরোধ করে ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করার জন্য এই মূহুর্তে কিছু সময় নিন।

- ঈশ্বর একা পাপ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমা করেন এবং তিনি ভুলে যান। বিশ্বাসের দ্বারা, প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের পরম ক্ষমা এবং শুদ্ধি গ্রহন করুন।

*"ক্ষমা একটি আবেগ নয়..... ক্ষমা করা ইচ্ছার একটি কাজ, এবং হৃদয়ের উষ্মতা নির্বিশেষে ইচ্ছাশক্তি কাজ করতে পারে"।*
**কেরি টেন বুম**

**২. যদি সম্ভব হয় তবে যাদের কাছে আপনি অবিচার করেছেন তাদের কাছে যান, বিনীতভাবে স্বীকারোক্তি করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।**

**মথি ৫:২৩-২৪ পদ,***"অতএব যখন যজ্ঞবেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সন্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত সন্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও"।*

মথি ৫:২৩-২৪ পদ মেনে চলতে আপনার মন্তব্য লিখুন।

---

---

---

নাম এবং সংক্ষেপে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষমার জন্য কি বলা প্রয়োজন লিখুন।

---

---

---

---

---

## ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দগুলির মধ্যে ছয়টি, "আমার ভুল ছিল, দয়াকরে আমাকে ক্ষমা করুন ।"

যখন সম্ভব হয় সামনা সামনি করুন, তবে সরবরাহ বা সম্ভাব্য দ্বন্দের কারনে আপনি টেলিফোনে বা লিখিতভাবে ব্যাক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

**দ্রষ্টব্যঃ** বিভ্রান্তি বা অন্যান্য বাধা যেন আনুগত্যের এই কাজকে বিলম্বিত না করে । আমাদের আধুনিক সমাজে টেলিফোন ডাক যেগোযোগ ইমেইল এবং টেক্সটিং আমাদের দ্রুত অন্যদের সাথে যোগাযোগ করাতে পারে।

একজন বিশ্বস্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্টান বন্ধুর সাথে আপনার সিদ্ধান্তটি ভাগ করুন এবং তাদের সাথে আপনার প্রার্থনার সঙ্গীহতে অনুরোধ করুন এবং এই প্রতিশ্রুতিটি অনুস্মরন করার জন্য আপনাকে দায়বদ্ধ রাখুন।

**দ্রষ্টব্যঃ** যে ব্যাক্তি আপনার সাথে অন্যায় করে মারা গেছে, তার জন্য আপনি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন ।

**৩। প্রভুর সাথে তাঁর বাক্যে ও প্রার্থনায় প্রতিদিন সময় কাটান।**

ক্ষমা না চাওয়া বা না দেওয়ার অনেক নেতিবাচক পরিনতির মধ্যে একটা হ'ল ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের একটি দিক। প্রভুর প্রশংসা করুন যে তিনি কখনই আমাদের ছেড়ে চলে যান না বা আমাদের ত্যাগ করেন না, তবে, আমাদের নিজস্ব হৃদয় হ'ল শীতল হয়ে যায় এবং আলাদা হয় বলে এই ভাবে তাঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্টতা প্রভাবিত করে। আমি বিশ্বাস করি এটি এমন একটি পরিনতি যা ঈশ্বর আমাদের জীবনে ক্ষমা চর্চায় অনুপ্রানিত করার জন্য নক্সা করেছিলেন।

> **মথিঃ ৬:৩৩ পদ,** *"কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।"*

প্রার্থনা, তাঁর শব্দ পড়া এবং ধ্যানে প্রতিদিন তাঁর সাথে সময় কাটানোর জন্য প্রভুর কাছে আপনার সিদ্ধান্তের কথা বলুন।

---
---
---
---
---
---

৪। **ক্রুশটির অর্থ ভাবুন এবং যীশু আপনার পাপের জন্য নিজেকে ক্রুশে উৎসর্গ করেছিলেন / মৃত্যু বরন করেছিলেন।**

> **তীত ৩: ৩-৫ পদ,"***কেননা পূর্বে আমরাও নির্বোধ, অবাধ্য ভ্রান্ত নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও মাৎসর্যে কালক্ষেপনকারী, ঘৃনার্হ ও পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম। কিন্তুযখন আমাদের ত্রানকর্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম প্রকাশিত হইল, তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়, কিন্ত আপনার দয়ানুসারে, পুর্নজন্মের স্থান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরন দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রান করিলেন ।"*

এই মুহূর্তে কিছুক্ষন সময় নিন এবং যীশুকে তিনি আপনার জন্য যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই; আপনার সমস্ত পাপ ক্ষমা করার জন্য; আপনাকে তাঁর প্রতিমুর্তিতে রুপান্তর করার জন্য তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনার জন্য: এবং তাঁর পবিত্র আত্মার দানের জন্য।

---

## যদি আপনার ক্ষমার দরকার হয়

***১। প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলার এবং ক্ষমা করার শক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।***

> **মথি ২১:২১ পদ,"***যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আর সন্ধেয় না কর.....কিন্তু এই পর্বতকেও যদি বল উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়ো,তাহাই হইবে।"*

ঈশ্বর আমাদের পাহাড় সরানোর শক্তি দিতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। এটি আপনার এভারেস্ট পর্বতমালাও হতে পারে।

*"যখনই আমি ঈশ্বরের সামনে নিজেকে দেখি এবং কালভেরিতে আমার আশির্বাদি প্রভু আমার জন্য যা করেছেন তার কিছু উপলব্ধি করতে পেরেও আমি কাউকে কিছু ক্ষমা করতে প্রস্তুত, আমি তা আটকাতে পারি না, আমি এটি আটকাতেও যাইনি"।*

**-ডাঃ মার্টিন লাইয়েড-জোন্স**

আমরা জানি যে ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমরা অন্যকে ক্ষমা করি, তাই আমরা আত্ম বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, আমরা যদি এই শক্তি চাই তাহলে আমাদের তা দেওয়া হবে।

*২। ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিদের কাছে আপনার ক্ষমার কথা জানান।*

**১মঃ যোহন ৫:১৪ পদ,"**আর *তাঁহার উদ্দেশ্যে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কিছু যাঞ্চা করি, তবে তিনি আমাদের যাঞ্চা শুনেন।"*

**রোমিয় ১৪ঃ ১৯ পদ,** *"অতএব যে যে বিষয় শান্তিজনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি, আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি" ।*

**প্রেরনা পাওয়ার জন্য!**

*মথি ২২: ৩৬-৪০ পদ, প্রভুযীশু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় একটি অপরিহার্য্য সত্য প্রকাশ করেছিলেন: "গুরু ব্যাবস্তার মধ্যে কোন আজ্ঞা মহৎ? যীশু তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার সমস্ত অন্ত:করন, তোমার সমস্ত প্রান ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," এটিই মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য: "তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে।"* এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্হা এবং ভাববাদি গ্রন্ত নিহিত। যীশু নিজেই এ কথা বলেছিলেন যে অন্যকে ভালবাসা যেমন গুরুত্বপূর্ন ঠিক তেমনি আমাকে ভালবাসার মতই সমান।

এই পদ গুলি বলছেনা যে অন্যের প্রতি আমাদের ভালবাসা আমাদেরকে কখনো ঈশ্বরের আকাঙ্খাগুলি বা আমাদের জন্য ইচ্ছার সাথে বিরধী করে তুলবে। কিন্তু আমরা অন্যকে যে সমস্ত ভালবাসা প্রদর্শন করি তা তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্যের মধ্যেই থাকবে।

মথি- ৫:২২ পদটি পড়ি,*"কিন্ত আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ "আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে , রে নির্বোধ ; সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ বলে, রে মূঢ়; সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে।"*

আসুন এই পদটির শব্দগুলিতে কিছু স্পষ্টতা নিয়ে আসি। "তাঁর ভাইয়ের উপর রাগ" হওয়ার অর্থ: কাউকে চিন্তায়, শব্দে বা কৃতজ্ঞতার সাথে আচরন করা। স্ত্রী বা শিশু, বন্ধু, কর্মচারী, এমন কি একজন অপরিচিত ব্যাক্তিকেও প্রেমহীন আচরন করা এবং পুনর্মিলন না করে বরং তাদেরআচরনকে বঞ্চিত করা বিশ্ববাসিদের মধ্যে,আজ এটা কত সাধারন ?

প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ কাউকে অবজ্ঞায় ধরে রাখা, বিচার করা বা বিশ্বাস করা বাঞ্চনিয় বা কোন ভাবে আপনার চেয়ে কম হওয়া। বোকা শব্দের অর্থ এমন একজন যিনি নৈতিকভাবে মূল্যহীন এব পরিত্রানের অযোগ্য। এগুলি গুরুতর অভিযোগ যা অনেক বিশ্বাসী অন্যের জন্য লক্ষ্য করে অন্যের কারনে । প্রভু প্রথম করিন্থীয় ৬:২০ পদে বলেছেন, *"আর তোমরা নিজের নও, কারন মূল্যদ্বারা কৃত হইয়াছ। অতএব, তোমাদের দেহে এবং আত্মাতে ঈশ্বরের গৌরব কর।"*

আমাদের গৌরব করতে হবে বা অন্য কথায়, ব্যাতিক্রম ব্যাতিত সকলকে খ্রীস্টের প্রতিফলন করতে হবে। অন্যদের প্রতি দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাভাবনা বা আচরন যদি খ্রীস্টের মত প্রেম না হয় তা অবিশ্বরনীয় এবং ঈশ্বর ও ব্যাক্তির উভয়ের কাছে অনুশোচনার দরকার।

মথি ৫: ২৩-২৪ পদে বলেছেন"*অতএব তুমি যখন যজ্ঞবেদির নিকট আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সন্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত সন্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও।*"

আমরা কখন বেদিতে যাব? এটি যীশুর সাথে আমাদের সহযোগিতা উল্লেখ করেছে, আমাদের প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জানাতে এবং তাঁর কাছে অনুরোধ করতে। এটি আমাদের প্রতিদিনের ভক্তি এবং তাঁর মধ্যে থাকতে আমাদের আকাংঙ্খা।

যোহন ১৫: ৫-৬ পদে বলেছেন, *"আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়; কেননা আমা ভিন্নতোমরা কিছুই করিতে পার না।*" মেনে চলা মানেই সাথে থাকা; পবিত্র আত্মার মন্দির হওয়ার বিষয়ে অবিছিন্ন সচেতনতায় বাস করা এবং এটি বলে যে, আমরা যদি এটি করি তবে প্রচুর ফলে ফলবান হতে পারব, কারন তাঁর অনুগ্রহ ব্যতিত আমরা **কিছুই করতে পারি না**। সুতরাং বেদিতে যাওয়া মানেই যীশুর সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব, এবং ফল ধরে এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ অর্জনের আমাদের ক্ষমতা বোঝায়।

যখন আমরা কাউকে ক্ষমার পাওনা করি, তা দেওয়া, বা চাওয়া, এটিএকটি পূবশর্ত ঈশ্বর বলেছেন যে আমরা তাঁর আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ আশা করতে পারার আগে আমাদের অবশ্যই করতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে প্রথমে যান এবং তাদের সাথে জিনিসগুলি ঠিককরুন যাদের প্রতি আমরা অপ্রীতিকর ছিলাম এবং এর মধ্যে রয়েছে যারা আমাদের আঘাত করেছে তাদের ক্ষমা করা।

মথি সুসমাচার ৫: ২৩ পদে কোন দানের কথা বলেছেন? "অতএব তুমি যখন যজ্ঞ বেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ....."। আমরা জানি যে মন্দিরে বলি আনা তাদের প্রায়শ্চিত্তের অংশ হিসাবে একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল। আজ আমাদের উপহার হল আমাদের প্রশংসা,দশমাংশ, উপাসনা, আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি আমাদের সেবা। তবুও যীশু বলেছেনযে এই উপহারগুলি তাঁর দ্বারা গৃহীত হবে না যদি আপনি একজন ব্যক্তির পুনর্মিলনের জন্য ঋনী হন।

১ম শমুয়েল ১৫: ২২ পদে বলেছেন, "*শমূয়েল কহিলেন, সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রশন্ন হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞা পালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা* ।" তাঁর জন্য আমাদের সেবা ও কাজ এই সমস্যার সমাধান করবে না।

১ম করিন্থিয় ১১:২৬-৩২ "কারন যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন। অতএব যে কেহ অযোগ্যরুপে প্রভুর রুটি ভোজন কিম্বা পানপাত্রে পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হইবে। কিন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক এবং এই প্রকারে সেই রুটি ভোজন ও সেই পানপাত্রে পান করুক। কেননা যে ব্যক্তি ভোজন ও পান করে, সে যদি তাহার শরীর না চিনে,তবে সে নিজের বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে। ***এই কারন তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক দুর্বল ও পীড়িত আছে, এবংঅনেকে নিদ্রাগত হইতেছে। আমরা যদি আপনাদিগকে আপনারা চিনিতাম, তবে আমরা বিচারিত হইতাম না; কিন্ত আমরা যখন প্রভু কতৃক বিচারিত হই, তখন শাসিত হই, যেন জগতের সহিত দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত না হই।"***

খ্রীস্টানরা কত বার গীর্জায় আসে এবং প্রথমে তাদের হৃদয়যাচাই করে এবং / বা কারও বিরুদ্ধে পাপ করেছে কিনা তা দেখার জন্য তাদের হৃদয় পরীক্ষা না করেই তাদের আলাপচারিতা গ্রহন করে এবং অনুশোচনা করে না বা সেই ব্যাক্তির সাথে পুনর্মিলন করার পরিকল্পনা করে না?

মিটমাট শব্দের অর্থ হল সঠিক করা; ঋণ পরিশোধের জন্য অন্যের প্রতি অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা।

রোমীয় ১৩:৮ পদে বলা হয়েছে, "তোমরা কাহারও কিছু ধরিও না, কেবল পরস্পর প্রেম করিও; কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে ব্যাবস্হা পূর্নরুপে পালন করিয়াছে।"

খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের প্রানে রয়েছে যে, ঈশ্বর নিজেই বলেছেন যে আমরা অন্যেরও কাছে ঋনী; তাদেরকে চিন্তা ভাবনা, এবং কথায় ভালবাসি, ভালবাসা এর মধ্যে রয়েছে যারা আমাদের ক্ষতি করেছে তাদেরকে ক্ষমা করা; অনেক খ্রীস্টান কারও প্রতি তিক্ততা, ক্ষোভ বা ক্ষমা করছেন। তারা এই অনুভুতি গুলিকে আশ্রয় দেওয়ার ন্যায্যতা দেয়কারন এই ব্যাক্তি এখনো কোনও প্রাপ্য পরিনতি প্রদান করেননি, বা তাদের আচরনের জন্য তারা কোনও দায়বদ্ধতা নেননি। এটি সমস্ত মানুষের জীবনের সত্য; আমাদের অন্যরা এমন কি আমাদের যারা ভালবাসবে বলে মনে হয় তাদের দ্বারা আমরা আহত হব। আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী / স্ত্রী, কাকা, কাকী, বন্ধু, পালক, শিক্ষক, ইত্যদি আমাদের অজানা এবং/অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে উভয়কেই আঘাত করতে পারে।

*ক্ষমা শব্দটি একটি ক্রিয়া শব্দ। ঈশ্বর তাঁর বাক্যটি এই মুহুর্তে আপনার সাথে কথা বলার জন্য ব্যাবহার করছেন, যা সত্যকে প্রকাশ করে।*

**উন্নত করা-** গড়ে তোলা বা উতসাহিত করা।

**দ্রষ্টব্য:** মথি ৫:২৩-২৪ অন্যদের ক্ষমা করার জন্য আমাদের ক্ষেত্রেও প্রাজ্যে। ঈশ্বরের বাক্য বলে যে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ভালবাসার কাছে ঋনী।

ক্ষমা করা সহজ কাজ নয়, সুতরাং আপনার একা দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করা উচিত নয়, তবে আপনাকে অনুস্মরন করতে সহায়তা করার জন্য একজন পরিপক্ক খ্রিস্টান বন্ধু ,স্ত্রী অথবা প্রার্থনা অংশীদারের সমর্থন এবং জবাবদিহীতা চাইতে হবে।

ক্ষমা প্রাপ্ত ব্যাক্তিকে ক্ষমা করার জন্য বা ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেছেন এমন ব্যাক্তির ক্ষমা চাইতে আপনার প্রতিশ্রুতি লিখুন। নিজেকে যোগাযোগের জন্য একটি সময় সীমা দিন, যাতে আপনি এটা বন্ধ না করেন!

---

---

---

---

**মথি ৬:১৪**, *"কারন তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন।"*

কিছু ক্ষেত্রে, সরবরাহের কারনে ভ্রমনের ব্যায়, আপনার কাছে সুরক্ষা বা আপনার যা বলতে হবে তা গ্রহন করার জন্য অন্য ব্যাক্তির ক্ষমতার কারনে কোনও চিঠি, ইমেইল, পাঠ্য বা টেলিফোন  কল আপনার পক্ষে এটি সম্পাদন করার সর্ব্বত্তম উপায় হতে পারে।

---

## লিখিতভাবে কথা বলার বা যোগাযোগ করার সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন

***১। আপনি আপনার স্বর্গীয় পিতা যিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং আপনার যত্ন নেন ।***
ক্ষমাশীলতার ফলস্বরুপ আপনি যে কারনে ও নিপিড়নের মুখো মুখি হয়েছিলেন তা থেকে তিনি মুক্ত থাকতে চান।

***২। আপনার বিরুদ্ধে তাদের অপরাধের প্রতিটি বিবরন আপনাকে পুনরায় প্রচার করতে হবে না।***
অনেক সময়, বিশেষত যখন মা বাবাকে ক্ষমা করে দেন, তারা আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্য কি করেছে সে সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ন অজানা। অন্যান্য ক্ষেত্রে, অপরাধ গুলি যেমন; - অশোভন শারিরীক বা মানসিক নির্যাতন, ধর্ষন, পিতা মাতা বন্ধু বা স্ত্রী বা স্ত্রীদ্বারা ত্যাগ, আপনার বিরুদ্ধে কথা বলা অপবাদ ইত্যাদির মত র্নিলজ্জ হতে পারে। তার পরে আপনাকে কেন ক্ষমা করতে হবে সে সর্ম্পকে আপনি আরও নিদৃষ্ট করে বলতে পারেন।

৩। ***অন্যকে তাদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য করার চেষ্টা করবেন না।***
ঈশ্বর আপনাকে তার বাক্য মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন, নালিশের  এটর্নি , জুরি (নির্নয় কাজ), বিচারক হতে বা তারা কি ভুল করেছে তা স্বীকার করানোর চেষ্টা করার জন্য নয়।

***৪। এটি সংক্ষেপ রাখুন*** ।
অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বেশি আবেগের কারনে আমরা নিজেরাই এমন কথা বলতে পারি, যে গুলি আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং প্রকৃতপক্ষে সভা চিঠি বা কথপকথনের উদ্দেশ্যকে হ্রাস করে।

***৫। শেষ অবধি (যদি প্রযোয্য হয়), তাদের প্রতি তিক্ততার আশ্রয় নেবার জন্য আপনাকে ক্ষমা করতে বলুন।***
মনে রাখবেন যে তারা যা করেছে তা ভূল এবং আপত্তিকর ছিল, তবে তিক্ততা এবং ক্ষমাহীনতাও সমান ভাবে ভুল।

**রোমীয় ২: ১৬**,*" যে দিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলের বিচার করবেন।"*

**রোমিয় ২;১ পদ**,*" অতএব, হে মনুষ্য তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দেবার পথ নাই; কারন যে বিষয়ে তুমি পরের বিচার করিয়া থাক সেই বিষয়ে আপনাকেই দোষী করিয়া থাকো; কেননা তুমি যে বিচার করিতেছ তুমি সেইমত আচরন করিয়া থাক।"*

*"আমি যে পরিমাপে অন্যকে ক্ষমা করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক তা হ'ল আমার জন্য আমার পিতার ক্ষমা, ক্ষমা করার জন্য আমি ব্যাক্তিগত ভাবে ঈশ্বরকে বুঝতে পেরেছি।"*

**ফিলিপ কেলার**

## ক্ষমায় আপনার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা

আপনি যে ব্যাক্তিকে ক্ষমা করেছেন সে আপনার জীবনের নিয়মিত অংশ হতে পারে। সম্ভবত কোন পিতা মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, আপনার সন্তান বা স্ত্রী/ আপনি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন বা তাদের ক্ষমা করেছেন তার পরে আপনি তখন আত্মার এবং মাংসের মধ্যে লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে পারেন।

**গালাতীয় ৫: ২২-২৬ পদ,** *"কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয় দমন: এই প্রকার গুনের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নাই। আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর তাহারা মাংসকে তাহার মত ও অভিলাষ সহ ক্রুশে দিয়াছে। আমরা যদি আত্মার বশে জীবন ধারন করি, তবে আইস আমরা আত্মার বশে চলি; অনর্থক দর্প না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পরস্পর হিংসাহিংসি না করি।"*

ক্ষমা আপনাকে বদলে দিয়েছে, তবে অগত্যা তাদের পরিবর্তন করে না । ঈশ্বরের আপনার জীবনে একটি বড় বিজয় ছিল, আপনাকে আত্মসমর্পন এবং আনুগত্যের এই স্থানে নিয়ে আসে; তবে, তাদের অবস্থান এবং/তাদের ব্যাক্তিত্বের পরিবর্তন নাও হতে পারে। এবং তারা আপনার প্রতি তিক্ততা অবিরত রাখতে পারে; এই পরিস্থিতিতে আপনার প্রতিদিনের এবং সম্ভবত এই মূহুর্তে শক্তিময় ঈশ্বরকে তাঁর করুনা ও করুনার পথে চালিত রাখার জন্য তাঁর অপেক্ষা করা দরকার।

উদাহরন স্বরুপ, আপনি কঠোর এবং প্রেমময় হওয়ার জন্য কোনও পিতামাতাকে ক্ষমা করেছেন, তিক্ততার আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাদের ক্ষমা করতে বলুন, তবুও কঠোর হয়েও তারা প্রেমময় হতে চলেছে। আপনার দেহ / মাংস আপনি অতীতে যেমন করেছিলেন তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, তবে আপনি মূহুর্তে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করার সাথে সাথে ঈশ্বর আপনার জীবনে তার ফল উৎপাদন করতে বিশ্বস্ত থাকবেন।

**ইফিষীয় ৬: ১২ পদ,** *"কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কতৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগনের সহিত আমাদের মল্ল যুদ্ধ হইতেছে।"*

আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে আপনার আনুগত্য এমন নয় যে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পরিবর্তন হবে। যদি না তারা তাদের জীবন এবং অভিজ্ঞতা প্রভুর কাছে সমর্পন করে, তারা পরিবর্তন করতে পারে না শুধুমাত্র ঈশ্বর হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেন এবং মন পুনর্নবীকরণ করতে পারেন, এবং শুধুমাত্র যদি আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করি।

আমরা প্রতিদিন একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধে জড়িত হই। শত্রু,শয়তান চায় না যে আপনি ঈশ্বরের আনুগত্য করুন বা পাপের উপর জয়লাভ করুন ; অতএব, তিনি অতীতের স্মৃতি, মন্দ চিন্তা, মিথ্যা, প্রলোভন এবং নিন্দা দিয়ে আক্রমন করবেন। আপনাকে অবশ্যই মানসিক আত্মনিয়ন্ত্রনের অনুশীলন করতে হবে এবং আপনি কি এবং কার সাথে লড়াই করছেন তা মনে রাখতে হবে।

এই বাস্তবতায় আমরা বাস করি! শয়তান আপনার জীবনে জায়গা হারাতে ঘৃনা করে। সে আপনার এই ধারনা পছন্দ করে না যে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শান্তি এবং আনন্দ হরণ করার ক্ষমতা হারিয়েছেন।

## আমি কি ভাবে আমার জীবনে শয়তানকে ধ্বংসাত্মক কাজ করার সুযোগ দেওয়া বন্ধ করবো?

১। **ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আপনার মনে প্রবেশ করা এমন প্রতিটি চিন্তাকে পরীক্ষা করে দেখুন এটি তাঁর থেকে আপনার দেহে বা শত্রু থেকে এসেছে কিনা।**

**২য়ঃ করিন্থিয় ১০ঃ ৩-৫ পদ,***"আমরা মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না; কারন আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিকনহে,কিন্ত দূর্গ সমূহ ভঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী।আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর জ্ঞানের বিরুদ্ধেউত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি"।*

**ফিলিপীয় ৪ঃ ৮ পদ , "***অবশেষে হে ভ্রাতৃগন, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরনীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুন ও যে কোন কীর্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।"*

২। **প্রতিটি দৃষ্টান্তে প্রার্থনা করুন, তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য ঈশ্বরের শক্তি চান।**

**রোমীয় ১২ঃ ২১ পদ,** *"তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর।"*

**রোমীয় ১৫ঃ ১৩ পদ, "***প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ন করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়।"*

৩। **যীশুর নামে শয়তানকে প্রতিরোধ করুন এবং তিরষ্কার করুন - যুদ্ধ করুন।**

**যিহুদা ১ঃ ৯ পদ,** *" কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল যখন মোশীর দেহের বিষয়ে দিয়াবলের সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন নিন্দাযুক্ত নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না, কিন্ত কহিলেন, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন"।*

**১মঃ পিতর ৫ঃ ৬ - ৯ পদ ,"** *অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করেন, তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দাও; কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। তোমরা প্রভুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষন করিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর; তোমরা জান, জগতে অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতৃবর্গের সেই প্রকার নানা দুঃখভোগ সম্পন্ন হইতেছে"।*

**২য় করিন্থিয় ২ঃ ৯ -১১ পদ,** *" কারন তোমরা সর্ব বিষয়ে আজ্ঞাবহ কিনা, ইহার প্রমান জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম। যাহার কোন দোষ তোমরা ক্ষমা কর, আমিও ক্ষমা করি; কেননা আমিও যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি, তবে তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাহা ক্ষমা করিয়াছি, যেন আমরা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত না হই; কেননা তাহার কল্পনা সকল আমর অজ্ঞাত নই।"*

ঈশ্বর চান আপনি শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সচেতন হোন যাতে আপনি বিজয় লাভ করেন। ক্ষমাহীনতা হ'ল শয়তানের অন্যতম শক্তিশালী কৌশল যা ঈশ্বরের লোকদের বেঁধে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়!

**আপনার সীমানা স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে**

এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ন যে আপনি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বা জিজ্ঞাসা করেন তখন এটি অন্য ব্যাক্তিকে আপনার অসম্মানজনক ভাবে/ বা কঠোর আচরন করার জন্য মুক্তি দেয় না। উদাহরন: আপনার মা যখন আপনাকে লালন পালন করে বড় করে তোলেন তখন তিনি খুব কঠোর বা শাসন করতেন। কিন্তু আপনি বড় হয়ে বা বিবাহ করে সংসারী হলে ক্ষমা করে চলে যান। তখন আপনি সম্পর্কের একটি সিমানা নির্ধারন করতে পারেন। বলতে পারেন "মা" আমি আপনার সাথে সম্পর্ক পুনরায় ফিরে পেতে চাই তবে প্রয়োজনে কিছুটা সীমানা/দুরত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আমার প্রয়োজন আপনি আমার সাথে একটি প্রেমময় উপায়ে কথা বলুন এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনার প্রতিও তাই করবো। আমাদের মধ্যে কেউ যদি অপরটির সাথে নির্দ্বিধায় কিছু বলে তবে আমরা ক্ষমা চাইতে এবং/ অথবা এ বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করার চেয়ে আমরা "সেই আঘাত" এবং অথবা "আমি এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না" বলতে পারি। যদি এই সীমাগুলি সম্মান না করা হয় তবে আমি ছেড়ে চলে যাব/ বা চুপ হয়ে থাকবো এবং আমরা কিছু দিনের জন্য কথা বলবো না। "মা" আমরা যদি সম্পর্ক স্হাপন করতে চাই তবে কেবল সত্যই আমরা জানতে পারি যে একে অপরকে ভালবাসি এবং সম্মান করি"।

## আমার যাকে ক্ষমা করতে হবে সে যদি মারা যায় ? আমি কি তাদের এখনো ক্ষমা করতে পারি ?

তিক্ততা মানব জীবনে/হৃদয়ে বেঁচে থাকে তিক্ততার বস্তুটি মারা যাওয়ার অনেক পরে। অনেক দুর্বল অবস্হার আত্মাকে নিরাময়ের জন্য ক্ষমাটিকে শক্তিশালী ঔষধ হিসাবে দেখানোটা খুব গুরুত্বপূর্ন; এই ক্ষমারুপ "প্রতিষেধক"গ্রহন করুন এবং ঈশ্বর কর্তৃক যে সুস্হতা তা আনতে পারেন, এমন কি আপনার আত্মাকে কষ্ট দেয় এমন কার্যকর করা বিষয়গুলি পূরণ করতে পারেন। অপরাধীর মৃত্যু ঈশ্বরের বাক্যকে বাতিল করে না; বাইবেলের ক্ষমার জন্য আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন!

আপনাকে অবশ্যই প্রভুর কাছে স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করতে হবে; স্বীকার করার অর্থ নিজের অপকর্ম দোষ বা পাপকে স্বীকৃতি দেওয়া বা প্রকাশ করা। আপনার স্বীকারোক্তিটি উচ্চস্বরে প্রকাশ করা এবং বিশ্বস্ত বন্ধু, স্ত্রী, পালক, পরামর্শদাতা ইত্যাদির উপস্হিতিতে মৃত ব্যক্তির ক্ষমা প্রকাশের জন্য এটি সহায়ক হয়।

**আপনাকে পথ প্রদর্শনে সাহায্য করতে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি ব্যাবহার করুন ঃ**

*"প্রভু যীশু ক্রুশে মারা যাবার জন্য এবং আমার সমস্ত পাপের জন্য আমাকে ক্ষমা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তোমার কাছে আমি শক্তি যাচনা করি যেন তোমাকে মেনে চলতে পারি এবং তোমার ক্ষমার বাণী বলতে পারি।*

*আমি ক্ষমা .....কারন .....আমি আপনাকে আমার কষ্টগুলি সরিয়ে নিতে এবং এটিকে এতদিন ধরে রাখার জন্য ক্ষমা করতে বলছি। যীশু নামে আমি এই প্রার্থনা করি। আমেন।"*

## যাকে আমি ক্ষমা করে দিচ্ছি সে ব্যক্তি যদি সম্পর্কের পুনর্মিলন করতে না চায়?

ক্ষমা এবং ক্ষমা প্রদান, যদি অন্য ব্যক্তি আপনাকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে বা তারা আপনার প্রতি তাদের ভূল স্বীকার না করে, তবে ঈশ্বর আপনাকে তাঁর আনুগত্যের জন্য আশির্বাদ করবেন এবং তাঁর জীবন, তাঁর শান্তি, অনুগ্রহ এবং করুনা বর্ষন করবেন। আপনি এখনো দাসত্ব থেকে তাঁর মুক্তি অনুভব করবেন।

অন্য ব্যাক্তি যা বলতে পারে বা করতে পারে তার উপরে আপনি কোনও প্রত্যাশা বা প্রয়োজনীয়তা স্হাপন করতে পারবেন না, তবে সমস্ত কিছু প্রভুর কাছে সমর্পন করুন এবং আপনার পরিস্থিতির মাঝে কাজ করতে তাঁকে বিশ্বাস করুন। আনুগত্যের এই ক্রিয়াকলাপের সাথে অনেক লোক মুখোমুখি হয়।

আমাদের অবশ্যই নিজের বোঝার উপর নির্ভর করা উচিত নয়, তবে ঈশ্বর ও তাঁর ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য ও আত্ম সমর্পন করা উচিত। তিনি আমাদের শাসন, সুরক্ষা এবং আমাদের মুক্ত করার জন্য আধ্যাত্মিক আইন দিয়েছেন। তাঁর শব্দ আমাদের এই আইনগুলি কি ভাবে অনুস্মরন করতে হয় সে সম্পর্কে বোঝাপড়া এবং নির্দেশনা দেয়। আমাদের মাংস, অহংকার এবং ভয় আমাদের এই পরিস্হিতিতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও বাধ্য হওয়া থেকে বিরত রাখবে, তবে পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

**হিতোপদেশ ৩: ৫-৬ পদ,***"তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর উপর নির্ভর কর এবং নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করো না; তোমাদের সমস্ত উপায়েই তাঁকে স্বীকৃতি দাও, এবং তিনিই তোমাদের পথ প্রদর্শন করবেন" ।*

এই প্রার্থনাটি করুন:

*" প্রভু যীশু, আমি এই পরিস্হিতিতে আপনাকে বিশ্বাস করার শক্তির জন্য প্রার্থনা করি। আমাকে মনে রাখতে সাহায্য করুন যে আমি এটি আপনার জন্য করছি। আমি কোন কিছুর জন্য .....তাকাচ্ছি না, তবে আমার জীবন আপনার হাতে রাখি। আমি এই ব্যাক্তির সাথে পুনর্মিলনের জন্য প্রার্থনা করি, তবে আমি জানি যে, আমি কেবল আমার অংশটিই করতে পারি। আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করি .....যাতে তোমার গৌরব হয়। আমি আপনার ফলাফল সহ সম্পুর্ন বিশ্বাস করি। যীশু নামে আমি এই প্রার্থনা করি। আমেন"*

## উপসংহার

ক্ষমা করা অত্যান্ত কঠিন হতে পারে, তবে আমরা যখন ক্ষমা না করি তখন জীবন আরও কঠিন হয় কারন আমরা পাপকে আশ্রয় দিচ্ছি এবং যীশু ক্রুশে আমাদের জন্য যা করেছিলেন তা ভুলে যাচ্ছি। ক্ষমাশীল ঈশ্বরের ক্ষমা আমাদের অভিজ্ঞতা সরাসরি অন্যদের ক্ষমা করার ক্ষমতা সম্পর্কিত। অন্যকে ক্ষমা করার প্রস্তুতি এক ইঙ্গিত দেয় যে আমরা সত্যই আমাদের নিজের পাপ থেকে অনুতপ্ত হয়েছি, আমাদের জীবন সমর্পন করেছি, এবং ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়েছি। ঠিক পূর্বেই ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হৃদয় অন্যের প্রতি কঠোর হতে পারে না।

গর্ব এবং ভয় আমাদের ক্ষমা এবং পুনর্মিলন থেকে বাঁচায়। দিতে বা অস্বীকার করা, আপনার অধিকারের প্রতি জোর দেওয়া এবং নিজেকে রক্ষা করা এই সমস্ত ইঙ্গিত করে যা স্বার্থপর, অহংকার আপনার জীবনকে প্রভুর পরিবর্তে শাসন করে। ভয় যখন " কি যদি .....? আপনাকে গ্রাস করেছে এবং নিয়ন্ত্রন করেছে, বিশ্বাসের জন্য, ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার জন্য প্রার্থনা করুন। শত্রু রাখা খুব ব্যায় বহুল। মথি ১৮: ২১- ৩৫ পদ, সতর্ক করে যে, একটি ক্ষমাশীল মনোভাব আপনাকে একটি সংবেদনশীল কারাগারে রাখবে।

> *"প্রথম এবং প্রায়শই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ক্ষমার মাধ্যমে নিরাময় করেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ক্ষমা করেন---- যখন আমরা সত্যিকার অর্থে ক্ষমা করি, তখন আমরা একজনকে মুক্ত করি এবং তারপর আবিস্কার করি যে আমরা যাদের মুক্ত করেছি সে আমরাই।"*
>
> - **লুইস স্মেদেস্**